

# কহানী চিকিৎসা

হযরত খ্বাজা শামসুদ্দীন আজীমী (রহমতুল্লাহি আলাইহি)



# উৎসৰ্গ

সৰ্বেশ্বৰ  
বিশ্বৰ নবী  
হুযূৰ  
(আলাইহিস্ সালাতি  
ওয়াস্‌সালাম)

সন্দেহ ও অনিশ্চয়তার ঝড় থেকে উৎপন্ন প্রায় দুই শতাধিক রোগ ও সমস্যাকে একত্র করে এই গ্রন্থে তাদের সমাধান প্রকাশ করা হচ্ছে।

গ্রন্থ “রুহানী চিকিৎসা”-এ যত রোগের চিকিৎসা ও সমস্যার সমাধান উপস্থাপন করা হয়েছে, সবই আমাকে তরীকা ও ওয়েসিয়া, কালান্দারিয়া, আজীমিয়া থেকে প্রাপ্ত হয়েছে এবং এই ফকির তার সব আমলের যাকাত আদায় করেছেন। আমি আল্লাহর সৃষ্টির জন্য এই রুহানী ফয়েজকে সাধারণ করছি এবং সাইয়্যিদুনা হুযূর (আলাইহিস্ সালাতি ওয়াস্ সালাম)-এর ওসিলায় দোয়া করছি যে আল্লাহ তাআলা আমার এই প্রচেষ্টাকে কবুল করুন এবং তাঁর বান্দাদের স্বাস্থ্য দান করুন, দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করুন।

**আমীন সুম্মা আমীন।**

## Table of Contents

ভূমিকা .....	15
আমল ও আমিলগণ.....	20
ইজাজত ও তাবিজের যাকাত .....	21
আসীবের (ভূতগ্রস্ততা) চিকিৎসা .....	22
চোখের রোগসমূহ.....	26
মোতিয়া ও পরবল.....	26
রতওন্দা বা রাত্রিকানা.....	26
দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতা .....	26
চোখের নারসিংঘা (পর্দা পড়া) .....	27
চোখের নাসুর.....	28
ভেংচি চোখ (চোখের বাঁকা হওয়া).....	28
চোখের সামনে রক্ত ভাসতে দেখা .....	29
ইমদাদে গায়বী (অদৃশ্য সাহায্য).....	29
ইস্তিখারা.....	30
পরীক্ষায় সফলতার জন্য .....	31
অ্যালার্জি (ALLERGY).....	31
ইখতিলাজে কলব (হৃদস্পন্দনের ব্যাধি).....	32
একজিমা (ECZEMA).....	34

আন্ত্রিক রোগসমূহ.....	34
আন্ত্রে ঘা .....	34
আন্ত্রিক যক্ষমা .....	35
আন্ত্রিক শুষ্কতা .....	35
আন্ত্র নেমে যাওয়া.....	36
ইন্ডিসকা.....	36
(জলন্ধর-পেটে পানি জমে যাওয়া).....	36
স্নায়ুর দুর্বলতা .....	37
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অবশ হওয়া (স্নায়বিক জড়তা).....	38
অবাধ্য সন্তান .....	39
হীনমন্যতা .....	40
উদাসীনতা.....	41
সাধারণ .....	43
জ্বর.....	43
বাড়ির জ্বর.....	43
টাইফয়েড — মোতিজরা — পর্যায়ক্রমিক জ্বর — হাম.....	43
শিশুদের রোগ ও তার চিকিৎসা.....	44
উন্মুস্‌সবিয়ান (শুকনো রোগ).....	44
পাঁজরের নড়াচড়া ও নিউমোনিয়া.....	45
কানের ব্যথা.....	46

কালো কাশি (হুপিং কাফ).....	46
বিছানায় প্রস্রাব করা.....	46
মাটি খাওয়া.....	47
একগুঁয়েমি (জেদ করা).....	47
পেটে কৃমি (প্যারাসাইট বা কৃমিজনিত রোগ).....	48
দাঁত ওঠা.....	48
নজর লাগা.....	49
কান থেকে পুঁজ পড়া.....	49
বধির বা বোবা হওয়া.....	50
স্বপ্নে ভয় পাওয়া.....	50
শিশুদের হারিয়ে যাওয়া.....	51
ক্ষুধামান্দ্য (ক্ষুধা না লাগা).....	52
স্মৃতিশক্তি দুর্বল হওয়া.....	52
পড়াশোনায় মন না লাগা.....	52
দেহে কালো দাগ.....	53
খারাপ অভ্যাস থেকে মুক্তি.....	53
রক্তচাপ, নার্ভাস ব্রেকডাউন, মানসিক রোগ.....	53
নিদ্রাজনিত অশুদ্ধতা (বিছানায় নাপাক হওয়া) থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য.....	55

শরীরব্যথা.....	56
রোগের পর দুর্বলতা.....	57
বিছা বা সাপের কামড়ের চিকিৎসা.....	57
চুল লম্বা করার উপায়.....	58
বৃদ্ধাবস্থায় শ্রবণশক্তি হ্রাস পাওয়া .....	59
বধিরতা দূর করার জন্য.....	59
বগলে গুটি (ফোলা বা ফোড়া) .....	59
অচেতন রোগীকে জ্ঞান ফিরিয়ে আনার জন্য.....	60
ভাইবোনদের ঝগড়া .....	60
বরকতের জন্য.....	61
অভাগ্যজনিত উদ্বেগ.....	62
পাইলস (ববাসীর).....	63
বায়ুবাহী ববাসীরের জন্য.....	63
রক্তবাহী ববাসীরের জন্য.....	64
বারস (সাদা দাগ).....	64
অজানা রোগ (যে অসুখ বোঝা যায় না).....	65
পিত্তরোগ (পিত্তথলির অসুখ) .....	66
পিচিশ (ডায়াসেন্দ্রি).....	66
পাঁজরে ব্যথা.....	67

পায়োরিয়া (মাড়ির রোগ).....	67
পেট ফোলা ও স্থূলতা (মোটা হওয়া) কমানোর জন্য.....	68
পায়ের পেশি বা পিণ্ডলির দুর্বলতা.....	69
প্লীহা বা পেটের মাংসপেশি উঁচু হয়ে যাওয়া (পান্ডি উছলনা) .....	70
ফোঁড়া, ফুসকুড়ি, চুলকানি ও একজিমা.....	70
প্রস্রাবজনিত রোগ ও তার চিকিৎসা .....	71
প্রস্রাবে রক্ত আসা.....	71
প্রস্রাব রুক রুক করে আসা .....	72
প্রস্রাব বারবার আসা .....	72
প্রস্রাবে চিনি আসা, ঘুমের মধ্যে প্রস্রাব হয়ে যাওয়া এবং মূত্রথলির দুর্বলতা.....	73
স্থানান্তর (TRANSFER) বাতিল করার জন্য .....	74
স্থানান্তর (TRANSFER) করানোর জন্য.....	75
তাসখীর (আকর্ষণ ও প্রভাব).....	75
রোগ নির্ণয় .....	77
প্লীহার (তিলি) চিকিৎসা .....	78
অঙ্গসঞ্চালন বা খিঁচুনি.....	78
টনসিল ও গলাব্যথা (কণ্ঠমালা প্রদাহ) .....	79
যক্ষ্মা (T.B / তপ-দক) .....	79
যকৃৎের সব ধরনের রোগের জন্য.....	80

যৌবনে শিশুমুখ থাকা .....	81
প্রমেহ.....	81
পশুদের দুধ কমে গেলে.....	82
যৌন আকর্ষণ সৃষ্টির জন্য .....	83
অশোভন বা অনুচিত যৌন আকর্ষণ দূর করার জন্য.....	83
যাদুর প্রতিকার .....	84
জিন আহ্বানের জন্য.....	85
শারীরিক ও আত্মিক শক্তি পুনরুদ্ধার.....	86
চুরি করার অভ্যাস ত্যাগ করানোর জন্য .....	86
চুরি করা মাল ফেরত পেতে.....	87
আঘাতজনিত কষ্ট .....	87
হাঁটা-ফেরা থেকে অক্ষমতা.....	88
মুখ সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য.....	89
হাসিদ বা শত্রুর অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য.....	92
ইচ্ছামতো বিবাহের জন্য .....	92
ভ্রমণকালে সুরক্ষার জন্য.....	94
স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করার জন্য .....	94
রক্তাল্পতা (অ্যানিমিয়া) দূর করার জন্য .....	95
নিজের সঙ্গে কথা বলার অভ্যাস .....	95

মানসিক ভারসাম্যহীনতা.....	95
মস্তিষ্কের শিরা ফেটে যাওয়া (COMA).....	96
মস্তিষ্কের দুর্বলতা.....	96
ছোপ, দাগ ও ক্ষতচিহ্ন.....	97
ঔষধ বা ইনজেকশনের প্রতিক্রিয়া (REACTION).....	97
ঘুমের সময় দাঁত ঘষার অভ্যাস.....	98
অ্যাজমা (ASTHMA).....	99
দাদ (RINGWORM).....	101
দাঁতের সব ধরনের রোগ.....	101
দাঁতের ব্যথা বা মোলারের ব্যথা.....	102
মাথাব্যথা.....	102
তীব্র ব্যথা—যেখানেই হোক.....	103
কানব্যথা.....	103
মেরুদণ্ডে ব্যথা.....	103
ঘাড় ও পিঠের ব্যথা.....	104
কিডনির ব্যথা.....	105
সায়্যাটিকা.....	106
গোড়ালির ব্যথা.....	106
অর্ধ-মাথা ব্যথা (মাইগ্রেন).....	107

ডিফথেরিয়া (DYPHTHERIA).....	107
রুচি নষ্ট হওয়া .....	108
ডায়াবেটিস .....	108
মস্তিষ্কের অবস বা স্থবিরতা.....	109
রক্তনালী ফেটে রক্তপাত হওয়া.....	109
কাঁপুনি .....	110
টিউমার.....	111
সয়েদনা হুজুর আলাইহিসসালাতি ওয়াসসালামের দর্শন ও পবিত্র পদচুম্বন .....	112
বিবাহের জন্য.....	113
স্বামীর রাগ দূর করার জন্য .....	113
স্ত্রীর পক্ষ থেকে স্বামীর প্রতি অন্যায় .....	114
স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে কলহ .....	115
সচেতনতার দুর্বলতা দূর করার জন্য .....	116
প্লেগ (মহামারী).....	117
ভ্রান্ত আকীদা (বিশ্বাস) সংশোধনের জন্য.....	118
মহিলাদের রোগসমূহ .....	120
গর্ভপাত হওয়া ও সন্তান জন্মের পর মারা যাওয়া .....	120
সন্তান না হওয়া (বন্ধ্যাত্ব) .....	120
ঋতুস্রাবের অনিয়ম (মাসিক চক্রের অস্বাভাবিকতা).....	121

ঋতুস্রাবের অতিরিক্ততা.....	123
লিউকোরিয়া (জরায়ুর সমস্ত রোগ).....	123
প্রসবের পর পেট বেড়ে যাওয়া.....	124
চল্লার (চল্লিশা) সকল কষ্টের জন্য.....	124
শিশুর জন্ম সহজ করার জন্য.....	125
দুধের ঘাটতি.....	126
থনিলা.....	127
স্তনের চ্যাপ্টা হওয়া.....	127
মুখ ও শরীরে অতিরিক্ত লোম.....	128
হিস্টেরিয়া.....	129
রাগের আধিক্য.....	130
ফালিজ ও লক্‌বা.....	131
ফিস্টুলা (FISTULA) বা ভগন্দর.....	132
ঋণ আদায়ের জন্য.....	133
ঋণ পরিশোধের জন্য.....	134
বন্দি মুক্তির জন্য.....	135
উচ্চতা বৃদ্ধির জন্য.....	135
দোয়া কবুলের জন্য.....	136
ক্যান্সার বা সার্তান.....	136

কুব বা কুঁজে যাওয়া.....	139
কৃষিকাজে বরকত .....	140
কাজে মন না লাগা .....	140
কুকুরে কামড়ানো .....	141
কুমড়োর বীজ ও কেঁচো (অল্পের কীট) .....	141
কিডনির যাবতীয় রোগ .....	143
টাক (গঞ্জ).....	143
গেঁটে বাত ও হাঁটুর ব্যথা .....	144
ইনজেনহারি (রোগের নাম) .....	144
লো লাগা (রোদে অসুস্থ হওয়া).....	145
মুখে দুর্গন্ধ আসা.....	145
বাড়ি বা কোনো স্থান খালি করানোর জন্য .....	146
মৃগী রোগ (EPILEPSY).....	148
মৃগীর রোগীর আত্মিক চিকিৎসা .....	148
পুরুষদের মধ্যে নারীত্বের প্রবণতা .....	149
নাক দিয়ে রক্ত পড়া (নাকসির).....	151
দীর্ঘস্থায়ী সর্দি (নাজলা মুজমিন) .....	151
নাক বন্ধ হয়ে গন্ধ বা দুর্গন্ধ অনুভব না হওয়া.....	152
নাভি সরে যাওয়া.....	153

নেশার অভ্যাস ত্যাগের জন্য .....	154
নাকের রোগসমূহ.....	154
হেঁচকি.....	155
তোতলামি বা জড়তা.....	156
হাড়ক্ষয়জনিত রোগ ও সিফিলিস.....	156
হজমজনিত ডায়রিয়া (হেজা).....	157
হাড় সম্পূর্ণ না হওয়া ও হাড়ে ব্যথা .....	158
হাড় বৃদ্ধি পাওয়া.....	158
জন্ডিস.....	159
কণ্ঠস্বর সুন্দর করার জন্য .....	160
আলসার বা পাকস্থলীতে ঘা.....	161
অ্যাপেন্ডিসাইটিসের জন্য .....	161
চোখ ব্যথা করা বা চোখ লাল হওয়া.....	162
আসিব (জিন বা অদৃশ্য প্রভাব) দূর করার তাবিজ.....	163
শিশুর হৃদয়ে ছিদ্র (হার্ট হোল) থাকলে .....	164
বগল ও পা থেকে দুর্গন্ধ আসা.....	164
পোলিও.....	165
মানসিক অস্থিরতা (যা জ্বিন বা আছর ভাবা হয়).....	167
পেটব্যথা .....	167

(তাসথিরে হুফ্লাম) .....	168
যাদু ও জিনের প্রভাব নিবারণের আমল .....	169
গুটি বসন্ত (SMALLPOX).....	169
রক্তের বিকৃতি (খুন মে খারাবি).....	170
রাতে ঘুমের মধ্যে হাঁটা (স্লিপওয়াকিং).....	171
অজ্ঞান হয়ে যাওয়া (জওয়াল-এর পর বেহোশি).....	172
ব্যবসায় স্ববিরতা.....	173
প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে জিভ আটকে যাওয়া .....	174
কানচ বা পায়ুপথের মাংস বেরিয়ে আসা (RECTAL PROLAPSE) .....	174
গৃহের সব সদস্যের অসুস্থ থাকা.....	175
মুখে রক্ত আসা .....	175
চাকরি বা ব্যবসা লাভের জন্য.....	177
নজর লাগা (নজর-এ-বাদ) .....	178

## ভূমিকা

মানুষ জীবনের সমস্ত পর্যায় অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সময়খণ্ডের মধ্যে অতিক্রম করে, যেমন এক সেকেন্ডের একটি ভগ্নাংশ—মানুষের জীবন শত (১০০) বছর হলেও তা এই মুহূর্তগুলিতেই বিভক্ত হয়ে থাকে। চিন্তার বিষয় এটি যে, মানুষ জীবনযাপন করার জন্য মনের মধ্যে সময়ের এই খণ্ডগুলোকে যুক্ত করে এবং এই খণ্ডগুলো থেকেই কাজ নেয়। এই খণ্ডগুলোর ঘূর্ণাবর্তে, যাকে আমরা চিন্তা বা মনন বলি, আমরা হয় একটি খণ্ড থেকে অন্য খণ্ডে এগিয়ে যাই অথবা সেই সময়ের খণ্ডে ফিরে যাই।

এটি এভাবে বোঝা উচিত যে, মানুষ appena ভাবে যে আমি আহার করব, কিন্তু পেটে অস্বস্তি থাকায় সে তা ত্যাগ করে দেয়। কতক্ষণ সে এই ত্যাগে অটল থাকবে, সে বিষয়ে তার কিছুই জানা নেই। এইরূপ অগণিত চিন্তাই তার জীবনের যৌগিক উপাদান, যা তাকে ব্যর্থ বা সফল করে তোলে। কখনও সে এক ইচ্ছা করে, আবার তা পরিত্যাগ করে—চাই তা কয়েক মিনিটে, কয়েক ঘণ্টায়, অথবা মাস ও বছরে হোক।

বলতে চাওয়া হয়েছে যে ত্যাগ মানুষের জীবনের প্রধান অংশ, কারণ সে প্রকৃতিগতভাবে আরামপ্রিয়। অনেক বিষয় আছে যেগুলো মানুষ কষ্ট, অসুবিধা, রোগ, উদাসীনতা, নিষ্ক্রিয়তা, অস্থিরতা ইত্যাদি বলে। এই সব অবস্থার বিপরীতে একটি অবস্থা আছে, যার নাম সে প্রশান্তি রাখে। এটা বলা যায় না যে এই সব অবস্থাই বাস্তব; প্রকৃতপক্ষে এদের অধিকাংশই অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত।

মানুষের মস্তিষ্কের গঠনই এমন যে, সে সর্বদা সহজতার দিকে

দৌড়ায় এবং পরিশ্রম থেকে বিমুখ হয়। স্পষ্টতই এগুলো দুটি দিক এবং এই দিকগুলোর মধ্য দিয়েই মানুষ সর্বদা চিন্তার মাধ্যমে ভ্রমণ করে। তার প্রতিটি ক্রিয়ার উৎস এই দুই দিকের কোনো একটি। ঘটে এই যে, আমরা appena একটি পরিকল্পনা করি, তার বিন্যাস করি, যতক্ষণ না তা সম্পূর্ণ হয়। দিকটিও সঠিক ছিল, কিন্তু মাত্র দশ পা চলার পর আমাদের মনে পরিবর্তন ঘটে, পরিবর্তন ঘটান সঙ্গ্রে সঙ্গ্রে চিন্তার দিক বদলে যায়। ফলত দিকও পরিবর্তিত হয় এবং আমরা যে গন্তব্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলাম, তা অদৃশ্য হয়ে যায়। আমাদের কাছে যা থাকে, তা হল অনুসন্ধান করা এবং অনুসন্ধান করে পদক্ষেপ নেওয়া। লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে, এই আলোচনা ছিল নিশ্চিততা ও সন্দেহের মধ্যবর্তী পথ সম্পর্কে। আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, মানুষের গঠন অনুমান ও নিশ্চিততার উপর নির্ভর করে। ধর্মীয় পরিভাষায় এটিকেই সন্দেহ ও ঈমান বলা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা মস্তিষ্কে সন্দেহকে স্থান দিতে নিষেধ করেছেন এবং মনে ঈমানকে দৃঢ় করার আদেশ দিয়েছেন। কুরআন মজিদে বর্ণিত হয়েছে—“كُلُّ الْكُفَالِ لَا يُفِيدُ فِيهِ” — এটি সেই গ্রন্থ, যাতে কোনো সন্দেহ নেই; এটি তাদের জন্য হিদায়াত যারা অদৃশ্যের প্রতি ঈমান রাখে। যে সন্দেহকে আল্লাহ্ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন, সেটিই সেই সন্দেহ, যার থেকে আদম (আলাইহিস্ সালাম)-কে বিরত থাকতে বলা হয়েছিল। কিন্তু শয়তান প্রতারণা করে সেই সন্দেহ আদম (আলাইহিস্ সালাম)-এর মনে প্রবেশ করায়, যার ফলে তাঁকে জান্নাত থেকে বের করে দেওয়া হয়। সেই স্থান থেকেই আদম (আলাইহিস্ সালাম)-এর মস্তিষ্কে দুটি দিক নির্ধারিত হয়—সন্দেহ ও ঈমান।

উল্লিখিত বাস্তবতার আলোকে মানুষের মস্তিষ্কের কেন্দ্র সন্দেহ ও ঈমানের উপর অবস্থিত। এই সন্দেহ ও ঈমানই মস্তিষ্কের কোষে সदा ক্রিয়াশীল থাকে। যত বেশি সন্দেহ বৃদ্ধি পায়, ততই মস্তিষ্কের কোষে ভাঙন সৃষ্টি হয়। এটি বলা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যে, এই মস্তিষ্কের কোষগুলিরই প্রভাবে সমস্ত স্নায়ু কাজ করে এবং স্নায়ুরই উদ্দীপনাই মানবজীবন।

কোনো কিছু প্রতি মানুষের নিশ্চিত হওয়া ততটাই কঠিন, যতটা প্রতারণাকে অস্বীকার করা কঠিন। উদাহরণস্বরূপ, মানুষ যা কিছু, সে নিজেকে তার বিপরীতে উপস্থাপন করে। সে সর্বদা নিজের দুর্বলতাগুলো লুকায় এবং তার স্থলে কল্পিত গুণাবলি প্রকাশ করে, যা তার মধ্যে আসলে নেই। সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো, যে সমাজে সে লালিত হয়েছে, সেই সমাজই তার বিশ্বাসে পরিণত হয়, এবং তার মন আর সেই বিশ্বাসের বিশ্লেষণ করতে সক্ষম থাকে না। সেই বিশ্বাস নিশ্চিততার স্থানে অধিষ্ঠিত হয়, যদিও তা কেবল প্রতারণা। এর সবচেয়ে বড় কারণ হলো মানুষ যা কিছু নিজেকে প্রকাশ করে, বাস্তবে সে তার বিপরীত।

এই ধরনের জীবনযাপন করতে গিয়ে মানুষ নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়—এমন সব সমস্যা, যার কোনো সমাধান তার কাছে নেই। এই জীবনে প্রতিটি পদক্ষেপে সে আশঙ্কা করে যে তার কাজ নষ্ট হয়ে যাবে এবং ফলহীন প্রমাণিত হবে। কখনও কখনও মানুষ মনে করে যে তার পুরো জীবনই অপচয় হচ্ছে, কিংবা অন্তত তীব্র বিপদের মধ্যে রয়েছে। এই সবই সেই মস্তিষ্ককোষগুলোর কারণে ঘটে, যেগুলিতে সন্দেহের কারণে দ্রুত ভাঙন সৃষ্টি হয়। মস্তিষ্ককোষের দ্রুত ভাঙন ও পরিবর্তন তার প্রতিটি কর্মপথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে; কাজ ফলহীন প্রমাণিত হয় এবং স্নায়ুতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

মানুষের মস্তিষ্ক প্রকৃতপক্ষে তার নিজের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। সে নিশ্চিততার শক্তি দ্বারা মস্তিষ্ককোষের ভাঙন কমাতে বা বাড়াতে পারে। মস্তিষ্ককোষের ভাঙন কমে গেলে স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষতির সম্ভাবনাও অত্যন্ত কমে যায়।

মানুষও একপ্রকার প্রাণী। কোনোভাবে সে আগুনের ব্যবহার শিখে নেয় এবং আগুনের ব্যবহার থেকেই ধীরে ধীরে জ্ঞান ও কলার ভিত্তি স্থাপিত হয়। গ্রন্থ “রং ও আলো দিয়ে চিকিৎসা”-তে মানুষের দুই পায়ে চলার গুণ বর্ণিত হয়েছে। আমরা সেই গ্রন্থে ব্যাখ্যা করেছি যে প্রাণী ও মানুষের মধ্যে আলোর বিভাজন কী ভিত্তির উপর স্থাপিত, এবং এই বিভাজনের ফলেই মানুষ ও প্রাণীর জীবন পৃথক হয়ে যায়।

ইতিহাসে এমন কোনো যুগ আসেনি, যখন হাজারের মধ্যে কয়েকজনের বেশি মানুষ সুস্থ থেকেছে। প্রকৃতপক্ষে হওয়া উচিত ছিল, মানুষ যেন আলোর যত প্রকারভেদ ও তাদের কার্যপ্রণালী জানতে পারত, কিন্তু সে কখনও এই দিকে মনোযোগ দেয়নি। এই বিষয়টি সর্বদা পর্দার আড়ালে রয়ে গেছে। মানুষ সেই পর্দার ভেতর দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপের চেষ্টা করেনি—হয়তো তার সামনে আলোর পর্দা উপস্থিতই ছিল না, অথবা সে আলোর পর্দার দিকে দৃষ্টি দেয়নি। সে কখনও সেই নিয়মগুলো জানতে চেষ্টা করেনি, যেগুলো আলোর মিশ্রণের সঙ্গে সম্পর্কিত। যদি মানুষ এই আচরণ গ্রহণ করত, তবে তার মস্তিষ্ককোষের ভাঙন সর্বনিম্ন হতে পারত। এই অবস্থায় সে সর্বাধিক নিশ্চিততার পথে অগ্রসর হতো, অকারণ বিশ্বাস ও কুসংস্কারে নিমজ্জিত হতো না। সন্দেহ তাকে আজকের মতো এত কষ্ট দিত না, এবং তার কার্যকলাপে যে বাস্তব প্রতিবন্ধকতাগুলো দেখা দেয়, তা ন্যূনতম থাকত। কিন্তু তা হয়নি; সে আলোর প্রকারভেদ জানেনি, আলোর প্রকৃতি জানার চেষ্টাও করেনি। সে

এটাও জানে না যে আলোও স্বভাব ও প্রকৃতি রাখে, এবং আলোর মধ্যেও প্রবণতা বিদ্যমান। তার এ জ্ঞানও নেই যে আলোগুলোই তার জীবন এবং তার রক্ষাকর্তা। সে কেবল মাটির পুতুল সম্পর্কে জানে—সেই পুতুল সম্পর্কে, যার নিজের কোনো জীবন নেই, যার সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন যে, “সে পচা মাটি থেকে সৃষ্টি হয়েছে” এবং অন্য স্থানে বলেছেন, “সে মাটি বাজনা”—অর্থাৎ “শূন্যতা”।

আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজিদে ইরশাদ করেছেন:

“ইনসান এক সময় ছিল এক উল্লেখযোগ্যহীন বস্তু; আমরা তার মধ্যে আমাদের রূহ ফুঁকে দিয়েছি, ফলে সে শ্রবণশীল, বাকশীল, বোধশীল ও অনুভূতিশীল মানুষে পরিণত হয়েছে।”  
রূহের সংজ্ঞা হলো, এটি “আমর-ই রব”। আর আমরের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা এই যে—

যখন তিনি কোনো বিষয়ের ইচ্ছা করেন, তখন বলেন ‘হও’, আর তা হয়ে যায়।

অর্থাৎ মানুষ রূহ, আর রূহ আমর-ই রব।

আল্লাহ তাআলার এই বাণী থেকে অজ্ঞতা সন্দেহ ও ভ্রান্তিকে বাড়িয়ে দেয়, যার ফলে ঈমান ও নিশ্চিততা ভেঙে যায়। কুরআন মাজিদ জাতিকে একক ব্যক্তির মর্যাদা দিয়েছে। অতএব, জাতির সঙ্গেও সেই একই প্রক্রিয়া ঘটে যা ব্যক্তির সঙ্গে ঘটে। যদি জাতির মধ্যে ঈমানের তুলনায় সন্দেহের অনুপাত বৃদ্ধি পায়, তবে এই প্রক্রিয়া দ্বিমুখী রূপ ধারণ করে। যখন এর দিক উত্থানের দিকে হয়, তখন আকাশীয় বিপর্যয়ের সম্ভাবনা থাকে, এবং যখন পতনের দিকে হয়, তখন ভূমিকেন্দ্রিক বিপর্যয় আসে।

যখন বিপর্যয় আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়, তা ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র জাতির মন ও স্নায়ুকে প্রভাবিত করে। এর থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হলো জাতির ঈমানের পথ এক হওয়া, বিচ্ছিন্ন না হওয়া। এটিই নবীদের শিক্ষা। যখন জাতি দলগুলিতে বিভক্ত হয়ে যায় এবং প্রতিটি দলের ঈমান ভিন্ন হয়, তখন সন্দেহ পৃথিবীর পৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড়ে। এই বিভাজন থেকেই ভূমিকেন্দ্রিক বিপর্যয় সক্রিয় হয় ও বিস্তৃত হয়। ফলে বন্যা, ভূমিকম্প, মহামারি প্রভৃতি দেখা দেয়। কখনও কখনও গৃহযুদ্ধও ঘটে, যার ফলে জাতি ও ব্যক্তির স্নায়ুতন্ত্র ধ্বংস হয়, এবং নানাবিধ রোগ ছড়িয়ে পড়ে।

## আমল ও আমিলগণ

আমিলগণ কোনো আমলের পুনরাবৃত্তি করে তাদের মস্তিষ্কে বারবার সক্রিয় রাখেন, যতক্ষণ না তারা ইচ্ছার উপর নিয়ন্ত্রণ অর্জন করেন। অনুশীলনের মাধ্যমে তাদের দক্ষতা যত বাড়ে, ততই তারা ইচ্ছাশক্তির মাধ্যমে কাজ করা সহজ পায়। এই ধরনের মানুষ প্রকৃতিগতভাবেও জন্মায়। তাদের স্বভাব নিজে থেকেই আধ্যাত্মিকতার দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং অল্প বয়স থেকেই তারা এসব বিষয় না বুঝেই বারবার ব্যবহার করে। আগে থেকেই তাদের জানা থাকে না যে তাদের মধ্যে এই প্রাকৃতিক প্রবণতা বিদ্যমান; কিন্তু এই শক্তির বারবার ব্যবহারের ফলে—যা তারা কেবল বিনোদনের উদ্দেশ্যে করে—সফলতা আসতে শুরু করে। ধীরে ধীরে তাদের উপর এই রহস্য উদঘাটিত হয় যে চিন্তা ও ইচ্ছার দ্বারা কাজ করা যায়। যখন তারা এ অনুযায়ী কাজ করে এবং বারবার তা পুনরাবৃত্তি করে এবং ফলাফল ইচ্ছামতো ঘটে, তখন তারা

নিজেদের আমিল বলে মনে করে। মানুষও তাদের “আমিল” বলে ডাকে।

## ইজাজত ও তাবিজের যাকাত

প্রত্যেক আমিলের স্বাভাবিকভাবে এই বিশ্বাস থাকে যে, আমি যাকে এই শক্তি দান করব, সেও আমার মতো আমিল হয়ে যাবে। প্রায়ই দেখা গেছে যে কোনো আমিল কারো কাছে তার আমল হস্তান্তর করেছে, এবং যাকে হস্তান্তর করা হয়েছে, তার প্রকৃতিও আমিলের মতো হয়ে গেছে। এক স্বভাবের আরেক স্বভাবে প্রবেশ করাও মানুষের এক মানসিক বৈশিষ্ট্য। প্রকৃত আমিল তো খুবই বিরল, তবে দানপ্রাপ্ত আমিল অনেক আছে। দানপ্রাপ্ত আমিলদের বিশ্বাসে এই বিষয়টি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে যে, আমরা যদি এমন করি, তবে এমনই হবে। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে সাফল্যের স্তরগুলো নিশ্চিততার শক্তির উপর নির্ভরশীল।

এই গ্রন্থ থেকে উপকার পাওয়ার জন্য চিকিৎসক, সে নিজে রোগী হোক বা অন্য কারো চিকিৎসা করুক, এগারোবার শুরু ও শেষে দরুদ শরীফ পাঠ করবে এবং একশ একবার “بِسْمِ اللَّهِ الْأَوْسَعِ جَلَّ جَلَالُهُ” পাঠ করে হাতে ফুঁ দিয়ে তিনবার মুখে হাত বুলিয়ে নেবে। এখন আমার পক্ষ থেকে এই গ্রন্থের আমলসমূহের অনুমতি রইল।

তাবিজ নিজে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে অথবা অন্য কাউকে লিখে দেওয়ার ক্ষেত্রে তাবিজের যাকাত হিসেবে দুই টাকা সদকা করে দিন, অথবা যাকে তাবিজ দেওয়া হয়েছে তাকে এই নির্দেশ দিন যে সে তাবিজের যাকাত হিসেবে দুই টাকা সদকা করে দেবে।

## বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

### আসীবের (ভূতগ্রস্ততা) চিকিৎসা

আসীব এক ধরনের রোগ, যার সম্পর্ক মস্তিষ্কের সঙ্গে। এর প্রধান কারণ হলো, রক্তে মিষ্টতার তুলনায় লবণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া। এই রক্ত যখন সমগ্র শরীর প্রদক্ষিণ করে দুই ট্রিলিয়ন মস্তিষ্ককোষে প্রবাহিত হয়, তখন সেই মস্তিষ্ককোষগুলো—যেগুলো মানুষের মধ্যে চেতনার অনুভূতি সৃষ্টি করে—প্রভাবিত হয়। ফলে রোগী কাঁধে ভার অনুভব করতে থাকে এবং তার দৃষ্টির সামনে এমন বস্তু বা অবয়ব দেখা দেয়, যেগুলো সে বুঝতে পারে না এবং তাদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে না। যেমন, সে কোনো নারী বা পুরুষের ছায়ামূর্তি দেখে; যেহেতু এইভাবে অদৃশ্য জগৎ দেখা তার অভ্যাস নয়, তাই সে ভীত হয়ে পড়ে এবং এমন সব কাজ করতে শুরু করে, যা চেতনার সীমার বাইরে। কখনও এই প্রভাব এত গভীর হয় যে চেতনায় বিঘ্ন ঘটে এবং তার অনুভূতি অবচেতন উদ্দীপনার অধীন হয়ে যায়। তখন সে কখনো পৃথিবীর কথা বলে, কখনো আকাশের, কখনো অচেতন হয়ে পড়ে এবং নিজে থেকেই চেতনা ফিরে পায়। কখনো কোনো কারণ ছাড়াই হাসে, আবার কোনো কারণ ছাড়াই কাঁদে। এমনও ঘটে যে, বিভ্রান্ত আত্মাগুলো—যাদের স্বভাবে ধ্বংসাত্মক প্রবণতা থাকে—মৃত্যুর

পর এমন দুর্বল মস্তিষ্কের মানুষের সন্ধানে ঘোরে, এবং যখন তারা তাদের ধ্বংসাত্মক ক্রিয়ার জন্য উপযুক্ত শিকার পায়, তখন তার সামনে উপস্থিত হয় এবং তার চেতনাকে স্থবির করে দেয়। এর চিকিৎসা এই যে, এটি কাগজের টুকরোয় লিখুন, তা ভাঁজ করে একটি রোল তৈরি করুন।

يَا مَهْلَائِيلَ  
يَا ثَمْنَائِيلَ  
يَا مِيكَائِيلَ  
يَا جِبْرَائِيلَ

কাগজটি ভাঁজ করে তুলোর মধ্যে মুড়ে নিন। তুলো ও কাগজ দিয়ে তৈরি বস্তিটি ঘি বা জলপাই তেলে এমন স্থানে জ্বালান, যেখান থেকে ধোঁয়া রোগীর কাছে পৌঁছাতে পারে। এই আমলটি রাতে ঘুমানোর সময় করা উচিত। সকালে সূর্য ওঠার আগে ۞

پୂର୍ଣ୍ଣ সূরাটি পাঠ করে এক পেয়লা পানির উপর ফুঁ দিয়ে খালি পেটে রোগীকে পান করান। দুই সপ্তাহ পর্যন্ত একেবারেই লবণ দেবেন না। দুই সপ্তাহ পরও কিছুদিন পর্যন্ত যতটা সম্ভব অল্প পরিমাণে লবণ ব্যবহার করান। দিনে তিনবার খাঁটি মধু সেবন করাও অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

পৃথিবী ও আসমানী বিপর্যয় থেকে নিরাপদ থাকার উপায় যখন কোনো জাতি আল্লাহ্ তাআলা নির্ধারিত বিধান থেকে বিচ্যুত হয় এবং ভালো-মন্দ জেনে-শুনে আইনভঙ্গ করে, তখন তার মধ্যে ঈমানের শক্তি ক্রমে দুর্বল হতে থাকে। যতই ঈমান দুর্বল হয়, তার বিশ্বাসে ক্রটি দেখা দেয় এবং সেই ক্রটির কারণে জাতি কুসংস্কারে নিমগ্ন হয়ে পড়ে। কুসংস্কারের আধিক্যে মানুষের মনে সন্দেহ জন্ম নেয়, এবং সেই সন্দেহ থেকে তার মধ্যে লোভ ও কামনা এমনভাবে বৃদ্ধি পায় যে জীবনের নির্ভরতা আল্লাহ্ তাআলার পরিবর্তে বাহ্যিক উপকরণের উপর স্থাপিত হয়। এখান থেকেই জাতির পতনের সূচনা ঘটে। আর আল্লাহ্ তাআলার বিধান এমন জাতিকে সহ্য করে না, তাই তাদের উপর আসমানী ও ভূমিগত বিপর্যয় নাজিল হয়।

অবশ্যই সংকল্প ও কর্মের সঙ্গে অনিশ্চয়তাকে দূর করার চেষ্টা করা উচিত এবং আসমানী ও ভূমিগত বিপর্যয় থেকে নিরাপদ থাকার জন্য নয় ইঞ্চি চওড়া ও বারো ইঞ্চি লম্বা সাদা আর্ট পেপারে কালো চকচকে কালি দিয়ে অত্যন্ত সুন্দরভাবে লিখে বা লিখিয়ে এই নকশাটি নিজের ঘরে টাঙিয়ে রাখুন।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 يَا حَفِيظُ يَا حَفِيظُ يَا حَفِيظُ  
 يَا بَدِيْعُ يَا بَدِيْعُ يَا بَدِيْعُ  
 يَا بَدِيْعُ الْعَجَائِبِ بِالْخَيْرِ يَا بَدِيْعُ

যদি খোদা না করুন কোনো মহামারি ছড়িয়ে পড়ে, তবে এই একই নকশাটি সাদা চীনা মাটির তিনটি প্লেটে জাফরান ও গোলাপজল দিয়ে লিখুন এবং সকাল, সন্ধ্যা ও রাতে পানি দিয়ে ধুয়ে সেই পানি ঘরের সব সদস্য পান করুন। পান করার জন্য সিদ্ধ করা পানি ব্যবহার করতে হবে।

নোটঃ যদি জাফরান পাওয়া না যায় বা কেনার সামর্থ্য না থাকে, তবে খাবারের হলুদ রঙ ব্যবহার করুন।

## চোখের রোগসমূহ

এই রোগগুলো হজমের গোলযোগ অথবা বাইরের প্রভাব যেমন গরম, ঠান্ডা, আঘাত, ধুলোবালি, ধোঁয়া লাগা ও স্থায়ী সর্দি থাকার কারণে হয়ে থাকে।

## মোতিয়া ও পরবল

প্রত্যেক নামাজের পর এগারোবার  $\text{ط}$  الْحَقُّ الْتَوْبُ ط পাঠ করে আটটি আঙুলের ডগায় ফুঁ দিন এবং চোখের উপর বুলিয়ে নিন।

## রতওন্দা বা রাত্রিকানা

রতওন্দা সেই রোগ, যাতে অন্ধকারে বা রাতে বস্তু দেখা যায় না বা ব্যাপসা দেখা যায়। এই অবস্থায়  $\text{ط}$  عَمَّا نُوَيْلُ يَا عَمَّا نُوَيْلُ (এটি একবার গণ্য হবে) মোট এগারোশত (১১০০) বার পাঠ করে এক পাউন্ড পরিষ্কার কালোজিরায় ফুঁ দিন এবং সকাল-সন্ধ্যায় এক চিমটি করে তাজা পানির সঙ্গে খান।

## দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতা

مُعِينُ السَّلَامَةِ مَاءُ ثُ الْحَيْنِ الصَّابِ الْغَلَامِ الْمَرِي

সকালে সূর্য ওঠার আগে তিনবার পাঠ করে একটি বড় পেয়লা পানির উপর ফুঁ দিন। সেই পেয়লা থেকে তিন চুমুক পানি আলাদা করে খালি পেটে পান করুন এবং অবশিষ্ট পানি ডান হাতের

তালুতে নিয়ে সেই পানিতে চোখ খুলুন ও বন্ধ করুন। পানি গরম হয়ে গেলে তা কোনো টব বা গাছের গোড়ায় ফেলে দিন। এরপর দ্বিতীয়বার তালু ভরে একইভাবে প্রথমে বাম চোখ ধুয়ে তারপর ডান চোখ ধুয়ে ফেলুন। এই আমল নব্বই (৯০) দিন করতে হবে। আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহে দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতা দূর হয়ে যাবে।

### চোখের নারসিংঘা (পর্দা পড়া)

এই রোগে চোখের উপর একটি পর্দা চলে আসে এবং দৃষ্টি সেই পর্দার নিচে চাপা পড়ে যায়। এর কারণ এক বিশেষ প্রকারের গ্যাস। প্রথমে এই গ্যাস মস্তিষ্কে প্রভাব ফেলে, পরে চোখে প্রভাব ফেলে। বাস্তবে এই গ্যাসই পর্দা হয়ে চোখের উপর আবরণ সৃষ্টি করে।

একটি স্টেইনলেস স্টিলের পেয়লা ও একটি নতুন ছুরি নিন। পেয়লায় ডিস্টিলড পানি বা সিদ্ধ করে ঠান্ডা করা পানি ঢালুন। হাত ধুয়ে ও কুলি করে তিনবার পাঠ করুন —

سُبْحَانَ الْقُدُّوسِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَا رَحِيمُ يَا رَحِيمُ يَا رَحِيمُ يَا رَحِيمُ يَا رَحِيمُ يَا رَحِيمُ يَا رَحِيمُ يَا رَحِيمُ يَا رَحِيمُ يَا رَحِيمُ

একবার ফুঁ দিন পানির উপর এবং আরেকবার ছুরির উপর। তারপর ছুরি দিয়ে পানি কাটুন, অর্থাৎ এক মিনিট ধরে পানিতে ক্রস (X) আঁকুন। আবার তিনবার পাঠ করে পানি ও ছুরির উপর ফুঁ দিন এবং এক মিনিট পানি কাটুন। একইভাবে তৃতীয়বারও এই কাজ পুনরাবৃত্তি করুন। এই পানি দুই (২) আউন্স করে প্রতি চার ঘণ্টা অন্তর রোগীকে পান করান। সূর্যোদয় থেকে এশা পর্যন্ত পানি শেষ করতে হবে। চিকিৎসায় সময় লাগবে, কিন্তু আল্লাহ্র অনুগ্রহে আরোগ্য নিশ্চিত।

## চোখের নাসুর

চোখের কোণে ফোঁড়ার মতো দানা, যা থেকে পুঁজ বের হয়, একে চোখের নাসুর বলে।

ছেলার একটি ডাল নিন (অর্থাৎ অর্ধেক ছোলা) এবং একটি পাথর নিন, যা সাধারণত নদীর তীরে পাওয়া যায়—কালো, সাদা, বাদামী বা খোদাইকৃত ও মসৃণ হতে পারে। আকারের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। পাথরে পানি ঢেলে একবার **اللَّهُ تُوهِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ** পাঠ করে ফুঁ দিন, তারপর ছেলার ডালটি পাথরে ঘষে নিন। ঘষা হলে একপ্রকার মলম তৈরি হবে। সেই মলম জস্তার কাঠি দিয়ে সকাল-সন্ধ্যায় কয়েকদিন আক্রান্ত চোখে লাগান।

### ভেংচি চোখ (চোখের বাঁকা হওয়া)

যখন রোগী সম্পূর্ণ সোজা তাকিয়ে থাকে, তখন তার চোখ বন্ধ করে দিন এবং যে চোখটি ভেংচি, সেটিতে অন্ধকারে হালকা পট্টি বেঁধে দিন। পট্টি বাঁধার সময় মনে করুন যে আমি ও রোগী আরশের নিচে আছি। এই পট্টি একুশ (২১) দিন বাঁধা থাকবে। পট্টি নোংরা হলে অন্ধকারে বদলান। পট্টি বাঁধার সময় খেয়াল রাখতে হবে যে দৃষ্টি সোজা থাকে, অর্থাৎ চোখের মণি মাঝখানে থাকে। একুশ (২১) দিনের এই আমল দ্বারা চোখের ভেংচি সম্পূর্ণরূপে দূর হয়ে যায়।

## চোখের সামনে রক্ত ভাসতে দেখা

এই রোগ মস্তিষ্কের শিরায় পানি জমে যাওয়ার কারণে হয়। এর জন্য ওষুধ ও দোয়া হলো—

দক্ষিণী মরিচ এক ছটাক এবং চিনি এক ছটাক—দুটিকে ভালোভাবে হাতুড়ি-সিলপাটায় গুঁড়ো করে নিন। ছয় (৬) মাশা পরিমাণ প্রতিদিন রাতে তাজা পানির সঙ্গে অন্তত বিশ (২০) দিন সেবন করুন এবং একই সঙ্গে **عَمَّا نُوَيْلٍ** সাদা চীনা মাটির তিনটি প্লেটে লিখে সকাল, সন্ধ্যা ও রাতে প্রতিটি প্লেট পানি দিয়ে ধুয়ে সেই পানি পান করুন।

প্লেট লেখার পদ্ধতি হলো—পরিষ্কার সাদা চীনা বা কাঁচের তিনটি প্লেট সামনে রাখুন। এগারো (১১) বার **بِسْمِ اللَّهِ** পাঠ করে তিনটি প্লেটে ফুঁ দিন। এরপর এগারো (১১) বার **بِسْمِ اللَّهِ** পাঠ করে তিনটি প্লেটে ফুঁ দিন। তৃতীয়বার **بِسْمِ اللَّهِ** পাঠ করে তিনটি প্লেটে ফুঁ দিন। তারপর জাফরানকে গোলাপজলে গুলে বা খাবারের হলুদ রঙ গোলাপজলে গুলে সেই কালিতে উপরোক্ত বাক্যগুলো প্লেটের উপর লিখুন।

## ইমদাদে গায়বী (অদৃশ্য সাহায্য)

যদি আর্থিক অবস্থা এতটাই খারাপ হয়ে যায় যে কোনো উন্নতির সম্ভাবনা দেখা না যায়, তবে শুধু সেই অবস্থায় এই আমল পাঠ করার অনুমতি রয়েছে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 يَا أَيْلُ يَا أَيْلِيَا يَا اللَّهُ  
 يَا فَتَّاحُ يَا فَتَّاحُ يَا فَتَّاحُ

يَا جَبْرَائِيلُ يَا مِيكَائِيلُ يَا شَمُّونَائِيلُ يَا مَهْلَائِيلُ

আধা রাত পার হওয়ার পর অজু করে মুসালায় বসে তিনশত (৩০০) বার পাঠ করুন এবং পরিস্থিতি অনুকূল হওয়ার জন্য দোয়া করে কোনো কথা না বলে ঘুমিয়ে পড়ুন। সর্বাধিক একশ (২১) দিনের মধ্যে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অদৃশ্য সাহায্য লাভ হবে। এর পদ্ধতি যা-ই হোক না কেন, তা আল্লাহ তাআলা যেভাবে পছন্দ করেন, সেভাবেই হবে।

### ইস্তিখারা

কোনো কাজ শুরু করার আগে ইস্তিখারা করা সুন্নত। ইস্তিখারা আসলে আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া। একশ (২১) বার পাঠ করুন। শুরুতে ও শেষে একবার করে দরূদে খিজরি صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى حَبِيبِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ পাঠ করুন। এরপর ডান পাশে কাত হয়ে মুখের নিচে ডান হাতের তালু রেখে ঘুমিয়ে পড়ুন। ঘুমানোর সময় যে বিষয়ে জানতে চান, তা মনে মনে পুনরাবৃত্তি করুন। সর্বাধিক তিন দিনের মধ্যে স্বপ্নে বা জাগ্রত অবস্থায় যা জানতে চেয়েছেন, তা প্রকাশ হয়ে যাবে।

## পরীক্ষায় সফলতার জন্য

এশার নামাজের পর শুরুতে ও শেষে এগারো (১১) বার দরুদ শরীফ পাঠ করে তিনশত (৩০০) বার **اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ** পাঠ করুন এবং বিনয় ও মনোযোগসহ আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করুন। এই আমল পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত রাখতে হবে।

### অ্যালার্জি (ALLERGY)

সাত রঙের রেশমি কাপড়ের ছোট ছোট টুকরো কোনো জায়গায় ছড়িয়ে রাখুন। অ্যালার্জির রোগী ঐ রঙিন টুকরোগুলোর মধ্যে থেকে যেকোনো একটি টুকরো তুলে নিকা। ঐ টুকরো কাপড়ে কালো সুতো দিয়ে

يَا مَهْلَائِيلُ  
يَا ثَمْنَائِيلُ  
يَا مِيكَائِيلُ  
يَا جِبْرَائِيلُ

সূচিকর্ম করে লিখে রোগীর গলায় পরিয়ে দিন। যদি গলায় পরা বা বাহুতে বাঁধা কোনো কারণে সম্ভব না হয়, তবে সেই নকশাটি

বালিশের ভিতরে রাখুন। তবে সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি যে সেই বালিশ অন্য কেউ ব্যবহার না করে।

অ্যালার্জি হওয়ার কোনো নির্দিষ্ট কারণ নির্ধারণ করা যায় না। কেউ বাতাসে, কেউ কোনো ওষুধে, কেউ সুগন্ধিতে বা কোনো শক্ত ওষুধের প্রতিক্রিয়াতেও অ্যালার্জিক হয়ে যায়। কারণ যাই হোক না কেন, সবার জন্যই চিকিৎসা একই।

### ইখতিলাজে কলব (হৃদস্পন্দনের ব্যাধি)

ইখতিলাজে কলব যদি হৃদযন্ত্রের দুর্বলতার কারণে হয়, সাধারণ শারীরিক দুর্বলতা, রক্তচাপ, ধারাবাহিক মানসিক আঘাত বা তীব্র ওষুধের ব্যবহারের ফলে হয়—সব ক্ষেত্রেই চিকিৎসা এক, তবে পদ্ধতি ভিন্ন।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
يَا حَيُّ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ يَا حَيُّ بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ

তিন (৩) বার পাঠ করে পানির উপর ফুঁ দিন এবং রোগীকে পান করান।

যদি মানসিক আঘাতের কারণে ইখতিলাজের অবস্থা স্থায়ী হয়ে যায়, তবে এই আমলটি কাগজে লিখে মধুর মধ্যে রেখে দিন এবং সেই মধু রোগী দিনে অন্তত তিনবার সেবন করুক।

যদি উচ্চ রক্তচাপের কারণে হয়, তবে সকালে খালি পেটে চিনির শরবতের উপর ফুঁ দিয়ে পান করুন।

যদি নিম্ন রক্তচাপের কারণে হয়, তবে লবণের উপর ফুঁ দিয়ে একটি শিশিতে সংরক্ষণ করুন এবং খাবারের সময় সেই লবণ ছিটিয়ে খান।

যদি এমন অবস্থা হয় যে ইখতিলাজে কলবের কারণ জানা না যায়, তবে একটি বড় কাগজে মোটা কলমে অত্যন্ত সুন্দরভাবে “الله” লিখুন এবং কাগজটি কোনো শক্ত বোর্ডে লাগিয়ে দিন। রাতে ঘুমানোর আগে সেই বোর্ড এমন স্থানে রাখুন যেখানে অন্য কেউ না থাকে। গভীরভাবে “الله” নামটির দিকে তাকান এবং চোখ বন্ধ করে কল্পনা করুন যে আল্লাহর নূর বৃষ্টির মতো আমাদের উপর নেমে আসছে। প্রায় দশ মিনিট পর চোখ খুলে কোনো কথা না বলে ঘুমিয়ে পড়ুন। কয়েক দিনের এই আমলের মাধ্যমে আল্লাহর করুণায় ইখতিলাজে কলবের কষ্ট চিরতরে দূর হয়ে যাবে।

## একজিমা (ECZEMA)

একটি বড় ও মজবুত কাগজে মোটা কলম দিয়ে

فِي نُوْحٍ رَّاحٍ زَهَّابِيَّةٍ

লিখেশরীরে যে অংশে একজিমা হয়েছে সেই স্থানে কাগজটি ঘষে দিন। যখন কাগজটি নষ্ট হয়ে যাবে, তখন তা পুড়িয়ে ফেলুন। কয়েক দিন পর্যন্ত লবণ, লাল মরিচ, গরম মসলা এবং যেকোনো ধরনের মাংসের টুকরো খাবেন না। মাংসের মধ্যে ডিম ও মাছও অন্তর্ভুক্ত।

## আন্ত্রিক রোগসমূহ

আন্নে ঘা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السَّلَامُ فِي مَرْجَعِ الْبَحْرَيْنِ يَا اللَّهُ

তিনটি প্লেটে লিখে প্রতিদিন সকাল, সন্ধ্যা ও রাতে পানি দিয়ে ধুয়ে চল্লিশ দিন পর্যন্ত সেই পানি পান করুন। খাদ্য নিয়ন্ত্রণ কোনো হাকিম বা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী করুন।

## আল্লিক যক্ষমা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرُّتْلُكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ○ الرَّحِيمُ الرَّحِيمُ الرَّحِيمُ

সূর্য ওঠার আগে এগারো (১১) বার পাঠ করে এক পেয়ালা পানির উপর ফুঁ দিন এবং খালি পেটে নব্বই (৯০) দিন পর্যন্ত পান করুন।

## আল্লিক শুষ্কতা

مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ  
وَأَمْرًا تُسَبِّحُ بِهِ نَارَ آذَانَ لَهَبٍ

এশার নামাজের পর একশ এক (১০১) বার পাঠ করে পানির উপর ফুঁ দিন। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পান করার জন্য শুধু এই পানিই ব্যবহার করুন। অর্থাৎ এতটুকু পানির উপর ফুঁ দিন যা দিন ও রাতের প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট হয়। চব্বিশ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলে যদি পানি অবশিষ্ট থাকে, তবে সেই পানি কোনো টব বা গাছের গোড়ায় ফেলে দিন এবং পরবর্তী চব্বিশ ঘণ্টার জন্য নতুন পানি প্রস্তুত করুন।

চিকিৎসার মেয়াদ একুশ (২১) দিন। এই সময়ের মধ্যে অন্য কোনো পানি পান করা যাবে না।

### আন্ত্র নেমে যাওয়া

রাতে ঘুমানোর আগে একুশ (২১) বার ' **رَفَعُوا رِجْلَهُمْ** ' পাঠ করে ফুঁ দিন।  
চিকিৎসার মেয়াদ নব্বই (৯০) দিন। এই সময়ে ল্যাংগোট (কোমরবন্ধ) ব্যবহারের ব্যবস্থা রাখুন।

## ইস্তিসকা

### জলন্ধর – পেটে পানি জমে যাওয়া

দেখা যায় যে এই রোগের স্থায়ী চিকিৎসা সাধারণত হয় না। অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসায় সিরিঞ্জের মাধ্যমে পেট থেকে পানি বের করা এক প্রকার পদ্ধতি, কিন্তু কিছুদিন পর আবার পেটে পানি জমে যায় এবং পুনরায় তা বের করতে হয়। এটি কোনো স্থায়ী চিকিৎসা নয়।

এই ফকির বহু ইস্তিসকা রোগীর চিকিৎসা করেছেন। আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে রোগীরা সম্পূর্ণ ও স্থায়ী আরোগ্য লাভ করেছেন। একটি কাগজে...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا<sup>ط</sup>

লিখে তা ফিতার মতো পুড়িয়ে রাতে ঘুমানোর সময় বা দিনে একবার সেই ধোঁয়া নিন।

দ্বিতীয় কাজ হলো—রোগী মাটির উপর চিত হয়ে শুয়ে পড়বে, চোখ বন্ধ করবে এবং দুই হাত মাথার উপর রাখবে। এরপর তিনবার উপরের আরবি বাক্যটি পাঠ করবে এবং এই কল্পনা করবে যে পেটের পানি আলোতে পরিণত হয়ে পায়ের মাধ্যমে মাটিতে (EARTH) শোষিত হচ্ছে। এই চিকিৎসা চলতে থাকবে যতক্ষণ না রোগ থেকে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ হয়।

## স্নায়ুর দুর্বলতা

স্নায়বিক দুর্বলতার অনেক কারণ রয়েছে—যেমন স্থায়ী মানসিক উদ্বেগ, উদাসীনতা, মানসিক দ্বন্দ্ব, অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম, অনিদ্রা, হজমের ক্রমাগত গোলযোগ, পরিবেশ ও বাতাসের ঘনত্ব, ভয় ও আতঙ্ক, আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ থেকে বিচ্যুতি, অপ্রসন্নতা, সন্দেহ, কুমন্ত্রণা এবং অনিরাপত্তার অনুভূতি ইত্যাদি। প্রথমেই প্রয়োজন যে মানুষ নিজের মধ্যে তৃপ্তি (কেনাআত) সৃষ্টি

করে এবং নিজের সব বিষয় আল্লাহ্ তাআলার উপর অর্পণ করার অভ্যাস গড়ে তোলে। আল্লাহ্ তাআলার উপর বিষয় অর্পণ করার অর্থ এই নয় যে মানুষ হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবে। সঠিক চিন্তাধারা হলো—মানুষ দেহের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদন করার পর ফলাফল আল্লাহ্ তাআলার উপর ছেড়ে দেবে। চিকিৎসা হিসেবে প্রতিদিন সকালে খালি পেটে এক চুমুক পানির উপর একবার  $\text{بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ}$  পাঠ করে ফুঁ দিয়ে সেই পানি পান করুন।

।অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অবশ হওয়া (স্নায়বিক জড়তা)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
رَمِيمٌ فَرَقُ الحُمَّ  
٤٩ ١١ ١٩ ٢٤ ٣١ ٣١

খাবারের হলুদ রঙ পানিতে গুলে কালি তৈরি করুন। এই কালিতে উপরোক্ত তাবিজ প্লেটের উপর লিখে সকাল, বিকেল এবং রাতে পানি দিয়ে ধুয়ে সেই পানি রোগীকে পান করান। একই তাবিজ একই রঙে মসৃণ ও মোটা এক বিঘৎ আকারের কাগজে লিখে

আক্রান্ত অঙ্গে দিনে তিনবার ঘড়ির কাঁটার দিক অনুযায়ী মালিশ করুন। খাদ্যে ঠান্ডা ও বাতসৃষ্টিকারী বস্তু এবং লবণ পরিহার করা আবশ্যিক।

## অবাধ্য সন্তান

এটি গভীর চিন্তার বিষয় যে, শিশুরা মানসিকভাবে যা কিছু গ্রহণ করে, তার অর্ধেক অংশ গঠিত হয় মা-বাবার চিন্তাধারা ও ঘরের পরিবেশ থেকে এবং বাকি অর্ধেক বাইরের পরিবেশ থেকে। যদি ঘরের পরিবেশ শান্ত না থাকে এবং মা-বাবা প্রায়ই ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত থাকেন, তবে শিশুরাও ধীরে ধীরে সেই অভ্যাস নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করে নেয়। পরে এই স্বভাব তাদের মধ্যে স্থায়ী হয়ে যায়। শুরুতে ভাইবোনেরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে, এরপর তারা মা-বাবার সঙ্গে বিতণ্ডা শুরু করে।

যেহেতু মা-বাবার মধ্যে মানসিক সামঞ্জস্যের অভাব থাকে, তাই তারা সন্তানদের আচরণের উপর চোখ বন্ধ করে থাকে। ফলস্বরূপ সন্তানরা উদ্ধত ও অবাধ্য হয়ে যায়।

যে মা-বাবার মধ্যে মানসিক মিল থাকে বা যারা নিজেদের সমস্যার তিক্ততা সন্তানদের সামনে প্রকাশ করেন না, তাদের সন্তানরা সাধারণত অনুগত ও সেবাপরায়ণ হয়। অতিরিক্ত আদর-ম্নেহ বা অকারণে কঠোরতা সন্তানদের বিদ্রোহী করে তোলে। এটি একটি

অত্যন্ত বেদনাদায়ক সমস্যা; আল্লাহ তাআলা যেন পিতামাতাকে এ দুঃখ থেকে রক্ষা করেন।

আচরণের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অবাধ্য সন্তানের জন্য যদি এই আমল করা হয়, তবে এর বরকতে সন্তান অনুগত হয়ে যায়। রাতে, যখন শিশু বা প্রাপ্তবয়স্ক গভীর ঘুমে থাকে, তখন তার মাথার পাশে দাঁড়িয়ে একবার পাঠ করুন...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ ۝ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ

মা বা বাবা এমন স্বরে পাঠ করুন যাতে ঘুমন্ত সন্তানের ঘুম নষ্ট না হয়। আমলের মেয়াদ এগারো (১১) দিন, সর্বাধিক একুশ (২১) দিন।

## হীনমন্যতা

হীনমন্যতা ইচ্ছাশক্তির দুর্বলতার কারণে ঘটে। যখন মানুষ মনে করে যে আমরা কোনো ব্যক্তির সামনে যেতে পারি না, কথা বলতে পারি না, আমরা অন্যদের তুলনায় নিকৃষ্ট—অথবা অন্যরা আমাদের তুলনায় নিকৃষ্ট—তখন এই সমস্ত ধারণা দুর্বল ইচ্ছাশক্তির প্রতিফলন। চিন্তার ধরণ সঠিক হোক বা ভুল, উভয়েরই সম্পর্ক মস্তিষ্কের সেই কোষগুলোর সঙ্গে, যা জীবনে প্রয়োজনীয় আবেগ সৃষ্টি করে। আর আবেগ সবসময় মানুষের

ইচ্ছাশক্তির অধীন থাকে। তাই যখন কোনো ব্যক্তির আবেগ তার ইচ্ছার নিয়ন্ত্রণে থাকে না, তখন তার জীবনে এক ধরনের শূন্যতা দেখা দেয়, এবং সেই শূন্যতার চাপই হীনমন্যতার রূপে প্রকাশ পায়।

অত্যন্ত সহজ ও কার্যকর চিকিৎসা হলো, মানুষ যেন সর্বদা অজু অবস্থায় থাকে। অজু অবস্থায় থাকার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে যে প্রাকৃতিক প্রয়োজনে মূত্র, মল বা বাত নির্গমনের প্রক্রিয়াকে কখনো বাধা দেওয়া যাবে না, কারণ তাতে মস্তিষ্কে চাপ পড়ে। প্রয়োজন হলে পুনরায় অজু করে নিতে হবে।

## উদাসীনতা

প্রত্যেকে জানে যে কোনো মানুষ চিরকাল সুখী থাকে না, আবার চিরকাল দুঃখীও নয়। কিন্তু এটাও দেখা যায় যে, ধারাবাহিক ব্যর্থতা মানুষকে ভেঙে ফেলে এবং তার উপর হতাশা ভর করে। এমন পরিস্থিতি থেকে মস্তিষ্কে মুক্ত করার জন্য নিম্নলিখিত নকশাটি জাফরান ও গোলাপজলে লিখে রোগীর গলায় পরিয়ে দিন বা বাহুতে বেঁধে দিন; এতে উদাসীনতা দূর হয়ে যাবে।



কাগজে এই নকশা লেখার আগে দুইবার এবং তাবিজ লেখার পরে একবার بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ جَلَّ جَلَالُهُ يَا بَدِيعُ الْعِجَابِ بِالْخَيْرِ يَا بَدِيعُ এবং ফুঁ দিন, এবং ফুঁ দেওয়ার সময় এই কল্পনা করুন যে তাবিজ লেখক ও রোগী উভয়েই আরশের নিচে দাঁড়িয়ে আছেন।

## সাধারণ

### জ্বর

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ط

কাগজে লিখে মোমজামা ছাড়াই সাদা কাপড়ের টুকরোয় বেঁধে গলায় পরিয়ে দিন। জ্বর সেরে গেলে তাবিজ ও কাপড় দুটোই পুড়িয়ে ফেলুন।

### বাড়ির জ্বর

قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ

এই আয়াতটি বেরি গাছের কাঠের টুকরোয় বা মোমজাত কাগজে লিখে সাদা কাপড়ের টুকরোয় বেঁধে গলায় পরিয়ে দিন। জ্বর একদিনের হোক, দুদিনের হোক বা তিনদিনের—যখন জ্বর সেরে যাবে, তখন গলা থেকে খুলে পুড়িয়ে ফেলুন।

টাইফয়েড — মোতিজরা — পর্যায়ক্রমিক জ্বর —

## হাম

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 يَا حَفِيظُ يَا حَفِيظُ يَا حَفِيظُ  
 يَا شَافِي يَا شَافِي يَا شَافِي  
 مَرِيذُ الصُّبُوحِ قُدُّوسُ

হলুদ খাবারের রং পানিতে গুলে কাল তোর করুন এবং এই নকশাটি প্লেটে লিখে ব্যবহার করুন। এই পানি প্রতি চার ঘণ্টা পর পর বড়দের এক টেবিল চামচ এবং শিশুদের এক চা চামচ করে পান করান। পরের দিন নতুন প্লেটে লিখে একইভাবে আমল করুন এবং তৃতীয় দিনও একই প্রক্রিয়া পুনরাবৃত্তি করুন। তিন (৩) দিন পর্যন্ত কোনো ওষুধ বা খাদ্য গ্রহণ করা নিষিদ্ধ।

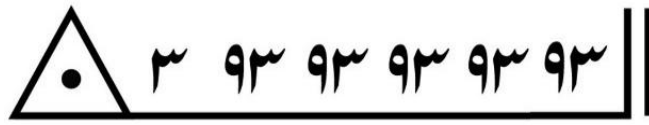
## শিশুদের রোগ ও তার চিকিৎসা

### উম্মুসসবিয়ান (শুকনো রোগ)

শিশুর স্বপ্নে ভয় পাওয়া, অতিরিক্ত কান্না করা, চিৎকার করে কাঁদা, কাঁপা, নিজেকে বা অন্যকে আঁচড়ানো, কোনো কারণ ছাড়াই বারবার জ্বর হওয়া, জন্মগত কোনো রোগ বা দুর্বলতা থাকা, স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি না হওয়া, শরীরের মাংস শুকিয়ে কাঁটার মতো হয়ে যাওয়া, পানির মতো পাতলা পায়খানা হওয়া এবং চোখের

নিচে কালো দাগ পড়ে যাওয়া—এসবই উম্মুস্‌সবিয়ান রোগের লক্ষণ।

শিশুদের এই রোগ থেকে রক্ষা করার জন্য মোমজাত কাগজে...



লিখে মোমজামা করে আকাশি রঙের কাপড়ে সেলাই করে গলায় পরিয়ে দিন। সপ্তাহে একবার কাপড়ের খোল থেকে না খুলে তাবিজকে লোবানের ধোঁয়া দিন।

## পাঁজরের নড়াচড়া ও নিউমোনিয়া

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
 یَاحْفِیْظُ یَاحْفِیْظُ یَاحْفِیْظُ  
 یَافْتَحُ الْمُهِیْمِ الْعَزِیْزُ  
 یَاشَافِی یَاشَافِی یَاشَافِی  
 الْحَى الْقَیُّوْمُ

চীনা পেয়ালায় জাফরান ও পানি দিয়ে লিখে এক বা দুই চুমুক দুধ দিয়ে ধুয়ে সেই দুধ দিনে তিনবার রোগীকে পান করান। সতর্কতার

জন্য দুই থেকে তিন (৩) দিন পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চালিয়ে যান, যাতে নিউমোনিয়ার প্রভাব সম্পূর্ণরূপে দূর হয়ে যায়।

### কানের ব্যথা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ তিন (৩) বার পাঠ করে এক চামচ পানি বা দুধের উপর ফুঁ দিয়ে রোগীকে পান করান।

### কালো কাশি (হুপিং কাফ)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 يَا حَفِيظُ يَا حَفِيظُ يَا حَفِيظُ  
 قَصْ قَصْ قَصْ  
 مَائِعَاتُ الْمَاءِ

চীনা পেয়ালায় হলুদ রঙে লিখে সকাল ও সন্ধ্যায় এগারো (১১) দিন পানি দিয়ে ধুয়ে সেই পানি রোগীকে পান করান।

### বিছানায় প্রস্রাব করা

কখনও কখনও শিশুরা যথেষ্ট বয়সেও বিছানায় প্রস্রাব করে ফেলে। এর চিকিৎসা হলো—যখন শিশু রাতে গভীর ঘুমে থাকে,

তখন তার মাথার পাশে বসে এমন স্বরে পাঠ করুন যাতে তার ঘুম নষ্ট না হয়, এবং একবার সূরা আল-বাকারা শুরু থেকে **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** পর্যন্ত একুশ (২১) দিন পাঠ করুন।

### মাটি খাওয়া

অনেক নারী মাটি খাওয়ার অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে যায়, শিশুরাও মাটি খায়। এর ফলে নানা ধরনের রোগ দেখা দেয়। তিন (৩) বার...

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**  
**فَرِيْمٌ مُرْوَجٌ**

তিন (৩) বার পাঠ করে দুধের উপর ফুঁ দিন এবং শিশুকে পান করান। যখনই দুধ পান করানো হবে, এই আমল করুন। এগারো (১১) দিনের মধ্যেই মাটি খাওয়ার অভ্যাস দূর হয়ে যাবে। যদি মায়েরও মাটি খাওয়ার অভ্যাস থাকে, তবে তিনি পানির উপর ফুঁ দিয়ে সেই পানি পান করুন।

### একগুঁয়েমি (জেদ করা)

শিশুদের একগুঁয়েমি দূর করার জন্য উম্মুস্‌সবিয়ান-এর তাবিজ কাগজে লিখে শিশুর গলায় পরিয়ে দিন।

## পেটে কৃমি (প্যারাসাইট বা কৃমিজনিত রোগ)

যে-ধরনেরই হোক না কেন—কদুদানা, কেঁচো বা ছোট ছোট কৃমি (চুন্নে)—সব কিছুর থেকে মুক্তি পেতে **إِنَّمَا أُعْطِيَٰكَ الْكَوْنُ** (সম্পূর্ণ সূরা) তিনবার পাঠ করে পানির উপর ফুঁ দিন এবং খালি পেটে পান করান। রোগী নিজেও এই আমল করতে পারে। এর পাশাপাশি দিনে যেকোনো সময়, কিছু বিরতি দিয়ে তিন (৩) বার একবার করে একই সূরা পাঠ করে পেটে ফুঁ দিন। এগারো (১১) দিনের এই আমলে পেটে যত ধরনের কৃমিই থাকুক না কেন, আল্লাহর কৃপায় সম্পূর্ণরূপে দূর হয়ে যাবে।

### দাঁত ওঠা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الرَّتِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ

একটি কাগজে লিখে তাবিজ তৈরি করে শিশুর গলায় পরিয়ে দিন। ইনশা'আল্লাহ, দাঁত ওঠার সময় শিশু যে কষ্টগুলো ভোগ করে, সেগুলো থেকে সে নিরাপদ থাকবে।

## নজর লাগা

যে শিশুরা মাশা'আল্লাহ সুস্থ, হাসিখুশি বা বুদ্ধিমান হয়, তাদের প্রায়ই বড়দের নজর লাগে। যদিও এটি বিস্ময়কর মনে হয়, কিন্তু পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে যে মা-বাবা বা ভাইবোনেরও নজর লেগে যায়।

নজর লাগলে শিশু অস্থির হয়ে পড়ে, দুধ খাওয়া বন্ধ করে দেয়, কাঁদে, জ্বর হয় এবং ধীরে ধীরে রাগী ও দুর্বল হয়ে যায়।

নজর দূর করার জন্য بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ এর পর اَعْظَمُكَ الْكُوْتُرُ (সম্পূর্ণ সূরা) পাঠ করে শিশুর মুখে ফুঁ দিন, নজরের প্রভাব দূর হয়ে যাবে।

## কান থেকে পুঁজ পড়া

রাতে ঘুমানোর সময় নতুন ও পরিষ্কার তুলোর একটি বল নিন, তার উপর একবার

الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ

পাঠ করে ফুঁ দিন এবং আক্রান্ত কানে রেখে দিন। সকালে নতুন তুলো নিয়ে একইভাবে ফুঁ দিয়ে কানে রাখুন। চব্বিশ (২৪) ঘণ্টায় দুইবার এই আমল করুন। যখন কান থেকে পুঁজ পড়া বন্ধ হয়ে যাবে, তখন এই আমল বন্ধ করুন।

## বধির বা বোবা হওয়া

শিশু যদি জন্মগতভাবে বোবা বা বধির হয়, অথবা কোনো রোগের কারণে এই অবস্থা সৃষ্টি হয়, তবে চিকিৎসা এভাবে করুন— যখন শিশু বা বড় গভীর ঘুমে থাকে, তখন তার মাথার ডান পাশে দাঁড়িয়ে একবার সূরা মরিয়মের প্রথম আয়াত **كهيص** পাঠ করুন। পাঠের সময় প্রতিটি অক্ষর আলাদা করে উচ্চারণ করুন।

চিকিৎসায় তাড়াহুড়ো বা অধৈর্যতা করবেন না। ছয় (৬) মাস ধারাবাহিকভাবে এই আমল চালিয়ে যান। প্রয়োজনে মাঝপথে এক-দুদিন বিরতি হলে সমস্যা নেই, তবে চেষ্টা করুন যেন বিরতি না হয়। নারীরাও এই আমল নাপাক দিনের মধ্যেও করতে পারেন।

## স্বপ্নে ভয় পাওয়া

যখন মানুষ সারাক্ষণ কিছু না কিছু চিন্তা করতে থাকে, তখন সেই আলোকরশ্মিগুলো, যা স্নায়ুতন্ত্র গঠন করে, ছড়িয়ে পড়ে ও নষ্ট হয়ে যায়। এর ফলে মস্তিষ্কের সেই অংশ, যা সচেতন ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে, দুর্বল হয়ে পড়ে। আর যখন এই অবস্থা ঘটে, তখন

দুঃস্বপ্ন দেখা শুরু হয়। যদি মস্তিষ্ককে এক বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত করা যায়, তবে দুঃস্বপ্ন দেখা বন্ধ হয়ে যায়।

এর জন্য চলাফেরা, ওঠা-বসা, ওজু অবস্থায় বা বিনা ওজুতে সব সময় জপ "الْمَاءُ نَظِيئٌ" (জপ) করুন।

## শিশুদের হারিয়ে যাওয়া

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

يَا اِسْرَافِيْلَ

۵	۴	۲
۱۴	۷	۱۰
۶۰	۳۶	۹

অবরক বা মোটা কাগজে লিখে পাথর বা শিলের নিচে এমন স্থানে চাপিয়ে দিন যেখানে কেউ উল্টাপাল্টা না করে। সর্বাধিক তিন দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। শিশুটি বাড়ি ফিরে এলে তাবিজটি বয়ে যাওয়া পানিতে ফেলে দিন এবং সওয়া পাঁচ (৫.২৫) রুপি সদকা করুন।

## ক্ষুধামান্দ্য (ক্ষুধা না লাগা)

তিন দিন পর্যন্ত بِسْمِ اللّٰهِ-এর সঙ্গে বারো (১২) বার بِسْمِ اللّٰهِ পাঠ করে যা কিছু খাবার দিন, তার উপর ফুঁ দিন।

## স্মৃতিশক্তি দুর্বল হওয়া

ফজরের নামাজের পর তিনবার رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ পাঠ করে পানির উপর ফুঁ দিন এবং সেই পানি খালি পেটে একুশ (২১) দিন পর্যন্ত পান করান।

## পড়াশোনায় মন না লাগা

যখন শিশু রাতে গভীর ঘুমে থাকে, তখন তার মাথার পাশে বসে...

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِهِمْ مِنْ مِّنْ مَّا كَرِهَ

এমন স্বরে পাঠ করুন যাতে শিশুর ঘুম নষ্ট না হয়। চিকিৎসার মেয়াদ এক মাস।

## দেহে কালো দাগ

রাতে যখন রোগী ঘুমিয়ে পড়ে এবং জেগে ওঠার আশঙ্কা না থাকে, তখন পরিবারের কেউ রোগীর কাছে এক বিঘৎ দূরত্বে বসে নিচের আয়াত পাঠ করে শোনাকঃ

الم ذلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ

এই চিকিৎসা কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত অব্যাহত রাখা উচিত।

## খারাপ অভ্যাস থেকে মুক্তি

খারাপ অভ্যাস যেমন—চুরি করা, জুয়া খেলা, নেশা করা, লোকজনকে অকারণে কষ্ট দেওয়া, খারাপ সঙ্গ করা ইত্যাদি দূর করার জন্য, যখন রোগী ঘুমিয়ে পড়ে, তখন কেউ তিন ফুট দূর থেকে হালকা উচ্চস্বরে একবার **أَعْلَمُ** (অর্থাৎ সূরা ইখলাস) পাঠ করুন। এই আমল একুশ (২১) দিন অব্যাহত রাখুন।

## রক্তচাপ, নার্ভাস ব্রেকডাউন, মানসিক রোগ

নিচের নকশাটি কাগজে লিখে ফিতার (বাতি) মতো বানান এবং তুলোর মধ্যে মুড়ে রোগীর খাটের কাছে জ্বালিয়ে রাখুন। যতদিন

পর্যন্ত রোগ থেকে মুক্তি না মেলে, ততদিন পর্যন্ত এই চিকিৎসা চালিয়ে যান।

নিচের নকশাটি কাগজে লিখে ফিতার (বাতি) মতো তৈরি করুন এবং তা তুলোর মধ্যে মুড়ে রোগীর খাটের কাছে জ্বালান। যতদিন পর্যন্ত রোগ থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি না মেলে, এই চিকিৎসা অব্যাহত রাখুন।

৭	৭	৭	৭
৭	৭	৭	৭
৭	৭	৭	৭
৭	৭	৭	৭

উচ্চ রক্তচাপের জন্য এই তাবিজ **সবুজ রঙে** লিখুন।

নিম্ন রক্তচাপের জন্য এই তাবিজ **লাল রঙে** লিখুন।

নার্ভাস ব্রেকডাউন বা স্নায়বিক ভাঙনের জন্য এই তাবিজ **হলুদ রঙে** লিখুন।

অন্যান্য মানসিক বা মস্তিষ্কজনিত রোগের জন্য এই তাবিজ **নীল রঙে** লেখা উচিত।

**নোট:** যদি সবুজ, লাল বা নীল রঙ পাওয়া না যায়, তবে **হলুদ রঙে** লেখা যথেষ্ট। শর্ত একটিই—ব্যবহৃত রঙ অবশ্যই **খাদ্যোপযোগী** হতে হবে।

চিকিৎসার মেয়াদ সর্বাধিক **চল্লিশ (৪০) দিন**।

ফিতা (বাতি) চাইলে প্রতিদিন নতুন তৈরি করুন বা একাধিক একসঙ্গে বানিয়ে রাখুন।

ফিতা জ্বালানোর জন্য **মাটির প্রদীপে ঘি** ব্যবহার করুন।

নিদ্রাজনিত অশুদ্ধতা (বিছানায় নাপাক হওয়া)

থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
 یَا حَفِیْظُ یَا حَفِیْظُ یَا حَفِیْظُ  
 یَا وُدُّوُدُ یَا وُدُّوُدُ یَا وُدُّوُدُ  
 یَا بَدِیْعُ یَا بَدِیْعُ یَا بَدِیْعُ یَا بَدِیْعُ  
 الْعَجَائِبُ بِالْخَیْرِ یَا بَدِیْعُ  
 ص ص ص ص ص  
 ق ق ق ق ق  
 یَا رَحِیْمُ یَا رَحِیْمُ یَا رَحِیْمُ

ঘুমানোর আগে বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে এগারোবার পাঠ করুন এবং বুকে ফুঁ দিন। এই আমল একুশ (২১) দিন পর্যন্ত চালিয়ে যান এবং গরম ও টক খাবার থেকে বিরত থাকুন।

## শরীরব্যথা

শরীরব্যথা বলতে শরীর ভেঙে যাওয়া, আলস্য, অবসাদ এবং সন্ধিব্যথাকে বোঝায়।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا حَفِيظُ يَا حَفِيظُ يَا حَفِيظُ  
 يَا شَافِي يَا شَافِي يَا شَافِي  
 يَا كَافِي يَا كَافِي يَا كَافِي  
 يَا بَدِيعَ الْعَجَائِبِ بِالْخَيْرِ يَا بَدِيعَ  
 يَا بَدِيعَ الْعَجَائِبِ بِالْخَيْرِ يَا بَدِيعَ  
 يَا بَدِيعَ الْعَجَائِبِ بِالْخَيْرِ يَا بَدِيعَ  
 يَا حَفِيظُ يَا حَفِيظُ يَا حَفِيظُ

রাতে ঘুমানোর আগে একচল্লিশ (৪১) বার পাঠ করে আধা পেয়ালা হালকা গরম পানির উপর ফুঁ দিন এবং সেই পানি পান করে কোনো কথা না বলে ঘুমিয়ে পড়ুন। সাধারণ অবস্থায় এই আমল তিন দিন করাই যথেষ্ট, তবে যদি রোগটি দীর্ঘস্থায়ী হয়, তবে মেয়াদ বাড়িয়ে এগারো (১১) দিন করুন।

## রোগের পর দুর্বলতা

তিনটি চীনা পেয়ালায় জাফরান ও গোলাপজল দিয়ে

ثُمَّ رَدَدْنَاكَ أَسْفَلَ السَّافِلِينَ

লিখে একটি প্লেট সকালে, একটি বিকেলে এবং একটি রাতে ঘুমানোর আগে পানি দিয়ে ধুয়ে সেই পানি কয়েক দিন ধরে রোগীকে পান করান। ইনশা'আল্লাহ, দুর্বলতা দূর হয়ে যাবে।

## বিছা বা সাপের কামড়ের চিকিৎসা

এর মধ্যে বিছা, সাপ বা অন্য কোনো বিষাক্ত পোকামাকড়ের কামড় অন্তর্ভুক্ত। এমনকি যদি কোনো বিষাক্ত ওষুধের প্রতিক্রিয়া (Reaction) ঘটে, তাহলেও একই তাবিজ প্রয়োগ করতে হবে।

يَا رَحِيمُ يَا اللَّهُ يَا مُرِيدُ  
 يَا رَحِيمُ يَا اللَّهُ يَا مُرِيدُ  
 يَا رَحِيمُ يَا اللَّهُ يَا مُرِيدُ  
 يَا بَدِيعُ الْعَجَائِبِ يَا خَيْرُ يَا بَدِيعُ

চীনা প্লেট-এ হলুদ রঙে লিখে বারবার পানি দিয়ে ধুয়ে সেই পানি রোগীকে পান করান। এভাবে চালিয়ে যান যতক্ষণ না বিষের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে দূর হয়ে যায়।

### চুল লম্বা করার উপায়

যৌবনের সময় চুল ঘন ও মোটা থাকে, কিন্তু পরবর্তীতে তুলনামূলকভাবে পাতলা হয়ে যায়। চুল এক নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যে পৌঁছে বৃদ্ধির গতি থেমে যায় এবং কিছু সময় পরে পড়ে যায়। চুলের আয়ু প্রায় চার বছর। আঁচড়ানোর সময় যদি কয়েকটি চুল পড়ে যায়, তাতে চিন্তার কিছু নেই; তবে যদি বড় চুলের সঙ্গে ছোট চুলও পড়ে যায়, তবে তা কোনো না কোনো অসুস্থতার ইঙ্গিত বহন করে। চুল পড়ার প্রথম লক্ষণ সাধারণত খুশকি। এটি ভেজালযুক্ত খাবার, তীব্র সুগন্ধি ও নিম্নমানের তেল, সাবান দিয়ে চুল ধোয়া, অতিরিক্ত নোনতা ও মসলাদার খাবার গ্রহণের কারণে হয়ে থাকে। এসব থেকে বিরত থাকা আবশ্যিক।

الْكُرَيْمُ الْعَاصُ وَالْمَفَائِثُ الْفَامُ

এই দোয়াটি একশ (১০০) বার পাঠ করে এমন পরিমাণ পানির উপর ফুঁ দিন, যা দিয়ে ভালোভাবে মাথা ধোয়া যায়। সপ্তাহে তিনবার সেই পানি দিয়ে মাথা ধুয়ে নিন। চিকিৎসার মেয়াদ এক মাস।

## বৃদ্ধাবস্থায় শ্রবণশক্তি হ্রাস পাওয়া

এশার নামাজের পর একচল্লিশ (৪১) বার

فَسُوِّهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَالْأَرْضِ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ

পাঠ করে হাতে ফুঁ দিন এবং তিনবার মুখে হাত বুলিয়ে নিন।  
একচল্লিশ (৪১) দিন পূর্ণ করা আবশ্যিক।

## বধিরতা দূর করার জন্য

কানের ভেতরের হাড়ের উপর ক্ষুদ্র রোম থাকে। যদি নাকের সর্দি নিয়মিতভাবে কানে প্রবাহিত হয় বা অন্য কোনো কারণে এই রোমগুলো শক্ত হয়ে যায়, তাহলে শব্দ তরঙ্গ এগুলোকে যথেষ্টভাবে নাড়াতে পারে না, যা শ্রবণের জন্য প্রয়োজনীয়। এর ফলে শ্রবণশক্তি দুর্বল হয়, কম শোনা যায় বা সম্পূর্ণ বধিরতা দেখা দেয়।

এ অবস্থায় **إِنَّمَا السَّمْعُ الْمَرَامُ** এই বাক্যটি রাতে ঘুমানোর আগে এবং দিনে জওয়ালের পর ডান হাতের কনিষ্ঠ আঙুলে ফুঁ দিয়ে কানে ঘোরান। একই বাক্য কাগজে লিখে তাবিজ আকারে নারীরা গলায় পরবেন এবং পুরুষেরা বাহুতে বাঁধবেন।

## বগলে গুটি (ফোলা বা ফোড়া)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

○ الرُّتِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ

الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ

সকালে সূর্য ওঠার আগে এবং সন্ধ্যায় সূর্যাস্তের পরে একশ (১০০) বার পাঠ করে পানির উপর ফুঁ দিন এবং তা পান করুন। যতদিন পর্যন্ত রোগ সম্পূর্ণরূপে দূর না হয়, ততদিন পর্যন্ত এই আমল চালিয়ে যান এবং লাল মরিচ সম্পূর্ণরূপে পরিহার করুন।

## অচেতন রোগীকে জ্ঞান ফিরিয়ে আনার জন্য

একটি পেয়ালায় একবার  $\text{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}$  পাঠ করে পানির উপর ফুঁ দিন। সেই পানি রোগীর মুখে ঢেলে দিন এবং একই পানির কিছু ছিটা তার মুখে ছিটিয়ে দিন।

## ভাইবোনদের ঝগড়া

যখন এমন পরিস্থিতি হয় যে বড় ভাইবোন ছোটদের প্রতি স্নেহশীল আচরণ করে না এবং ছোটরা বড়দের অবাধ্য হয়, তখন

رَتَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ۙ وَ أَكِيدُ كَيْدًا

এই আয়াত একশ (১০০) বার পাঠ করে বালিশের উপর ফুঁ দিন।  
এই আমল চল্লিশ (৪০) দিন পর্যন্ত চালিয়ে যান। তবে সতর্ক  
থাকতে হবে যে একজনের বালিশ অন্য কেউ ব্যবহার না করে।

### বরকতের জন্য

বাড়ি বা ব্যবসায় বরকত না থাকলে নানান দুশ্চিন্তা দেখা দেয়, এবং  
প্রায়ই ঘরে কলহ-বিবাদ হতে থাকে। মা-বাবা যদি সবসময় ঝগড়া  
করেন, তাহলে তার গভীর প্রভাব সন্তানদের উপর পড়ে। সন্তানের  
সঠিক শিক্ষা ও চরিত্র গঠনে ব্যর্থতা মা-বাবার প্রতি শ্রদ্ধা কমিয়ে  
দেয়, এমনকি তারা মা-বাবার সঙ্গেও বিতণ্ডা শুরু করে।  
ঘরে বরকত আনতে হলে আল্লাহ্ তাআলার এই বাণী সর্বদা মনে  
রাখতে হবে যে আল্লাহ্ ব্যয়কারীদের অপছন্দ করেন।  
ব্যবসায় বরকতের জন্য সবসময় এই নীতি মেনে চলা উচিত যে  
সু-ব্যবহার ও ন্যায্য মুনাফা ব্যবসায় উন্নতির চাবিকাঠি।  
তবুও যদি বরকত না হয়, তবে এর আধ্যাত্মিক চিকিৎসা হলো  
নিম্নরূপ—

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 ۵ ب س م ا ل ا ۵  
 ۵ ل و ا س ع ج  
 ۵ ل ج ل ا ل ۵  
 ۹۹۹ ۹۹۹ ۹۹۹

উপরোক্ত নকশাটি সাদা চকচকে বা মোমজাত কাগজে লিখে দরজার চৌকাঠে বা দেওয়ালে ছোট পেরেক দিয়ে স্থির করে দিন। তাবিজ স্থাপন করার আগে সামর্থ্য অনুযায়ী শিশুদের মাঝে মিষ্টি বিতরণ করুন।

## অভাগ্যজনিত উদ্বেষ্ট

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 يَا وَدُودَ                      يَا وَدُودَ                      يَا وَدُودَ  
 اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ○ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ  
 سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ○ قُلْ هُوَ  
 اللَّهُ أَحَدٌ ○ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ  
 آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ○

এশার নামাজের পর একশ এক (১০১) বার পাঠ করে হাতের উপর ফুঁ দিন এবং তিন (৩) বার হাত মুখে বুলিয়ে নিন।

এই আমল একুশ (২১), চল্লিশ (৪০) অথবা নব্বই (৯০) দিন পর্যন্ত চালিয়ে যান—পরিস্থিতি অনুযায়ী সময় নির্ধারণ করুন।

## পাইলস (ববাসীর)

ববাসীর দুই প্রকারের হয়—একটি রক্তবাহী এবং অন্যটি বায়ুবাহী। এই রোগ সাধারণত বেশি সময় বসে থাকা, দীর্ঘস্থায়ী কোষ্ঠকাঠিন্য, অতিরিক্ত মসলাযুক্ত খাবার খাওয়া, মদ্যপান বা অন্যান্য নেশাজাতীয় পদার্থের ব্যবহারের ফলে হয়।

## বায়ুবাহী ববাসীরের জন্য

বায়ুবাহী ববাসীরে পায়খানা সম্পন্ন হওয়ার পর পরিশুদ্ধির সময় (তাহারত) এমনভাবে করা উচিত যে বাম হাতের মধ্যমা আঙুল ববাসীরের স্থানে হালকা ঘর্ষণ করে, এবং সেই সময় জিহ্বায় ক্রমাগত **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ** পাঠ করতে থাকবে।

## রক্তবাহী ব্বাসীরের জন্য

রক্তবাহী ব্বাসীরের ক্ষেত্রে তাহারতের সময় একইভাবে مَائِي قَمِيْرًا পাঠ করুন, যেমন বায়ুবাহী ব্বাসীরের জন্য فَعْلٌ فَعْلٌ فَعْلٌ পাঠ করতে বলা হয়েছে।

কখনও কখনও ব্বাসীরের যন্ত্রণা এত তীব্র হয় যে রোগী অস্থির হয়ে পড়ে এবং মনে হয় যেন আক্রান্ত স্থানে সূচ ফুটছে। আল্লাহ তাআলা সকলকে তাঁর হেফাজতে রাখুন। ব্যথার কারণে রোগী না বসতে পারে, না দাঁড়াতে, আর্তনাদ করতে করতে হাঁটাহাঁটি করে। এর তাত্ক্ষণিক চিকিৎসা হলো—রোগী هُوَ اللهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ পাঠ করে তর্জনী আঙুলে ফুঁ দেবে এবং সেই আঙুল পানিতে ডুবাবে। ইনশা'আল্লাহ, ব্যথা সাথে সাথেই দূর হয়ে যাবে।

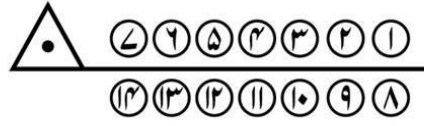
## বারস (সাদা দাগ)

قُلْ هُوَ الْمُعِينُ يَا مَعْرُوفُ الْمَنَّانُ وَالْحَلِيمُ

এই বাক্যটি দীর্ঘ সময় ধরে চীনা প্লেটে লিখে সেই পানি ধুয়ে দিনে তিনবার পান করুন। এই রোগে মাছ, ডিম এবং দই সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা আবশ্যিক।

## অজানা রোগ (যে অসুখ বোঝা যায় না)

কাগজে লিখে...



লিখে গলায় পরিয়ে দিন। যদি রোগটি আক্রমণের (দৌরার) আকারে দেখা দেয়, তবে একটি তাবিজ পানি দিয়ে ধুয়ে সেই পানি পান করান।

---

## পিত্তরোগ (পিত্তথলির অসুখ)

যদি পিত্তথলিতে পাথর হয় বা বিষাক্ততা সৃষ্টি হয়ে থাকে, তবে একবার

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ

সকালে, বিকেলে এবং রাতে পানির উপর ফুঁ দিন এবং তা পান করান। এই আমল চল্লিশ (৪০) দিন অব্যাহত রাখুন।

## পিচিশ (ডায়াসেন্টি)

পিচিশ সাধারণ হোক বা রক্তপিচিশ—উভয় ক্ষেত্রেই এর কারণ অল্পে ঘর্ষণ। এই রোগে মাটির নিচে জন্মানো শাকসবজি, অতিরিক্ত মসলাযুক্ত খাবার, অতিরিক্ত নুন-মরিচ এবং মাংস অত্যন্ত ক্ষতিকর। দীর্ঘমেয়াদি (পুরোনো) পিচিশ নিয়মিত চিকিৎসায় ধীরে ধীরে সেরে যায়।

অযথা ও সময়ে সময়ে কিছু না কিছু খাওয়ার অভ্যাস মারাত্মক ক্ষতিকর। খাদ্যতালিকায় সাগুদানা, মুগডাল, এবং খিচুড়ি—যাতে ডাল দুই ভাগ এবং চাল এক ভাগ থাকে—ব্যবহার করা উচিত। ছাগলের মাংসের হালকা ঝোল, যাতে নুন-মরিচ অতি সামান্য থাকে, তাতে রুটি ভিজিয়ে খাওয়া শ্রেয়।

চিকিৎসা:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

সূর্য ওঠার আগে সকালে খালি পেটে এক পেয়ালা পানির উপর ফুঁ দিন এবং এক মাস পান করুন। ফুঁ দেয়া পানি পান করার পর আধা ঘণ্টা পর্যন্ত কিছু খাওয়া বা পান করা নিষিদ্ধ।

### পাঁজরে ব্যথা

পাঁজর, বুক, পিঠ বা মাথায় যতই তীব্র ব্যথা হোক, অন্য কেউ ওজু অবস্থায় ব্যথার স্থানে তর্জনী আঙুল দিয়ে সাত (৭) বার ”الله“ লিখে দিন, এবং এই প্রক্রিয়া দিনে সাতবার পুনরাবৃত্তি করুন।

### পায়োরিয়া (মাড়ির রোগ)

এটি মনে রাখা অত্যন্ত জরুরি যে দাঁতের রোগের সরাসরি সম্পর্ক পাকস্থলীর সঙ্গে। পাকস্থলীর কার্যক্রম যদি সঠিক থাকে এবং দাঁতের নিয়মিত পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা হয়, তবে দাঁতের কোনো রোগ হয় না।

পায়োরিয়ায় মাড়ির ভেতরে আর্দ্রতা জমে পচে যায়, পরে সেই আর্দ্রতা পুঁজ-মিশ্রিত রক্ত হিসেবে বের হতে থাকে। এটি এক অত্যন্ত কঠিন রোগ, সহজে সারে না।

পাকস্থলীর শুদ্ধি ও দাঁতের যত্নের সঙ্গে সঙ্গে সকালে সূর্য ওঠার আগে এক টুকরো পালং পাতায় "اللَّهُ أَجَلٌ مُّسَلَّمٌ" একবার ফুঁ দিন এবং সেই পাতা ভালোভাবে চিবান। চিবানোর সময় খেয়াল রাখুন যেন লালা গলায় না যায়। পাতা ভালোভাবে চিবিয়ে ফেলে দিন। এই প্রক্রিয়া দিনে তিনবার করুন—প্রতিবার একে একে তিনটি পাতা নিয়ে চিবান। এই আমলের আধা ঘণ্টা পর পর্যন্ত কিছু খাওয়া বা পান করা নিষিদ্ধ।

## পেট ফোলা ও স্থূলতা (মোটা হওয়া) কমানোর

### জন্য

۱۲	۱۲	۱۲	۱۲
۱۲	۱۲	۱۲	۱۲
۱۲	۱۲	۱۲	۱۲
۱۲	۱۲	۱۲	۱۲

এই নকশাটি একটি বড় কাগজে লিখে রাতে ঘুমানোর আগে এবং সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর পেটে বৃত্তাকারে মালিশ করুন। প্রতিদিন একটি দড়ি বা ফিতা দিয়ে পেটের মাপ নিন—প্রথম দিন থেকেই পেট কমতে শুরু করবে। যখন পেট স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে, তখন এই আমল বন্ধ করুন। এই সময়ে যদি কাগজ ছিঁড়ে যায়, তাহলে তা পুড়িয়ে ফেলুন এবং নতুন কাগজে আবার নকশাটি লিখে নিন।

### পায়ের পেশি বা পিণ্ডলির দুর্বলতা

অর্ধ সের (প্রায় ২৫০ গ্রাম) কালো তিল থেকে নিজের সামনে তেল বের করান এবং এর উপর

كُلُّ شَيْءٍ يَرْجِعُ إِلَىٰ أَصْلِهِ

এগারো হাজার (১১,০০০) বার পাঠ করে ফুঁ দিন।

**পদ্ধতি:** তেলটি একটি বোতলে ভরে কর্ক লাগিয়ে রাখুন। প্রতিদিন এক আসরে যতবার পারেন (কমপক্ষে এক হাজার বার) পাঠ করুন, তারপর বোতলের কর্ক খুলে তার মধ্যে ফুঁ দিন এবং পুনরায় কর্ক লাগিয়ে দিন। এভাবে এগারো হাজার পাঠ পূর্ণ করুন।

**ব্যবহার:** প্রতিদিন তিন মাশা তেল রুটিতে মেখে খান এবং আরও তিন মাশা হালকা হাতে দুই হাঁটু ও পিণ্ডুলিতে মালিশ করুন।

প্লীহা বা পেটের মাংসপেশি উঁচু হয়ে যাওয়া (পাতি উছলনা)

এক গ্লাস পানিতে খোয়া (দুধের ছানা) বা চিনি মিশিয়ে নিন, তারপর এগারো (১১) বার **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ** পাঠ করে ফুঁ দিন এবং রোগীকে দিনে তিনবার পান করান। অস্থায়ী অবস্থার জন্য একবার আমল করাই যথেষ্ট; তবে যদি রোগ তীব্র হয়, তাহলে এই আমল এগারো (১১) দিন বা সর্বাধিক একুশ (২১) দিন পর্যন্ত চালিয়ে যান।

ফোঁড়া, ফুসকুড়ি, চুলকানি ও একজিমা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ل	ل	ل	ل	ل
ل	ل	ل	ل	ل
ل	ل	ل	ل	ل
ل	ل	ل	ل	ل
ل	ل	ل	ل	ل

চীনা প্লেট-এ উপরে বর্ণিত নকশাটি খাবারের হলুদ রঙে লিখে পানি দিয়ে ধুয়ে সেই পানি পান করুন। এরপর ৭৮৬ না লিখে একটি বড় প্লেট-এ একই নকশা লিখুন, পানি দিয়ে ধুয়ে সেই পানি এক বালতি পানিতে মিশিয়ে নিন এবং সেই পানি দিয়ে গোসল করুন।

### চিকিৎসার মেয়াদ:

চুলকানি (চীপ) — ৪ মাস

সাধারণ ফোঁড়া — ১১ দিন

পুঁজযুক্ত ফোড়া — ১ মাস

রক্ত পরিশোধনের জন্য — প্রতিদিন এক প্লেট পানি দিয়ে ধুয়ে ৪০ দিন পর্যন্ত পান করুন।

## প্রস্রাবজনিত রোগ ও তার চিকিৎসা

### প্রস্রাবে রক্ত আসা

প্রস্রাবে রক্ত আসা বা জ্বালার অনেক কারণ থাকতে পারে—যেমন, বৃক্ক বা মূত্রথলিতে পাথর থাকা, অতিরিক্ত গরম খাবার বা লাল মরিচ খাওয়া ইত্যাদি। এই রোগে ক্ষতিকর খাদ্য থেকে বিরত থাকার পাশাপাশি নিচের আমল করুন:

একবার

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى

পাঠ করে পানির উপর ফুঁ দিন এবং দিনরাত মিলিয়ে আটবার সেই পানি পান করান।

প্রস্রাব রুক রুক করে আসা

সকালে সূর্য ওঠার আগে এবং বিকেলে সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে এগারোবার

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

পাঠ করে পেটে ফুঁ দিন। যতদিন পর্যন্ত রোগ সম্পূর্ণরূপে সেরে না যায়, ততদিন পর্যন্ত এই চিকিৎসা চালিয়ে যান।

প্রস্রাব বারবার আসা

রাতে একান্ত স্থানে বসে একশ (১০০) বার

يَا اِيْلُ يَا اِيْلِيْكَ يَا اَللّٰهُ

পাঠ করুন এবং পেটে ফুঁ দিন। এই আমল তিন (৩) মাস পর্যন্ত চালিয়ে যান।

প্রস্রাবে চিনি আসা, ঘুমের মধ্যে প্রস্রাব হয়ে যাওয়া

এবং মূত্রথলির দুর্বলতা

ع	ص	م	ح
ء	ا	ر	ق
ا	ك	ل	ت
ل	ت	ا	ى

উপরোক্ত নকশাটি খাবারের হলুদ রঙ দিয়ে কোনো মোমযুক্ত কাগজে লিখে গলায় ঝুলিয়ে দিন এবং একই নকশা চীনা মাটির থালায় লিখে সকাল, দুপুর ও সন্ধ্যায় প্রতিবার এক একটি থালা

পানি দিয়ে ধুয়ে সেই পানি পান করুন—অথবা অন্য কেউ লিখে  
সেই পানি পান করিয়ে দিক। সুজাক (গনোরিয়া) এবং আত্মশক  
(সিফিলিস)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
 یَا حَفِیْظُ یَا حَفِیْظُ یَا حَفِیْظُ  
 یَا وُدُّوُدُ یَا وُدُّوُدُ یَا وُدُّوُدُ  
 یَا بَدِیْعُ یَا بَدِیْعُ یَا بَدِیْعُ  
 یَا بَدِیْعُ الْعَجَائِبِ بِالْخَیْرِ یَا بَدِیْعُ

যখনই পানি পান করবেন, এই আমলটি পাঠ করে পানির উপর  
ফুঁ দিন এবং তারপর সেই পানি পান করুন।

### স্থানান্তর (Transfer) বাতিল করার জন্য

যদি চাকরির কারণে এক স্থান বা শহর থেকে অন্য স্থানে বদলি  
হয়ে যায় এবং তা রোধ করতে চান, তবে এশার নামাজের পর টানা  
উনিশ (১৯) দিন প্রতিদিন উনিশ (১৯) বার

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ

(সম্পূর্ণ সূরা)

পাঠ করে দোয়া করুন।

### স্থানান্তর (Transfer) করানোর জন্য

যদি অন্য শহর বা বিভাগে বদলি করাতে চান, তবে এশার নামাজের পর একচল্লিশ (৪১) বার আয়াতুল কুরসী “عظيم” পর্যন্ত পাঠ করে চল্লিশ (৪০) দিন দোয়া করুন।

যদি কোনো কারণে মাঝপথে বিরতি ঘটে, তবে পরে দিনের হিসাব পূর্ণ করে নিন।

### তাসখীর (আকর্ষণ ও প্রভাব)

শত্রুর অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকা, কর্তৃপক্ষকে অনুগ্রহশীল করা, সমাজে সম্মানিত ও সফল হওয়া, স্বামীর রাগ ও বিরক্তি দূর করা অথবা রূঢ় স্বভাবের স্ত্রীকে শান্ত করতে—ওজু করে রাতে ঘুমানোর আগে একশ (১০০) বার

## بِسْمِ اللّٰهِ الْوَاسِعِ جَلَّ جَلَالُهُ

পাঠ করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কল্পনা করে তার দিকে ফুঁ দিন এবং দোয়া করে ঘুমিয়ে পড়ুন।

আমলের মেয়াদ চল্লিশ (৪০) দিন, সর্বাধিক নব্বই (৯০) দিন। নারীরা নাপাক দিনের হিসাব আলাদা করে পরে পূরণ করবেন।

যদি কোনো কঠোর বা অন্যায় শাসকের হৃদয়ে কোমলতা ও অনুগ্রহ সৃষ্টি করতে চান, তবে كَافٍ (কাফ-হা-ইয়া-আয়েন-সাদ) এভাবে পাঠ করুন—

“ا” পড়ে ডান হাতের কনিষ্ঠ আঙুল মুড়ে ফেলুন,

“ه” পড়ে অনামিকা আঙুল মুড়ে ফেলুন,

“ي” পড়ে মধ্যমা আঙুল মুড়ে ফেলুন,

“ع” পড়ে তর্জনী আঙুল মুড়ে ফেলুন,

“ص” পড়ে বুড়ো আঙুল তর্জনির শেষ জোড়ায় রেখে মুষ্টিবদ্ধ করুন।

যখন শাসকের সামনে উপস্থিত হবেন, তখন হাত খুলে দিন। হাত খোলা আবশ্যিক হলেও তা শাসকের চোখের সামনে খোলা জরুরি নয়।

## রোগ নির্ণয়

ফজরের আজানের সঙ্গে সঙ্গে

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اِفْتَحْ اِفْتَحْ اِفْتَحْ

একশ (১০০) বার পাঠ করুন, চোখ বন্ধ করে সেই রোগীর কথা মনে করুন যার রোগ সম্পর্কে জানতে চান। রোগের অবস্থা মনের পর্দায় প্রকাশ পাবে।

যদি রোগী নিজেই জানতে চায় তার রোগ কী, তবে একই আমল করে নিজের হৃদয়ের দিকে মনোযোগ দিক—রোগের প্রকৃতি অন্তরে উদ্ভাসিত হবে।

কোনো রোগের চিকিৎসা জানতে চাইলে একই আমল রাতে ঘুমানোর আগে উত্তরমুখী হয়ে করুন, কারও সঙ্গে কথা বলবেন না এবং ঘুমিয়ে পড়ুন।

যতদিন পর্যন্ত অবস্থা প্রকাশ না পায়, ততদিন পর্যন্ত এই আমল চালিয়ে যান। স্বপ্নে বা অন্য কোনো মাধ্যমে চিকিৎসার ইঙ্গিত পাওয়া যাবে।

## প্লীহার (তিলি) চিকিৎসা

কাগজে

فَهَنْ قَطَّارِ الْقَلَمِ

লিখে রোগীর গলায় ঝুলিয়ে দিন অথবা প্লীহার স্থানে (পেটের বাঁ পাশে) বেঁধে দিন। তারপর অল্প ছাই তর্জনী আঙুলে লাগিয়ে একবার দু'পাঠ করুন, আঙুলে ফুঁ দিন এবং সেই আঙুল দিয়ে প্লীহার স্থানে একটি “x” চিহ্ন টানুন।

## অঙ্গসঞ্চালন বা খিঁচুনি

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

يَا حَيُّ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ يَا حَيُّ بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ  
 يَا حَيُّ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ يَا حَيُّ بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ  
 يَا حَيُّ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ يَا حَيُّ بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ

যদি শরীরে ঝাঁকুনি লাগে বা কোনো অঙ্গ শক্ত হয়ে যায় — তা রক্তচাপ বেশি থাকার কারণে হোক বা রক্তের ঘাটতির কারণে — উভয় অবস্থাতেই খাবারের হলুদ রঙে চীনা প্লেট-এ লিখুন। সকালে একবার এবং বিকেলে একবার সেই লেখা পানি দিয়ে ধুয়ে পান করান। এই চিকিৎসা টানা এগারো (১১) দিন চলবে।

### টনসিল ও গলাব্যথা (কণ্ঠমালা প্রদাহ)

দাহ্য কয়লা নিভে যাওয়ার পর যে ছাই জমে, তার মধ্যে যে অংশ সাদা থাকে, তাকেই “ছাইয়ের ফুল” বলা হয়। এই ছাই-এর অল্প অংশ তর্জনী আঙুলের প্রথম গাঁটে লাগিয়ে একবার <sup>سورة</sup> পাঠ করে তার উপর ফুঁ দিন এবং একই আঙুল দিয়ে গলার আক্রান্ত স্থানে “x” চিহ্ন টানুন। যদি রোগ বিস্তৃত হয়, তবে নতুন ছাই নিয়ে একই পদ্ধতি দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার পুনরাবৃত্তি করুন।

### যক্ষ্মা (T.B / তপ-দক)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الَّذِي تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ  
الَّذِي تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ

তিনটি প্লেটে লিখে—একটি সকালবেলা, একটি বিকেলে এবং একটি রাতে—পানি দিয়ে ধুয়ে টানা নব্বই (৯০) দিন রোগীকে পান করান। যক্ষমা (T.B) রোগের চিকিৎসায় রঙিন আলোর চিকিৎসা (রেঙ থেরাপি) অত্যন্ত কার্যকর ও ফলদায়ক। অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হয়েছে যে নীল আলোর তেল (blue ray oil) দ্বারা এমনকি ক্ষয়প্রাপ্ত ও অনিরাময়যোগ্য ফুসফুসও সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে যায়। এই রোগ ও এর চিকিৎসা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে “রং ও আলো দিয়ে চিকিৎসা” গ্রন্থে।

### যকৃতের সব ধরনের রোগের জন্য

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا الْكَلِمَاتِ رَبِّيُّ

একটি কাগজে লিখে তাবিজ তৈরি করুন—মহিলারা তা গলায় পরবেন এবং পুরুষেরা বাহুতে বেঁধে রাখবেন। এছাড়াও, একই লেখাটি কাগজে বা প্লেট-এ লিখে পানি দিয়ে ধুয়ে সকালে খালি পেটে পান করুন।

যকৃত (লিভার) বা বৃক্ক (কিডনি)-এর সমস্যার কারণে যদি শরীরে ফোলাভাব (স্ফীতি) দেখা দেয়, তাতেও এই চিকিৎসা সম্পূর্ণ আরোগ্য প্রদান করে।

## যৌবনে শিশুমুখ থাকা

যে মস্তিষ্ককোষ শরীরের গঠন-বিন্যাসে ভারসাম্য রক্ষা করে, যদি কোনো কারণে তা দুর্বল বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে যুবক বয়সেও মানুষের মুখ শিশুর মতো দেখাতে থাকে। এই অবস্থার জন্য সকালবেলায় সূর্যোদয়ের আগে এবং রাতে শোবার পূর্বে ওজু করে, **بِسْمِ اللّٰهِ** পাঠের পর এক হাজার (১০০০) বার **بِسْمِ اللّٰهِ** পাঠ করুন, তারপর দুই হাতে ফুঁ দিয়ে হাত মুখে বুলিয়ে নিন। চিকিৎসার মেয়াদ কমপক্ষে তিন মাস এবং সর্বাধিক ছয় মাস।

## প্রমেহ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
 یَاشَافِی یَاشَافِی یَاشَافِی  
 یَاکَافِی یَاکَافِی یَاکَافِی  
 یَاوَدُّوُدُ یَاوَدُّوُدُ یَاوَدُّوُدُ  
 یَا رَحِیْمُ یَا رَحِیْمُ یَا رَحِیْمُ

পাঠ শেষে এক পেয়ালা পানিতে ফুঁ (দম) দিন এবং সকালবেলায় সূর্যোদয়ের আগে উত্তরমুখী হয়ে বসে তিন চুমুকে সেই পানি পান করুন। কষায়ুক্ত ও উষ্ণ প্রকৃতির খাদ্য পরিহার করা অপরিহার্য।

### পশুদের দুধ কমে গেলে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
 مِنْ ثَمَرَةِ رِزْقًا

৯৯	৯৯	৯৯
৯৯	৯৯	৯৯
৯৯	৯৯	৯৯

যে কাঠে কোনো দুর্গন্ধ নেই, সেই পরিষ্কার কাঠের উপর এই নকশা লিখে তাতে একটি ছিদ্র করুন এবং দড়ি দিয়ে ছাগল, গরু বা মহিষের গলায় পরিয়ে দিন। ইনশা'আল্লাহ, দুধের প্রাচুর্য হবে।

## যৌন আকর্ষণ সৃষ্টির জন্য

কখনও এমন পরিস্থিতি দেখা দেয় যে নারী বা পুরুষের মধ্যে যৌন আকর্ষণ বা উদ্দীপনা একেবারেই কমে যায় বা বিলুপ্ত হয়ে যায়। এটি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে কাগজে **اللَّهُمَّ** লিখে নারীর চুলের বেণীতে এবং পুরুষের বাহুতে বেঁধে রাখবেন।

## অশোভন বা অনুচিত যৌন আকর্ষণ দূর করার

### জন্য

ওজু (অজু) করে তিনবার...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

○ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ<sup>ط</sup>

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ<sup>ط</sup>

## لَا تَأْخُذْهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ<sup>ط</sup>

এক পেয়ালা পানিতে ফুঁ (দম) দিন এবং তা পান করান।  
এই প্রক্রিয়া টানা চল্লিশ (৪০) দিন চালিয়ে যেতে হবে।

## যাদুর প্রতিকার

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে “যাদু”র ধারণা কেবলই ভয় বা কুসংস্কারের ফল, কিন্তু কুরআনের আলোকে যাদুর অস্তিত্ব অস্বীকারও করা যায় না। এটি এমন এক বিদ্যা যা কুরআনে প্রমাণিত। যদি কোনো ব্যক্তির উপর সত্যিই যাদুর প্রভাব লক্ষ্য করা যায় এবং কোনো অভিজ্ঞ ব্যক্তি তা নিশ্চিত করেন, তবে এই চিকিৎসা কার্যকর।

পদ্ধতি: ভোরে ঘুম থেকে উঠে ফজরের নামাজ আদায় করুন। এরপর سورة قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ পাঠ করতে করতে নদী, সাগর বা খাল পার হয়ে যান। এই যাত্রার সময় কারও সাথে কথা বলা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। নদী বা সাগর পার হওয়ার পর, পূর্বমুখী হয়ে পানির ধারে উবু হয়ে বসুন, এবং তর্জনী (শহাদতের আঙুল) দিয়ে বালিতে বা মাটিতে লিখুন —

## هَامَانٌ - هَارُوتٌ - مَارُوتٌ

তারপর হাত দিয়ে লিখাটি মুছে ফেলুন। লেখা ও মুছার এই প্রক্রিয়া অবশ্যই সূর্যোদয়ের আগে সম্পন্ন করতে হবে। যদি নদী বা সাগর উপস্থিত না থাকে, তবে জনবসতির বাইরে কোনো কূপের পানিতে নিজের মুখের প্রতিবিম্ব দেখে এই আমল সম্পন্ন করতে হবে।

## জিন আহ্বানের জন্য

যদি রোগের সঠিক নির্ণয় না হয় এবং বলা হয় যে তার উপর জিন বা আছিবের (অশরীরী প্রভাব) ছায়া রয়েছে, তবে রোগীকে সামনে বসিয়ে...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 يَا خَفِيْظُ يَا خَفِيْظُ يَا خَفِيْظُ  
 يَا بَدِيْعُ يَا بَدِيْعُ يَا بَدِيْعُ  
 الْعَجَائِبُ بِالْخَيْرِ يَا بَدِيْعُ

অত্যন্ত শান্তি ও নিশ্চিত মনে ১১ (এগারো) বার এই দোয়া পাঠ করুন এবং রোগীর উপর ফুঁ (দম) দিন। ফুঁ দেওয়ার সময় এই চিন্তা রাখতে হবে যে আমি এবং রোগী উভয়েই ‘আরশে মো’আল্লা’র নিচে অবস্থান করছি। যদি রোগীর উপর জিনের প্রভাব থাকে,

তাহলে ফুঁ দেওয়ার সময়ই তা প্রকাশ পাবে। যখন নিশ্চিত হয়ে যায় যে রোগীর উপর সত্যিই জিনের প্রভাব রয়েছে, তখন ১১ (এগারো) বার "ইয়া হাফিজু" (يَا هَافِيزُ) পাঠ করে আবার ফুঁ দিন। রোগী স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে।

## শারীরিক ও আত্মিক শক্তি পুনরুদ্ধার

যখন জীবন পরিস্থিতি জটিল হয়ে যায় এবং সমস্যার সমাধান কিছুতেই সম্ভব হয় না, তখন মানুষের উপর অচলাবস্থা (জমুদ) নেমে আসে। এই অবস্থায় তার বোধশক্তি, প্রজ্ঞা ও ইচ্ছাশক্তি নিস্তেজ হয়ে যায়। প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কোনো ফল মেলে না, জীবনের কাজে ব্যর্থতা দেখা দেয়, এবং এর প্রভাব আত্মিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য উভয়ের উপর পড়ে। এই অবস্থা নিজে যেমন কষ্টকর, তেমনি পরিবারের অন্য সদস্যদের জন্যও যন্ত্রণাদায়ক হয়ে ওঠে। এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে রুপার আংটি বানাতে হবে, যাতে নয় (৯) টি খানা বা ঘর কাটা থাকবে, এবং প্রতিটি ঘরের মধ্যে 'নয় (৯)' এর বন্দরসা খোদাই করতে হবে। এই আংটি ডান হাতের কনিষ্ঠার পাশে থাকা আঙুলে পরতে হবে। ইনশাআল্লাহ, সব সমস্যা দূর হয়ে যাবে।

## চুরি করার অভ্যাস ত্যাগ করানোর জন্য

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا حَفِيظُ يَا حَفِيظُ يَا حَفِيظُ يَا حَفِيظُ

يَا وَدُودُ يَا وَدُودُ يَا وَدُودُ يَا وَدُودُ

بِسْمِ اللَّهِ الْكَرِيمِ وَالْمُتَكَبِّرِينَ وَالْعَادُوِّ وَتَمُودِ

৭৭৭

৭৭৭

৭৭৭

কাগজে লিখে সেই ব্যক্তির বালিশের ভেতরে তুলোর মাঝখানে রেখে দিন—যাকে চুরি করা অভ্যাস ত্যাগ করাতে চান। এই বালিশ আর কোনো ব্যক্তি মাথার নিচে ব্যবহার করবে না।

### চুরি করা মাল ফেরত পেতে

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ○

কাগজে লিখে কোনো ভারী পাথরের নিচে এমন স্থানে চাপিয়ে দিন যেখানে পাথর না-ডোলে।

### আঘাতজনিত কষ্ট

এমন আঘাত যার মধ্যে কোনো অঙ্গ স্থানচ্যুত হয়ে গেছে বা বন্ধ আঘাতের ফলে টান, তীক্ষ্ণ ব্যথা বা ফোলা দেখা দিয়েছে—এ ধরনের আঘাত নির্মূল করার জন্য একবার...

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
كُلَّ یَوْمٍ هُوَ فِی شَأْنٍ

পাঠ করে পানির উপর ফুঁ দিয়ে পান করান এবং কাগজে লিখে তাবিজটি আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে বা আক্রান্ত অঙ্গে বেঁধে দিন।

### হাঁটা-ফেরা থেকে অক্ষমতা

শরীরের দৈর্ঘ্যের সমপরিমাণ কাঁচা সুতা নিন, নীল সুতা দিয়ে সেটি সাতবার মাপুন এবং এটিকে এত ছোট করে নিন যে গলায় পরানো যায়; একবার...

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
فِیْ اَبْیِّ الْاَءِمَّرِ بِكُمَا تُكْذِبُنِ

পাঠ করুন এবং ফিতে/দড়িতে একটি গাঁট বেঁধুন। এভাবে একুশ (২১)টি গাঁট বানিয়ে ঐ গন্ডাটি রোগীর গলায় পরিয়ে দিন; সুস্থ হওয়ার পর গন্ডাটি খুলে খাল, নদী বা সমুদ্রেতে ভাসিয়ে দিন।

## মুখ সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য

অনেক মুখ এমন থাকে যেগুলিতে কোনো ত্রুটি না থাকলেও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে না। এই অবস্থা অনেক সময় অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক হয়ে ওঠে। যদি কোনো ব্যক্তি বারবার উপেক্ষিত হতে থাকে, তবে সে হতাশা ও হীনমন্যতায় ভুগতে শুরু করে।

△ فَاَوَقْلَمُ وَذَاتُ الْكَلَامُ

ن	م	ن	م	ن	م
ح	و	ح	و	ح	و

উত্তম মানের কালো চকচকে কালিতে ফুলস্ক্যাপ সাদা আর্ট পেপারের উপর সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখে ফ্রেম করিয়ে নিন। এই ফ্রেম করা নকশাটি রাতে ঘুমানোর আগে তিন-চার ফুট দূর থেকে প্রতিদিন দশ বা পনেরো মিনিট দেখুন।

একশো (১০০) বার পাঠ করুন।

قَالَ يُبْشِرِي هَذَا غُلْمٌ طَ وَأَسْرُوءٌ بِضَاعَةٌ طَ

এক লোটো (কলস) পানির উপর পাঠ করে ফুঁ দিন এবং সেই পানি দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলুন। মুখ ধোয়ার পর দুই গাল হালকা করে চাপ দিন, কিন্তু তোয়ালে বা কাপড় দিয়ে মুখ মুছবেন না; ভেজা মুখেই ঘুমিয়ে পড়ুন। তবে ব্যবহৃত পানি কোনো টব বা গাছে ঢেলে দিন, যাতে অসম্মান না হয়। চিকিৎসার মেয়াদ সর্বনিম্ন চল্লিশ (৪০) দিন এবং সর্বাধিক নব্বই (৯০) দিন। মহিলারা মাসিকের দিনগুলো বাদ দিয়ে পরে পূরণ করবেন। হজমের গণ্ডগোল, পাকস্থলীর শুষ্কতা, কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদির ফলে বহু প্রকার গ্যাসজনিত রোগের সৃষ্টি হয়। এর মধ্যে একটি হলো হাবসে রিয়াহ, যেখানে নিচের দিকে বের হওয়া গ্যাস উল্টে উপরের দিকে চলে যায়। যদি তা হৃদয়ের আশেপাশে জমে, তবে বুকে চাপ পড়ে এবং শ্বাসরোধের অনুভূতি হয়; মাথার দিকে উঠলে অর্ধেক মাথাব্যথা বা সাইনাস দেখা দেয়; হাতের দিকে গেলে ব্যথা ও ঝিনঝিন ভাব হয়; পাকস্থলীর মুখে জমলে তাপ উৎপন্ন হয় এবং হাঁচি বেড়ে যায়। অল্পে স্থায়ীভাবে গ্যাসের সঞ্চয় থাকলে এবং সঠিক সময়ে প্রতিকার না হলে যকৃত ও অল্পের নানা রোগ দেখা দেয়।

খাবারে পরিবর্তন ও পরিমিতি অবলম্বনসহ হাবসে রিয়াহ, সঙ্গরহনি, কোলিকের ব্যথা, অল্পের বৃদ্ধি, অল্পের দুর্বলতা, পেটের সমস্যা ও পাকস্থলীর রোগসমূহের চিকিৎসার জন্য একটি স্বচ্ছ

বিদেশি কাঁচের বোতল সংগ্রহ করুন। তাতে সিদ্ধ পানি ভরে শক্ত করে কর্ক লাগান, তবে বোতলের উপরের এক-চতুর্থাংশ ফাঁকা রাখুন। বোতলটি এমন স্থানে রোদে রাখুন যেখানে সকাল থেকে বিকেল তিন-চারটা পর্যন্ত রোদ থাকে। বিকেলে বোতলটি সরিয়ে নিন। এরপর ঐ পানিতে খাবার উপযোগী হলুদ রং মিশিয়ে কালি তৈরি করুন এবং সেই কালিতে তিনটি সাদা চীনা প্লেটে পৃথকভাবে এই নকশা লিখুন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

رِیَا حِیْنَ مَاءِ	رِیَا حِیْنَ مَاءِ	رِیَا حِیْنَ مَاءِ	رِیَا حِیْنَ مَاءِ
رِیَا حِیْنَ مَاءِ	رِیَا حِیْنَ مَاءِ	رِیَا حِیْنَ مَاءِ	رِیَا حِیْنَ مَاءِ
رِیَا حِیْنَ مَاءِ	رِیَا حِیْنَ مَاءِ	رِیَا حِیْنَ مَاءِ	رِیَا حِیْنَ مَاءِ
رِیَا حِیْنَ مَاءِ	رِیَا حِیْنَ مَاءِ	رِیَا حِیْنَ مَاءِ	رِیَا حِیْنَ مَاءِ

সকালে নাশতার পনেরো (১৫) মিনিট আগে, দুপুরে ও রাতে খাবারের আধা ঘণ্টা আগে—প্রতিবার সূর্যালোকে প্রস্তুতকৃত পানি দিয়ে একটি করে প্লেট ধুয়ে সেই পানি পান করুন।

## হাসিদ বা শত্রুর অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য

ফজরের নামাজ আদায়ের পর অথবা রাতে ঘুমানোর আগে, শুরু ও শেষে এগারো (১১) বার দরুদ শরিফসহ—

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ط

একশো (১০০) বার পাঠ করে বুকে ফুঁ দিন। ইনশাআল্লাহ্ হিংসুক ও শত্রুর অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকবেন। তবে এই আমল প্রয়োজনে ছাড়া পড়ার অনুমতি নেই — কেবল তখনই করা যাবে যখন নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে কেউ শত্রুতা করছে।

## ইচ্ছামতো বিবাহের জন্য

**তাবিজ লেখার পদ্ধতি:** নিচে দেওয়া নকশার উপর একটি পাতলা কাগজ রেখে ঘরগুলো (খানা) ঐঁকে নিন। তারপর সেই কাগজ আলাদা করে উপরে ”بِسْمِ اللَّهِ“ (বিসমিল্লাহ শরীফ) লিখুন। এরপর ঘর পূরণ করতে শুরু করুন—প্রথমে সেই চারটি ঘর পূরণ করুন যেগুলিতে (১) নম্বর দেওয়া হয়েছে, তারপর (২) নম্বরযুক্ত

ঘরগুলো পূরণ করুন। এইভাবে ক্রমানুসারে আটটি ঘর পূরণ করুন। এর নিচে (মুহিব্ব — অর্থাৎ যে বিবাহ করতে চায়) এর নাম লিখুন, এবং সেই নামের পরে লিখে (মাহবুব — অর্থাৎ যার সাথে বিবাহের ইচ্ছা) এর নাম লিখুন।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَلَمْ	يُولَدْ	وَلَمْ	يَكُنْ	(৩)
هُوَ	اللَّهُ	أَحَدٌ	اللَّهُ	(৫)
يُولَدْ	وَلَمْ	يَكُنْ	لَهُ	(৬)
قُلْ	هُوَ	اللَّهُ	أَحَدٌ	(১)
الصَّمَدُ	لَمْ	يَلِدْ	وَلَمْ	(২)
لَهُ	كُفُوًا	أَحَدٌ	قُلْ	(৩)
اللَّهُ	الصَّمَدُ	لَمْ	يَلِدْ	(২)
	كُفُوًا	أَحَدٌ		(৮)

..... الْحَبِّ .....

এই তাবিজটি **মুহিব্ব** (যে বিবাহ করতে চায়) তার বালিশের নিচে রাখবে। যদি দ্রুত ফলাফল কাম্য হয়, তবে এই তাবিজটি দুটি পাথরের মাঝখানে চেপে রাখুন। প্রতিটি পাথরের ওজন অন্তত দুই

সের (প্রায় ১.৮ কেজি) হতে হবে। পাথর ভারী হলে কোনো অসুবিধা নেই, তবে দুই সেরের কম না হয়। পাথরগুলো মাটির উপর রাখবেন—কোনো তক্তা, চৌকি বা বিছানার উপর নয়। এই আমল কেবল বৈধ উদ্দেশ্যে করা উচিত; অন্যায় বা নিষিদ্ধ কাজে ব্যবহার করলে ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে।

### ভ্রমণকালে সুরক্ষার জন্য

ভ্রমণে বের হওয়ার আগে বা বাসা থেকে বেরিয়ে—

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
 يَا حَفِیْظُ يَا وُدُّدُ يَا رَجِیْمُ يَا مُرِیْدُ يَا حَفِیْظُ  
 يَا وُدُّدُ يَا وُدُّدُ يَا اللّٰهَ يَا حَفِیْظُ

এই দোআটি পাঠ করে আকাশের দিকে মুখ করে ফুঁ দিন। ইনশাআল্লাহ্ ভ্রমণের সময় যাবতীয় বিপদ ও অপ্ৰত্যাশিত দুর্ঘটনা থেকে সুরক্ষা লাভ করবেন এবং অদৃশ্য সাহায্যও প্রাপ্ত হবেন।

### স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করার জন্য

ভোরবেলা, খালি পেটে, অজু বা কুলি করে তিনবার رَبِّ یَسِّرُ وَلَا تُعَسِّرُ পাঠ করুন এবং পানির উপর ফুঁ দিয়ে পান করুন। এই আমল

চল্লিশ (৪০) দিন পর্যন্ত অব্যাহত রাখা উচিত। যদি কোনো কারণে বিরতি ঘটে, তাহলে দিন গুনে পরে পূরণ করে নিন।

### রক্তাশ্লতা (অ্যানিমিয়া) দূর করার জন্য

দেহে রক্তের ঘাটতি পূরণের উদ্দেশ্যে বিসমিল্লাহ শরীফসহ তিনবার নির্দিষ্ট আয়াত পাঠ করে পানি, দুধ, শরবত বা চা—যে পানীয়ই পান করুন না কেন, তার উপর ফুঁ দিন এবং পান করুন। যখন রক্তের ঘাটতি দূর হবে, তখন আমল বন্ধ করুন।

### নিজের সঙ্গে কথা বলার অভ্যাস

নব্বই (৯০) দিন প্রতিদিন একবার করে  $\text{اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ}$  পাঠ করুন। সূর্যোদয়ের আগে এক বোতল বা মাটির কলস পানির উপর ফুঁ দিয়ে সেই পানি রোগীকে পান করান। যদি রোগী নিজে আমল করতে সক্ষম হয়, তাহলে সকালে ও রাতে একবার করে একই আয়াত পাঠ করে হাতে ফুঁ দিয়ে মুখে মুছে নিন।

### মানসিক ভারসাম্যহীনতা

মস্তিষ্কে ক্রমাগত চাপ, চিন্তা বা ডায়াবেটিসের কারণে যদি মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়, তবে প্রতিবার পানি পান করার সময় এক চুমুক পানির উপর  $\text{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}$  পড়ে ফুঁ দিন, অথবা প্রথম

চুমুকে মনে মনে বিসমিল্লাহ শরীফ পাঠ করুন। যদি রোগী নিজে এই আমল করতে না পারে, তবে জাফরান ও গোলাপজল দিয়ে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ সাদা চীনা প্লেটে লিখে সকালে খালি পেটে সেই পানি পান করান।

## মস্তিষ্কের শিরা ফেটে যাওয়া (Coma)

কখনো মাথায় গুরুতর আঘাত লাগা, রক্তচাপের ধাক্কা বা মানসিক শকের কারণে মস্তিষ্কের অভ্যন্তরীণ শিরা ছিঁড়ে যায় এবং রোগী অচেতন হয়ে পড়ে—এ অবস্থাকে ‘কমা’ বলা হয়। এর চিকিৎসা হলো: ভেড়ার লোম বা ছাগল ও ভেড়ার চামড়া পুড়িয়ে এমন স্থানে ধোঁয়া দিন, যেখান থেকে সেই ধোঁয়া রোগীর কাছে পৌঁছাতে পারে। এই ধোঁয়া মস্তিষ্কের ক্ষতিগ্রস্ত কোষগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করে। তবে এই চিকিৎসায় অতিমাত্রায় সতর্ক থাকা আবশ্যিক; সামান্য অসতর্কতাও বিপদের কারণ হতে পারে।

## মস্তিষ্কের দুর্বলতা

অতিরিক্ত চিন্তা ও মানসিক অস্থিরতা দূর করতে খাদ্যে লবণের পরিমাণ এক-চতুর্থাংশে নামিয়ে আনুন। চিকিৎসার জন্য একটি মোমজাত কাগজের টুকরোয় জাফরান ও গোলাপজল দিয়ে...

## الرَّضَاعَتْ عَمَانَوِيلُ

•১০

এক পাউন্ড (প্রায় ৪৫০ গ্রাম) মধুতে লিখা পাত্র/তাবিজটি ভিজিয়ে রাখুন; সেই মধু থেকে প্রতিবার একটি করে চামচ করে দিনে তিনবার খান—যতক্ষণ পর্যন্ত সুস্থতা সম্পূর্ণরূপে ফিরে না আসে, ততক্ষণ এই চিকিৎসা বন্ধ করবেন না।

### ছোপ, দাগ ও ক্ষতচিহ্ন

দেহে থাকা দাগ ও ছোপ—চমন বা পোড়ার কারণে হোক—সবির জন্য প্রতিদিন সকালে সূর্যোদয়ের আগেই এবং রাতে শোবার আগে بِسْمِ اللّٰهِ পাঠের পরে এক এক হাজার (১,০০০) বার ۞ পড়ুন; তারপর দুই হাতের ওপর ফুঁ দিন এবং সেই হাত দিয়ে দাগ-নিশানগুলোর ওপর ঘষে নিন। এছাড়া যখন-ই পানীয় পান করবেন, তখন ১১ (এগারো) বার ۞ পাঠ করে পানীয়ের ওপর ফুঁ দেন।

### ঔষধ বা ইনজেকশনের প্রতিক্রিয়া (Reaction)

কখনও কখনও কোনো তীব্র বা বিষাক্ত ওষুধের ব্যবহারজনিত কারণে রক্ত বিষমিশ্রিত হয়ে যেতে পারে; ফলে শরীরে ফুসকুড়ি উঠতে পারে এবং কখনো পিত্তত্যাগও দেখা দিতে পারে। যদি প্রভাব গুরুতর হয়, রোগী মাথার ভেতরে চুঁচুড় ভাব বা শরীরে খিঁচুনি অনুভব করতে পারে; এমনকি অচেতনতাও ঘটে। খাদ্য বিষক্রিয়া (food-poisoning) বা কোনো বিষাক্ত পোকা (যেমন সাপ, বেচ্ছা/বিচ্ছু, মৌমাছি ইত্যাদি) কামড়ালে এবং রক্তে বিষক্রিয়া দেখা দিলে, একবার...

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

يَا رَحِیْمُ يَا اللّٰهُ يَا مُرِیْدُ يَا رَحِیْمُ يَا اللّٰهُ يَا مُرِیْدُ  
يَا رَحِیْمُ يَا اللّٰهُ يَا مُرِیْدُ يَا بَدِیْعُ  
العَجَائِبِ بِالْحَيْرِ يَا بَدِیْعُ

একবার নির্ধারিত দো'আ পাঠ করে পানির উপর ফুঁ দিন এবং সেই পানি রোগীকে পান করান; এরপর মসৃণ মাটির তেলায় ফুঁ দিয়ে তা ঘ্রাণ করান—এটি বারবার পুনরাবৃত্তি করুন।

## ঘুমের সময় দাঁত ঘষার অভ্যাস

ঘুমের মধ্যে দাঁত ঘষার রোগ নানা কারণে হয়ে থাকে, এর একটি কারণ হলো পেটে কৃমি থাকা। যেকোনো কারণেই হোক, রোগী

যখন গভীর ঘুমে থাকে, তখন তার বালিশের পাশে দাঁড়িয়ে এত নিচু স্বরে **كهيص** পড়ুন যাতে তার ঘুম ভাঙে না। পাঠের সময় প্রতিটি অক্ষরের উচ্চারণের মাঝে সমান বিরতি থাকা জরুরি।

## অ্যাজমা (Asthma)

আল্লাহ্ তাআলার নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী মানুষ মূলত একগুচ্ছ আলো বা তরঙ্গের সমষ্টি। এই আলোগুলোর সুষম উপস্থিতির ওপরই জীবনের ভারসাম্য ও স্বাস্থ্যের নির্ভরতা। অনেক রোগ আলো বা শক্তির ঘাটতি থেকে জন্ম নেয়, আবার অনেক রোগ অতিরিক্ত শক্তির প্রভাবেও ঘটে।

আলো এক রকম নয়; মানবজীবনে বিচরণকারী আলোর প্রকার অসংখ্য। প্রতিটি আলোর স্বতন্ত্র নাম নির্ধারণ মানববুদ্ধির সাধ্যের বাইরে। বোঝার সুবিধার জন্য এই আলোগুলিকে বিভিন্ন রঙের নামে চিহ্নিত করা যায়। এই আলো কোথা থেকে আসে, কীভাবে মানুষের মস্তিষ্কে অবতীর্ণ হয়ে ভেঙে-বিচ্ছিন্ন হয়, এবং বিলুপ্ত হয়ে মস্তিষ্কের লক্ষ লক্ষ কোষকে প্রভাবিত করে সংবেদন সৃষ্টি করে— এই সমগ্র প্রক্রিয়া ‘রং ও আলো দিয়ে চিকিৎসা’ গ্রন্থে স্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। অ্যাজমা বা শ্বাসকষ্টও এই আলোক-অসাম্যের ফল। যে আলোগুলো সমগ্র দেহে রক্তপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে, সেগুলির মধ্যে যখন ভারসাম্য নষ্ট হয়, তখন রক্তের যে ঘনত্ব বা

অপদ্রব্য ছিদ্রমাধ্যমে বেরিয়ে যাওয়ার কথা, তা নিঃসৃত হতে পারে না। ফলতঃ প্যাফুসের সূক্ষ্ম ঝিল্লিগুলিতে ঐ অপদ্রব্য জমা হয়, সেখানে দূষণ সৃষ্টি করে এবং ধীরে ধীরে জীবাণু (ভাইরাস) জন্ম নেয়। যখন ফুসফুস এসব অণুজীবে ভরে যায়, তখন তার পাম্পিং ব্যবস্থা বিঘ্নিত হয়, শ্বাস-প্রশ্বাসে বাধা দেখা দেয়—এই অবস্থাই অ্যাজমা নামে পরিচিত।

এর চিকিৎসা নিম্নরূপ—

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

يَا فَاۡرِیُّ يَا فَاۡرِیُّ يَا فَاۡرِیُّ

يَا فَاۡرِیُّ يَا فَاۡرِیُّ يَا فَاۡرِیُّ

يَا فَاۡرِیُّ يَا فَاۡرِیُّ يَا فَاۡرِیُّ

চীনা প্লেটে বা সোনার পাতায় হলুদ খাদ্যরঙ দিয়ে উল্লিখিত তাবিজটি লিখুন এবং পানি দিয়ে ধুয়ে দিনে তিন (৩) বার রোগীকে পান করান।

**সতর্কতা:** রোগীকে পরিচ্ছন্ন, ধুলোবালিমুক্ত পরিবেশে রাখতে হবে। আর্দ্র বাতাস, টক বা ঠান্ডা খাবার এ রোগে ক্ষতিকর। অত্যধিক ঠান্ডা বা অতিরিক্ত গরম পরিবেশও উপযুক্ত নয়।

## দাদ (Ringworm)

সকাল, দুপুর ও সন্ধ্যায়

رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ۝

১১ (এগারো) বার নির্ধারিত দোআ পাঠ করে আক্রান্ত স্থানে ফুঁ দিন।

## দাঁতের সব ধরনের রোগ

বয়সের আগেই দাঁতের নড়াচড়া, পায়োরিয়া, মাংসক্ষয়, দাঁতের উপর পাথর জমা, দাঁতে পোকা, দাঁতে কালো দাগ, হলুদ হওয়া, বা দাঁতের হাড় ভেঙে যাওয়া—এসবের চিকিৎসা হলো: ۝ وَالْجُزُوع (নয়) বার পড়ে সকালে খালি পেটে এক গ্লাস পানির উপর ফুঁ দিন।

এর মধ্যে থেকে এক চুমুক পানি আলাদা করুন, বাকি পানি দিয়ে ভালোভাবে কুলি করুন। কুলি করার পর আলাদা করা এক চুমুক পানি পান করুন। এরপর আধা ঘণ্টা পর্যন্ত কিছু খাবেন বা পান করবেন না।

## দাঁতের ব্যথা বা মোলারের ব্যথা

যে দাঁতে ব্যথা রয়েছে, সেটি আঙুলের চিমটি দিয়ে ধরে ছেড়ে দিন  
এবং আঙুলের ডগায়

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زُلْزَالَهَا

পড়ে ফুঁ দিন।

## মাথাব্যথা

একটি সুতি রুমালে

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رَضِينَا بِالْقَضَاءِ فَاتُ بُرْهَانَ الْفِ مَرَّةً

লিখে ফুঁ দিন এবং একটি গিঁট দিন। রুমালটি মাথায় এমনভাবে  
বেঁধে রাখুন যাতে গিঁটটি কানের পাশের হাড়ের (কানপাটি) উপর  
পড়ে। যদি ব্যথা দীর্ঘস্থায়ী হয়, তাহলে সকালে রুমাল বেঁধে রাতে  
ঘুমানোর আগে কয়েক মিনিট খুলে আবার বেঁধে রাখুন এবং এটি  
কয়েক দিন চালিয়ে যান। অজু বা গোসলের সময় রুমাল খোলা  
যেতে পারে।

## তীব্র ব্যথা—যেখানেই হোক

যে কোনো অঙ্গে, যে কোনো কারণে ব্যথা হলে...

○ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ○ وَأُخْرِجَتِ الْأَرْضُ أَنْقَالَهَا

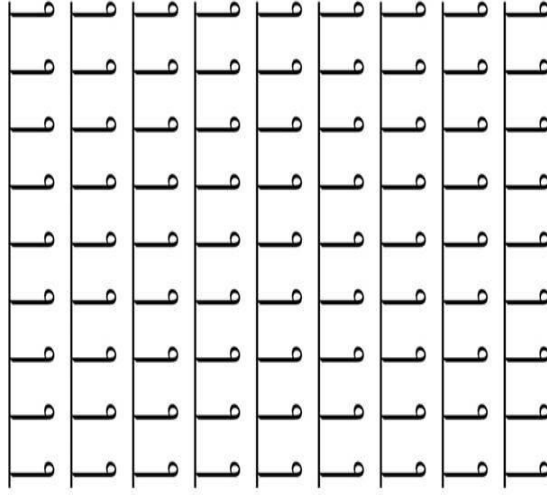
এমন স্বরে (অত্যন্ত নিচু) পড়ুন যা রোগী শুনতে না পারে; সাত (৭) বার পাঠ করে সকাল ও সন্ধ্যায় রোগীর ডান কানে ফুঁ দিন।

### কানব্যথা

প্রয়োজন অনুযায়ী খাঁটি সরিষার তেল সামান্য গরম করুন এবং তার উপর একবার **سورة قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْقَلْبِ** পাঠ করে ফুঁ দিন। এরপর সেই তেলের কয়েক ফোঁটা আক্রান্ত কানে দিন। মনে রাখবেন, তেল সবসময় হালকা গরম অবস্থায় দিতে হবে।

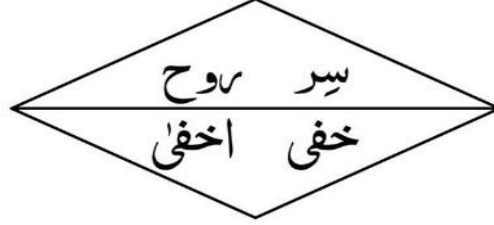
### মেরুদণ্ডে ব্যথা

গর্দনভাঙা জ্বর, হাড়ের সরে যাওয়া (ভাট্টিব্রার মাঝে ফাঁকা সৃষ্টি হওয়া), মেরুদণ্ডে ফাটল বা ভারসাম্য নষ্ট হওয়া, কিংবা স্পাইনাল কর্ডে ক্রাচি—এসব অবস্থার চিকিৎসার জন্য নীল ও হলুদ রঙ মিশিয়ে নিম্নলিখিত তাবিজটি লিখে, মোমে মোড়ানো অবস্থায় নীল সুতোর মাধ্যমে ব্যথার স্থানে বেঁধে রাখুন।



## ঘাড় ও পিঠের ব্যথা

যদি ব্যথা কোমরের মাঝখানে মেরুদণ্ডের সংযোগস্থলে হয়, বা ঘাড়ের নিচে মেরুদণ্ডের উপরের সংযোগস্থলে হয়, কিংবা মেরুদণ্ডের যে কোনো অংশে ব্যথা অনুভূত হয় এবং সেই ব্যথার তরঙ্গ মস্তিষ্ক পর্যন্ত পৌঁছে যায় — এমন অবস্থায়, উপর-নিচে দুটি (২) ত্রিভুজ আকৃতি অঙ্কন করে নিম্নলিখিত তাবিজটি লিখতে হবে।



বেরি গাছের কাঠ বা ঔদ-সালীব (এক ধরনের সুবাসিত কাঠ) এর উপর তাবিজটি লিখে গলায় ঝুলিয়ে দিন। যখন ব্যথা তীব্র হয়, তখন একই তাবিজ কাগজে বা চীনা প্লেটে লিখে পানি দিয়ে ধুয়ে রোগীকে পান করান।

## কিডনির ব্যথা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لِك م ن ق

الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

৷৷৷

৷৷৷

৷৷৷

কিডনির ব্যথা

কিডনির ব্যথা যদি বাতজনিত হয় বা পাথরের কারণে হয়—দুই অবস্থাতেই মোমযুক্ত কাগজে উপরোক্ত তাবিজটি লিখে দড়ি দিয়ে এমনভাবে কোমরে বাঁধুন যাতে তাবিজটি কিডনির কাছাকাছি থাকে। এই তাবিজ পানি দিয়ে ধুয়ে সেই পানি পান করাও উপকারী। যদি কিডনিতে পাথর থাকে, তা রেত হয়ে প্রস্রাবের মাধ্যমে বেরিয়ে যাবে।

## সায়ার্টিকা

এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি প্রায়ই চলাফেরায় অক্ষম হয়ে পড়ে। আক্রান্ত পা শরীরের ওজন বহন করতে পারে না, এবং কখনো কখনো কোমরেও বাঁক পড়ে যায়। আত্মিক (রহানী) চিকিৎসা মতে, এই ব্যথার মূল কারণ কিডনির কার্যপ্রণালীতে ত্রুটি, পাশাপাশি কিডনিতে গ্যাস জমে যাওয়া। এর ফলে ব্যথা হয় এবং পাথরও তৈরি হতে পারে। মুক্তির জন্য যখনই পানি পান করবেন,  $\text{يَا شَائِقُ الْاَبْرَارِ مُقِيمًا سَدِيدًا}$  পাঠ করে ফুঁ দিন।

## গোড়ালির ব্যথা

চলা-ফেরা, ওঠা-বসা, ওজু অবস্থায় বা বিনা ওজুতে—যখনই ব্যথা অনুভব করুন, তখন

وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

নিয়মিত পাঠ করুন। ব্যথা দূর হলে পাঠ বন্ধ করুন।

### অর্ধ-মাথা ব্যথা (মাইগ্রেন)

ভোরে সূর্য ওঠার আগে রোগীকে পূর্বমুখী করে বসান এবং বলুন সে যেন মাথার যে অংশে ব্যথা, সেখানে ডান হাত রাখে। এরপর কোনো অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলে বা মেয়ে (বয়স দশ থেকে বারো বছরের

মধ্যে) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَرِيْقٌ كَذَّبَتْ مِثْمِمْ পাঠ করে ফুঁ দিক।

### ডিফথেরিয়া (DYPHTHERIA)

এই রোগ সাধারণত ছোট শিশুদের হয়। অণুবীক্ষণ যন্ত্রেও না দেখা যাওয়া জীবাণুগুলো গলার ভিতর দ্রুত বংশবিস্তার করে এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই শ্বাসনালী বন্ধ হয়ে যায়। সময়মতো ব্যবস্থা না নিলে রোগী শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যেতে পারে। এ থেকে বাঁচার জন্য একবার مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ পাঠ করে পানিতে ফুঁ দিন এবং সেই পানি বারবার শিশুর গলায় ঢালুন, গলা মালিশ করুন যেন পানি নিচে নেমে যায়। এ রোগে অবহেলা বিপজ্জনক।

## রুচি নষ্ট হওয়া

যদি খাবারের স্বাদ নষ্ট হয়ে যায় এবং সবকিছু তিতকুটে বা ফিকে লাগে, তাহলে ভোরে সূর্যোদয়ের আগে খালি পেটে অন্তরে **السین پالسن** পাঠ করে পানিতে ফুঁ দিন এবং পূর্বমুখী হয়ে তিন চুমুকে সেই পানি পান করুন।

## ডায়াবেটিস

রক্তে বা প্রস্রাবে চিনি উপস্থিত থাকলে, নিচের তাবিজটি কাগজে বা চীনা প্লেটে জাফরান ও গোলাপজল দিয়ে লিখে তিন বেলা খাবারের ১৫–২০ মিনিট আগে পানি দিয়ে ধুয়ে পান করুন।

ع	ص	م	ح
ء	ا	ر	ق
ا	ك	ل	ت
ل	ت	ا	ى

মিষ্টি খাওয়া সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ, তবে জাম এই রোগে অত্যন্ত উপকারী। কালো ছোলা (ছালসহ) গুঁড়ো করে তার আটা দিয়ে তৈরি রুচি খাওয়াও ডায়াবেটিস রোগীর জন্য বিশেষভাবে

## মস্তিষ্কের অবস বা স্থবিরতা

যদি ক্রমাগত মানসিক চাপ, স্নায়বিক টানাপোড়েন বা অন্য কোনো কারণে মস্তিষ্ক স্থবির হয়ে যায়—অর্থাৎ কথা বুঝে না আসে, শারীরিক বা মানসিক কাজে মন সাড়া না দেয়—তাহলে কালো কালি দিয়ে ছোট ছোট লোবান (গন্ধরস) এর টুকরোয় সংখ্যা “৯” লিখুন এবং সেই টুকরোগুলো জ্বলন্ত কয়লার উপর রেখে ধূপের মতো জ্বালান।

এই কাজ এমন জায়গায় করা উচিত যেখানে রোগী ছাড়া আর কেউ উপস্থিত না থাকে। এই চিকিৎসার জন্য রাতের সময় সবচেয়ে উপযোগী। ধূপের ধোঁয়া নেওয়ার পর মুরাকাবা (ধ্যান) করুন — চোখ বন্ধ করে নিজের হৃদয়ের গভীরে মনোনিবেশ করুন। এই ধ্যান ১৫ মিনিট থেকে আধা ঘণ্টা পর্যন্ত করুন। এর ফলে মস্তিষ্কে এমন আলোক-তরঙ্গ সঞ্চারিত হয় যা চিন্তা ও সমস্যার সমাধান সহজ করে এবং মানসিক দৃঢ়তা ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করে।

## রক্তনালী ফেটে রক্তপাত হওয়া

যদি তীব্র আঘাতের কারণে কোনো রক্তনালী ফেটে যায় এবং রক্তপাত শুরু হয়, এটি অত্যন্ত বিপজ্জনক অবস্থা — অবহেলা করা উচিত নয়। অবিলম্বে চিকিৎসার ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি:

كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي

এই আয়াতটি খাবারের হলুদ রঙের কালিতে প্লেট বা ছোট পেয়ালায় লিখে রোগীকে বারবার পান করান। যদি রোগী অজ্ঞান থাকে, তাহলে চামচ দিয়ে পানি তার গলায় ঢালুন।

## কাঁপুনি

কোনো মোমযুক্ত কাগজে... বাক্য অসম্পূর্ণ — অনুগ্রহ করে অংশ দিন যাতে অনুবাদ সম্পূর্ণ করা যায়।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

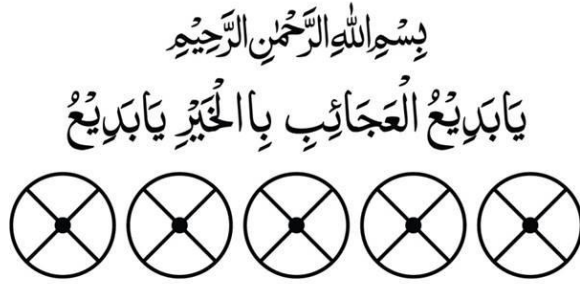
الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ

عَلَّمَهُ الْبَيَانَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ

মোমযুক্ত কাগজে তাবিজটি লিখে একটি গলায় ঝুলিয়ে দিন এবং আরেকটি তাবিজ প্রতিদিন সকালে খালি পেটে পানি দিয়ে ধুয়ে রোগীকে দীর্ঘ সময় ধরে পান করান।

## টিউমার

টিউমার বা গাঁট শরীরের যেকোনো অংশে হোক—



(বৃত্তগুলির মাঝখানে একটি বিন্দু দিন এবং সেটিকে এমনভাবে কেটে দিন যাতে একটি ক্রস আকৃতি তৈরি হয়।)

এই তাবিজটি কাগজ বা চীনা প্লেটে জাফরান ও গোলাপজল অথবা হলুদ রঙ দিয়ে লিখে প্রতিদিন তিনবার পানিতে ধুয়ে পান করুন। এই প্রক্রিয়া কয়েক মাস অব্যাহত রাখুন—যতদিন না টিউমার সম্পূর্ণরূপে দূর হয়ে যায়।

## সয়েদনা হুজুর আলাইহিসসালাতি ওয়াসসালামের

### দর্শন ও পবিত্র পদচুম্বন

প্রিয় নবী, পাপীদের সুপারিশকারী, রহমতুল্লিল্আলামীনের, সারকারে দো আলম, আকায়ে দো জাহাঁ, সারওয়ারে কায়নাত হুজুর আলাইহিসসালাতি ওয়াসসালামের দর্শন ও পবিত্র পদচুম্বন লাভের জন্য ইশার নামাজের পর সকল কাজ থেকে অবসর নিয়ে রাত্রে শোওয়ার পূর্বে

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
يَا وَدُودُ يَا بَدِيعُ الْعَجَائِبِ يَا خَيْرَ يَا بَدِيعُ  
بِسْمِ اللَّهِ الْوَاسِعِ جَلَّ جَلَالُهُ يَا حَفِيظُ

তিন শতবার পাঠ করে চোখ বন্ধ রেখে পনেরো থেকে কুড়ি মিনিট পর্যন্ত হুজুরে আকরাম আলাইহিসসালাতি ওয়াসসালামের পবিত্র রূপের ধ্যানে নিমগ্ন থাকবেন এবং কোনো কথা না বলে ঐ ধ্যানমগ্ন অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়বেন। একুশ (২১) দিনের এই আমলের

বরকতে, ইনশাআল্লাহ, খাতামুলনবিয়ীন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দর্শন ও পদচুম্বনের সৌভাগ্য লাভ হবে।

দর্শনের সৌভাগ্য অর্জনের পর মিষ্টি ভাত রান্না করে শিশুদের খাওয়াবেন।

## বিবাহের জন্য

সব কাজ শেষ করে রাতে শোওয়ার পূর্বে প্রথমে এবং শেষে এগারোবার (১১) দরুদ শরীফ পাঠ করে এরপর সূরা ইখলাস একচল্লিশবার (৪১) পাঠ করবেন এবং কেবল বিবাহের জন্য দোয়া করবেন। এই আমল নব্বই (৯০) দিন অব্যাহত রাখতে হবে। এই সময়ের মধ্যে বাগদান বা বিবাহ সম্পন্ন হলেও নব্বই দিন পূর্ণ করা আবশ্যিক। নারীরা মাসিকের দিনগুলো বাদ দিয়ে পরে দিন গুনে পূরণ করবেন।

## স্বামীর রাগ দূর করার জন্য

স্ত্রী স্বামীর তুলনায় অধিক স্নেহশীলা ও ভালোবাসাময়। তার অন্তরে প্রেমের উত্তাল সাগরই মানবজাতির বংশবৃদ্ধি ও বিকাশের ভিত্তি। যদি স্ত্রীকে পূর্ণ ভালোবাসা দেওয়া হয় এবং স্বামীর পক্ষ থেকে মানসিক প্রশান্তি প্রদান করা হয়, তবে সমাজের অধিকাংশ অশান্তি দূর হতে পারে, যার প্রভাব পরবর্তী প্রজন্মের উপরও পড়ে।

স্বামীর অন্যায় আচরণ থেকে মুক্তি পেতে স্ত্রী ইশার নামাজের পর প্রথমে ও শেষে এগারোবার (১১) দরুদ শরীফ পাঠ করে,

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الْوَاسِعِ جَلَّ جَلَالُهُ

এ পাঠ করবেন। মুসাল্লায় বসে এক তাসবিহ পাঠ করবেন এবং আল্লাহর দরবারে দোয়া করবেন।

যদি এমন পরিস্থিতি তৈরি হয় যে স্বামী তালাক দিতে চায়, আলাদা করতে চায়, বা স্ত্রীকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়ে আর ডাকে না, তাহলে স্ত্রী রাতে ঘুমানোর আগে অজু অবস্থায় মুসাল্লায় বসে একচল্লিশবার (৪১) সূরা **هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ** পাঠ করবে, কোনো কথা বলবে না, এবং শুয়ে পড়ে স্বামীর চেহারার কল্পনা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়বে। এই আমলের সময়ও নব্বই (৯০) দিন।

### স্ত্রীর পক্ষ থেকে স্বামীর প্রতি অন্যায়

প্রত্যেক মানুষ তিনটি দুর্বলতার সমন্বয় — শাসনের আকাঙ্ক্ষা, যৌন প্রাবল্য এবং ক্রোধ। এই তিন দুর্বলতা নারী-পুরুষ উভয়ের মধ্যেই থাকে। কিছু পরিবারে নারীর রাগ এত প্রবল যে স্বামীর জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। এর চিকিৎসাও সেই একই আমল, যা "স্বামীর রাগ দূর করার জন্য" শিরোনামে বর্ণিত হয়েছে; পার্থক্য শুধু এই যে, এবার স্ত্রী নয়, স্বামী এই আমল করবে।

## স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে কলহ

তালি দুই হাতে বাজে — যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়ই অকারণে ঝগড়া করে, তবে গৃহের পরিবেশ অশান্ত হয়ে যায় এবং সন্তানদের শিক্ষাদীক্ষায় গভীর প্রভাব ফেলে। এর প্রতিকার হলো, স্বামী-স্ত্রীর অন্তত একজন সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে আত্মসংযম ও নীরবতা অবলম্বন করবে। যেমন প্রবাদ আছে, “এক চুপ, শত বিজয়।” যদি উভয়ের কারও মধ্যেই সংযম না থাকে, তাহলে... (অমুক অংশ পরবর্তী পাঠে অব্যাহত থাকবে)।

وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ○

প্রত্যেক নামাজের পর একশত (১০০) বার পাঠ করুন এবং একটি চুমুক পানি নিয়ে তাতে দম করে পান করুন।

(আয়াতের অনুবাদ: “যারা ক্রোধ সংযম করে এবং মানুষকে ক্ষমা করে দেয়— নিশ্চয়ই আল্লাহ এমন সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের ভালোবাসেন।”)

## সচেতনতার দুর্বলতা দূর করার জন্য

মানুষের ভেতরে দুটি মস্তিষ্ক কার্যকর থাকে— একটিকে বলা হয় “শউর” (সচেতন মন) এবং অন্যটির নাম “লা-শউর” (অবচেতন মন)। সচেতন মন অবচেতন মনের প্রদত্ত প্রেরণাগুলো গ্রহণ করে ইন্দ্রিয় তৈরি করে এবং সেই ইন্দ্রিয়গুলোর মাধ্যমে কাজ করতে শেখায়। যদি সচেতন মন দুর্বল হয়, তবে তা অবচেতনের প্রেরণা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করতে পারে না। এর ফলে জীবনের বহু প্রয়োজনীয় যোগ্যতা মানুষের অজানায় নষ্ট হয়ে যায় এবং তাকে প্রতিটি পদক্ষেপে সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। এই সচেতন দুর্বলতা দূর করার জন্য হলুদ রং ও গোলাপজল দিয়ে সাদা চীনামাটির প্লেটে নিম্নলিখিত তাবিজ লিখে সকালে খালি পেটে তিন মাস ধরে পানিতে ধুয়ে পান করতে হবে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 يَا رَبُّ الرَّحِيمِ يَا اللَّهُ يَا رَبُّ الرَّحِيمِ  
 يَا رَبُّ الرَّحِيمِ يَا اللَّهُ يَا رَبُّ الرَّحِيمِ  
 يَا رَبُّ الرَّحِيمِ يَا اللَّهُ يَا رَبُّ الرَّحِيمِ  
 يَا بَدِيعَ الْعَجَائِبِ بِالْخَيْرِ يَا بَدِيعَ

## প্লেগ (মহামারী)

এটি এমন এক রোগ যা সাধারণত ইঁদুরের মাধ্যমে জন্ম নেয়। প্লেগ প্রথমে ইঁদুরের শরীরে বসবাসকারী সংক্রমিত পিসুদের মাধ্যমে ছড়ায়। পরে এই পিসুরা মানুষকে কামড়ে সংক্রমণ ঘটায়, এবং মানুষের মধ্যে প্লেগের মহামারী ছড়িয়ে পড়ে। রোগের লক্ষণ হিসেবে শরীরের কোনো না কোনো জোড়ে ফুলে যাওয়া গুটি দেখা দেয় এবং সঙ্গে জ্বর শুরু হয়। গুটি যত বড় হয়, জ্বরও ততই বাড়ে— এমনকি তাপমাত্রা একশো আট (১০৮) ডিগ্রি পর্যন্ত পৌঁছে যায়। সাধারণত রোগী দুই বা তিন দিনের মধ্যেই মৃত্যুবরণ করে। জ্বর বাড়ার সময় রোগী অচেতন হয়ে পড়ে, কাউকে চিনতে পারে না বা কথা বলে না। কানে শব্দ পৌঁছালেও তা স্পষ্ট শুনতে পায় না। গুটি সাধারণত বগলে বা উরুর গোড়ায় দেখা যায়।

প্লেগের জীবাণুবাহী পোকামাকড় ইঁদুরের গর্ত থেকে প্রায় এক ফুট পর্যন্ত বাইরে চলে আসে এবং মানুষের পায়ে লেগে উপরের দিকে উঠতে শুরু করে— এমনকি বগল বা উরু পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এই পোকাগুলির প্রিয় খাদ্য হলো বগল ও উরুর মাংস। এরা এত দ্রুত বংশবিস্তার করে যে, যদি এক মিনিটে এদের সংখ্যা এক লক্ষ হয়, তবে পরের মিনিটে তা দশ লক্ষে পৌঁছে যায়। **চিকিৎসা:**

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَاِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٍ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا  
يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَا اَلَّا  
يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ  
حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ ﴿٢٢٩﴾ (سوره بقره آیت ۲۲۹)

কেউ এক হাজার (১০০০) বার পানির উপর দম করবে এবং সেই পানি এক এক চুমুক করে রোগীকে পান করাবে। এভাবে দিনে অন্তত পাঁচবার করতে হবে—প্রথম ঘণ্টার পরে দ্বিতীয় ঘণ্টায়, দ্বিতীয় ঘণ্টার পরে চতুর্থ ঘণ্টায়, চতুর্থ ঘণ্টার পরে সপ্তম ঘণ্টায় এবং সপ্তম ঘণ্টার পরে বারোতম ঘণ্টায়। যদি সামান্য উপশম দেখা যায়, তবে রাতেও এবং দিনেও একইভাবে এই প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে হবে। সুস্থতার লক্ষণ হবে— জ্বর ধীরে ধীরে কমে আসবে, অবশেষে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করবে।

## ভ্রান্ত আকীদা (বিশ্বাস) সংশোধনের জন্য

যখন আকীদা (বিশ্বাস) নষ্ট হয়ে যায়, তখন মানুষের মনে এমন সব চিন্তা ও কল্পনা জন্ম নেয় যা আল্লাহ, রাসূল (সো.) ও ধর্মের প্রতি

বিমুখতা সৃষ্টি করে— এবং এই বিমুখতা অজান্তেই ঘটে। বিশ্বাসের এই বিকৃতি ও বিবেকের দংশনের ফলে মানুষের অন্তরে এক অদৃশ্য পচনধর্মী ফোড়া তৈরি হয়, যার যন্ত্রণা এমন যে, কোনো দুনিয়াবি রোগের সাথে তার তুলনা করা যায় না। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে তাঁর হেফাজতে রাখুন। এই যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ধোয়া বা নতুন কাঁচা খদর বা লাঠা কাপড়ের একটি লম্বা কুরতা সেলাই করাতে হবে। কুরতাটি দেহের চেয়ে এক এক বালিশত (হাতের এক বিঘৎ) বড় হবে এবং গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা থাকবে। হাতার প্রান্তও এক এক বালিশত খোলা থাকবে। এরপর এমন একটি ঘরে যেতে হবে যেখানে অন্ধকার থাকবে (অন্ধকার না থাকলে ঘর অন্ধকার করে নিতে হবে)। সেখানে এই কুরতা পরে পনেরো (১৫) মিনিট টহল দিতে হবে— আর টহল দেওয়ার সময়... (পরবর্তী অংশে পঠন বা ক্রিয়া নির্দেশ আসবে)।

○ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ○

পড়তে থাকুন। পনেরো (১৫) মিনিট পর অন্ধকারেই জামাটি খুলে ভাঁজ করে একই ঘরের কোনো নিরাপদ স্থানে রেখে দিন। যতদিন পর্যন্ত বিশ্বাস (আকীদা) সংশোধিত না হয়, ততদিন এই আমল অব্যাহত রাখুন। এই আমলে অন্ধকার থাকা আবশ্যিক।

## মহিলাদের রোগসমূহ

### গর্ভপাত হওয়া ও সন্তান জন্মের পর মারা যাওয়া

যদি মায়ের গর্ভে শিশুর সঠিক বিকাশ না ঘটে, অথবা জন্মের পরপরই শিশুটি মারা যায়, তবে এর মূল কারণ হলো মায়ের মস্তিষ্কের সেই কোষগুলোর দুর্বলতা, যেগুলো সন্তানের সৃষ্টিতে কাজ করে। মস্তিষ্কের এই দুর্বলতা সাধারণত মানসিক চাপ, লিকোরিয়া (স্রাব), অথবা গৃহস্থালির অশান্ত পরিবেশের কারণে দেখা দেয়। গর্ভাবস্থায় তীব্র, ভুল বা অতিরিক্ত ওষুধ ব্যবহারের ফলেও এই অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে।

এই সমস্ত কারণ দূর করার পাশাপাশি উম্মুস-সবিয়ান (যার উল্লেখ বইয়ের প্রথম অংশে হয়েছে) নামের তাবিজটি হলুদ রঙের মসৃণ কাগজে লিখে গর্ভধারণের একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে মা নিজের গলায় পরে নেবেন। প্রতি বৃহস্পতিবার বিকেলে কাপড়ের খোল থেকে না খুলে তাবিজটিকে লোবানের ধোঁয়া (ধুনো) দেবেন। সন্তানের জন্মের পর মা নিজের গলা থেকে তাবিজটি খুলে নবজাতকের গলায় পরে দেবেন।

### সন্তান না হওয়া (বন্ধ্যাত্ব)

সন্তান না হওয়ার অনেক কারণ থাকতে পারে। যেমন — নারীর অভ্যন্তরীণ কোনো শারীরিক অসুস্থতা, অথবা পুরুষের বীজাণুর

অভাব। যদি পুরুষ ও নারী উভয়ের স্বাস্থ্য ঠিক থাকে, তবুও গর্ভধারণ না হয়, তবে পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহের বরকতে ইনশাআল্লাহ মা সন্তানের সৌভাগ্য লাভ করবেন।  
একশো (১০০) বার

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
اِقْرَأِ بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِیْ خَلَقَ ۝ خَلَقَ  
الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ حَمَّهٗ الرَّقْمَ تِلْكَ اٰیٰتُ  
الْكِتَابِ الْمُبِیْنِ ۝

মহিলা এ আমল **ইশার নামাজের পর** পড়বেন এবং পানিতে ফুঁ (দম) দিয়ে নব্বই (৯০) দিন পর্যন্ত নিজে খাবেন ও স্বামীকেও পান করাবেন। মাসিকের নির্দিষ্ট বিরতির দিনগুলো (নাগহা) শেষে পূরণ করে নেবেন।

### ঋতুস্রাবের অনিয়ম (মাসিক চক্রের অস্বাভাবিকতা)

ঋতুস্রাবের অনিয়ম থেকে নারীদের মধ্যে অনেক রোগের উৎপত্তি হয়। ফ্যালোপিয়ান নালীতে জ্বালা হয়, পেট ফুলে যায় এবং নির্ধারিত সময়ের আগে তীব্র ব্যথার সম্মুখীন হতে হয়। দেখা গেছে, যদি ঋতুস্রাব সঠিক সময়ে এবং পূর্ণ সময় পর্যন্ত না হয়, তাহলে নারীদের মুখে অতিরিক্ত লোম (চুল) গজিয়ে যায়। যদি এই অনিয়ম দীর্ঘস্থায়ী হয়ে রোগের রূপ নেয়, তাহলে জরায়ুতে প্রদাহ

(সোয়েলিং) হয়, যার ফলে নারী সন্তান ধারণে অক্ষম হয়ে পড়ে। এর প্রভাব রূপ-চেহারাতেও পড়ে — শরীর ভারী হয়ে যায়, রক্ত ঘন হয়ে যায় এবং কোমর ব্যথা বা অঙ্গভঙ্গি ভাঙা ধরনের দুর্বলতা দেখা দেয়।

যদি ঋতুচক্র ধীরে ধীরে কমে গিয়ে বয়সের আগেই সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়, তবে নারীর মধ্যে পুরুষালি বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেতে দেখা যায়। যেমনভাবে খাওয়া-দাওয়ার পর মূত্র ও বর্জ্য নির্গমন স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, তেমনই ঋতুস্রাবও নারীর স্বাস্থ্যের জন্য অত্যাবশ্যকীয়। এ জন্য একটি তাবিজের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। এই তাবিজে “بِسْمِ اللَّهِ” (বিসমিল্লাহ) লেখা নিষিদ্ধ।

ঋতুস্রাবের অনিয়মে যদি কোমর ব্যথা থাকে, তবে তাবিজটি পিঠে এমনভাবে বেঁধে রাখবেন যেন তা মেরুদণ্ডের নিচের শেষ অংশের সঙ্গে স্পর্শে থাকে। যদি ফ্যালোপিয়ান নালীতে জ্বালা থাকে, তবে তাবিজটি নাভির ঠিক ওপরে বেঁধে রাখবেন।

**দ্রষ্টব্য:** তাবিজ বেগুনি বা জামেরঙা সূতোয় বাঁধা হবে; কোনো কাপড় বা পট্টি ব্যবহার করা যাবে না। গোসল বা প্রাকৃতিক প্রয়োজনের সময়েও তাবিজ শরীর থেকে খোলা হবে না। তাবিজে মোমের প্রলেপ (মোম জামা) দেওয়া আবশ্যিক, যাতে পানিতে ভিজে লেখা নষ্ট না হয়।)

ط	م	ك	ح
م	ك	ط	ح
ك	ط	م	ح
∕	١	٢	٣
	٤	٥	٦
	٧	٨	٩

## ঋতুস্রাবের অতিরিক্ততা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا عَجَائِبَ الْخُفَا وَيَا وَرَاءَ الْخُلُقُ

হলুদ কালি দিয়ে তাবিজ লিখে গলায় পরুন। যদি রোগের তীব্রতা বেশি হয়, তবে মাত্র তিন (৩) দিন পর্যন্ত প্রতিদিন সকালে খালি পেটে একটি করে তাবিজ পানিতে ধুয়ে পান করুন।

## লিউকোরিয়া (জরায়ুর সমস্ত রোগ)

هُوَ الْأَمْرُ هِيَ عَمَّا نَوِيلُ  
بِحَقِّ يَا سَحِيُّ يَا قَيُّومُ  
يَا بَارِئُ الْمُصَوِّمِ الْأَرْحَامِ

জরায়ুর রোগসমূহ (যার মধ্যে গাঁট বা রসুলি-ও অন্তর্ভুক্ত) উপরের তাবিজটি গলায় পরিয়ে দিন। যদি রোগের তীব্রতা বেশি হয়, তবে প্রতিদিন সকালে খালি পেটে একটি করে তাবিজ পানি দিয়ে ধুয়ে চল্লিশ (৪০) দিন পর্যন্ত পান করুন বা রোগিনীকে পান করান।

### প্রসবের পর পেট বেড়ে যাওয়া

প্রায়ই দেখা যায় যে, সন্তান জন্মের পর যদি সঠিক যত্ন নেওয়া না হয়, তবে পেট বড় হয়ে যায়। এর জন্য **سَطْرُ شَيْءٍ الْحِزْصِ** এই লেখা হলুদ রঙে প্লেটে লিখে সকালে, দুপুরে ও সন্ধ্যায় — তিন বেলা একটি করে প্লেট পানি দিয়ে ধুয়ে পান করান, যতক্ষণ না পেট আগের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে।

### চল্লার (চল্লিশা) সকল কষ্টের জন্য

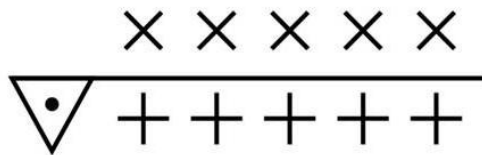
يَا رَحِيمُ يَا اللَّهُ يَا مُرِيدُ  
 يَا رَحِيمُ يَا اللَّهُ يَا مُرِيدُ  
 يَا رَحِيمُ يَا اللَّهُ يَا مُرِيدُ

প্রসবের পর চল্লিশা (চল্ল) চলাকালীন সময়ে নারীরা নানা ধরনের শারীরিক কষ্টে ভোগেন বা ভোগতে পারেন। এই সমস্ত কষ্ট থেকে সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ থাকতে হলে, উপরোক্ত নকশাটি হলুদ কালি দিয়ে কোনো মোমচোপা কাগজে লিখে গান্ডা (তাবিজ) তৈরি করতে হবে।

গান্ডা বানানোর পদ্ধতি: কাঁচা নীল সুতোয় এগারো (১১)টি তার নিন এবং মহিলার উচ্চতা অনুযায়ী তা মাপুন। এরপর সেই সুতো দ্বিগুণ ও ত্রিগুণ করে এমন দৈর্ঘ্যে আনুন যাতে এগারোটি গিঁট দেওয়ার পর সহজে গলায় পরানো যায়। এরপর তিনবার  $\text{يَا حَيُّمُ يَا اللَّهُ يَا}$  পড়ুন এবং ফুঁ দিয়ে একটি গিঁট দিন। এইভাবে প্রায় সমান দূরত্বে এগারোটি গিঁট দিন।

চল্লার গোসল (চল্লা শেষের স্নান) শেষে এই গান্ডা গলা থেকে খুলে কোনো গর্তে পুঁতে দিন।

### শিশুর জন্ম সহজ করার জন্য



উপরের নকশাটি (نقش) মোমচোপা কাগজে লিখে প্রসবের সময় গর্ভবতী নারীর ডান উরুতে বেঁধে দিন। ইনশা'আল্লাহ্ প্রসব সহজে সম্পন্ন হবে।

সতর্কতা: এই তাবিজটি প্রসবের লক্ষণ শুরু হওয়ার আগে কখনও বেঁধে দেবেন না। কারণ, আগে বেঁধে দিলে অকাল প্রসব (প্রিম্যাচিউর ডেলিভারি) হতে পারে, যা নবজাতকের ওপর খারাপ প্রভাব ফেলে।

## দুধের ঘাটতি

যেসব নারী নিজেদের দুধে সন্তানকে লালন করতে চান কিন্তু দুধ পর্যাপ্ত হয় না, তাদের জন্য নিচের নকশাটি...

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مِنْ ثَمَرَةِ رَزْقًا

৭৭	৭৭	৭৭
৭৭	৭৭	৭৭
৭৭	৭৭	৭৭

চীনা মাটির থালায় হলুদ কালি দিয়ে লিখে প্রতিটি থালা সকালে, দুপুরে ও সন্ধ্যায় পানিতে ধুয়ে সেই পানি পান করতে হবে। যখন দুধ নামতে শুরু করবে তখন এই আমল বন্ধ করে দিতে হবে।

## থনিলা

থনিলা এমন একটি রোগ যা যদি সঠিকভাবে চিকিৎসা না করা হয় তাহলে ক্যান্সারে পরিণত হতে পারে। মুক্তি পাওয়ার জন্য তিনবার

مَا فِي قَلْبِي غَيْرَ اللَّهِ

পড়ে আধা-গরম পানিতে দম দিতে হবে। তিন চুমুক পানি পান করতে হবে এবং অবশিষ্ট পানি দিয়ে আক্রান্ত স্তন ধুতে হবে। সর্বোচ্চ তিনবার পর্যন্ত করা যাবে।

## স্তনের চ্যাপ্টা হওয়া

স্তনের যথাযথ উঁচু আকৃতি নারীর সৌন্দর্যের একটি অপরিহার্য অংশ। খাদ্য ও সন্তানের বিকাশের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াও এর উপর নির্ভরশীল। স্তনের কোমলতা নারী-পুরুষের পার্থক্যের কারণও বটে। যে নারীরা এই সৌন্দর্য থেকে বঞ্চিত হন তারা পুরুষদের কাছে আকর্ষণীয় থাকেন না। এই অভাব দূর করার জন্য সূরা **التين**-

এর প্রথম আয়াত **التين والزيتون**

রাতে ঘুমানোর আগে একশ বার পড়তে হবে, স্তনের উপর দম দিতে হবে এবং কথা না বলে ঘুমাতে হবে। নব্বই দিনের এই আমলে স্তন কোমল ও সুন্দর হয়ে যায়। আমলের পাশাপাশি তিন মাস প্রতিদিন এক ছটাক পনির খেতে হবে।

## মুখ ও শরীরে অতিরিক্ত লোম

আল্লাহ তাআলা কুরআনে ইরশাদ করেছেন যে, “আমরা সব কিছু নির্দিষ্ট পরিমাপে সৃষ্টি করেছি।” নারী ও পুরুষের মধ্যে এই পরিমাণের ব্যবধানই তাদের স্বতন্ত্রতা বজায় রাখে। মানবদেহে রক্তের সাথে সাথে বায়ু, আলো ও কসমিক রশ্মি প্রবাহিত হয়। এই উপাদানগুলোর বিষাক্ত অংশ ঘাম ও লোমের মাধ্যমে বের হয়ে যায়। যে স্থানে রক্তচাপ বেশি, সেখানে লোমও বেশি হয়। পুরুষদের মুখে দাড়ি ওঠে কিন্তু নারীদের মুখে ওঠে না, কারণ নারীদের দেহের এই বিষাক্ত প্রভাব মাসিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্দিষ্ট নিয়মে বের হয়ে যায়। যদি মাসিক প্রক্রিয়ায় বিঘ্ন বা ঘাটতি দেখা দেয়, তবে সেই অনুপাতে নারীদের মুখে লোম উঠতে শুরু করে। তাই মাসিক প্রক্রিয়াকে স্বাভাবিক রাখা অত্যন্ত জরুরি। এক পাউন্ড কালোজিরা পানি দিয়ে ধুয়ে রোদে শুকিয়ে পরিষ্কার নীল বোতলে ভরে রাখতে হবে। ইশার নামাজের পর একশ বার

فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ

পড়ে কালোজিরার উপর দম দিতে হবে এবং বোতল বন্ধ করে রাখতে হবে। একুশ দিন এইভাবে করতে হবে। বাইশতম দিন থেকে সকালে খালি পেটে এক-চতুর্থাংশ চা-চামচ কালোজিরা দুই-তিন চুমুক পানি দিয়ে গিলে ফেলতে হবে। খাওয়ার আধ ঘণ্টা পরে কিছু খাওয়া যাবে না। এক পাউন্ড কালোজিরা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমল চালিয়ে যেতে হবে।

## হিস্টেরিয়া

রোগের তীব্র অবস্থায় নিচের তাবিজটি হলুদ কালি দিয়ে লিখে বত্তি তৈরি করতে হবে। সেই কাগজের বত্তিকে তুলায় মুড়িয়ে সলতে বানিয়ে ঘি বা জলপাই তেলে এমন স্থানে জ্বালাতে হবে যেখানে রোগিণীর কাছে ধোঁয়া পৌঁছায়।

২৮২

يَا فَتَّاحُ	يَا فَتَّاحُ	يَا فَتَّاحُ
يَا فَتَّاحُ	يَا فَتَّاحُ	يَا فَتَّاحُ
يَا فَتَّاحُ	يَا فَتَّاحُ	يَا فَتَّاحُ

ফ্রাইপ্যানে অল্প পরিমাণ চিনি দিয়ে আগুনে রাখুন। লক্ষ্য রাখবেন যেন চিনি পুড়ে না যায়। যখন হালকা বাদামী রং ধারণ করবে,

তখন নামিয়ে আধা পেয়ালা পানি তেলে তাতে তাবিজ ধুয়ে নিন। একে একে এগারোটি (১১) তাবিজ পরপর এগারো (১১) দিন পান করান এবং ব্যবহৃত তাবিজের কাগজ পুড়িয়ে ফেলুন। আহারে সাধারণত যতটা লবণ ব্যবহার করা হয়, তার তিন-চতুর্থাংশ কমিয়ে দিন এবং বাজারের গুঁড়ো লবণ কখনও ব্যবহার করবেন না। লাহোরি দানা লবণ ঘরে পিষে ব্যবহার করুন।

### রাগের আধিক্য

সাধারণভাবে দেখা যায়, দুর্বল স্নায়ুসম্পন্ন ব্যক্তিদের রাগ বেশি হয়। আবার অনেকে পরিবেশের কঠোরতা, বঞ্চনার অনুভূতি বা শ্রেষ্ঠত্ববোধের কারণে রাগে অন্ধ হয়ে পড়েন। এটাও দেখা যায় যে, বাইরে বন্ধুদের মাঝে শান্ত ও সহনশীল স্বভাবের মানুষ ঘরে স্ত্রী-সন্তানের সামনে রাগী হয়ে ওঠেন। এমন লোকদের মধ্যে কোনো না কোনোভাবে আধিপত্যবোধ কাজ করে। যাই হোক, পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, যদি রোগী নিজে রাগ থেকে মুক্তি পেতে চান, তবে রাগের সময় পানির উপর একবার ۞۞۞۞ পড়ে দম করুন এবং তিন চুমুকে পানি পান করুন।

গৃহের অন্য সদস্যরা যদি কোনো একজন বা একাধিক ব্যক্তির রাগ থেকে রেহাই পেতে চান, তবে সূর্যোদয়ের আগে এক চুমুক পানির উপর একবার ۞۞۞۞ পড়ে দম করে খালি পেটে পান করিয়ে দিন।

যদি তা সম্ভব না হয়, তবে এই দমকৃত পানি সেই কলস বা জারে তেলে দিন যেখান থেকে সবাই পানি পান করে। এই আমলের মেয়াদ সর্বাধিক চল্লিশ (৪০) দিন।

## ফালিজ ও লক্বা

“রং ও আলো দিয়ে চিকিৎসা” বইয়ে ফালিজ, পোলিও ও লক্বার কারণসমূহ বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। সংক্ষেপে বলা যায়, মস্তিষ্কের ভেতর আলোর যে সুষম বণ্টন আছে, তার উপরই মস্তিষ্ক, স্নায়ু ও দেহের স্বাস্থ্য নির্ভরশীল। যখন আলোর প্রবাহ “উন্মুদ্দিমাগ” দিয়ে অতিক্রম করে এবং কোনো কারণে সেই প্রবাহের মধ্যে কসমিক রশ্মি (Cosmic Ray) এসে অন্তত চার ইঞ্চি ডানদিকে সরে যায়, তখন বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে যায়। এর প্রভাব কাঁধ থেকে পা পর্যন্ত পড়ে—এটিই ফালিজ বা পোলিও নামে পরিচিত।

লক্বা স্নায়ুতন্ত্রের রোগ। এটি একমাত্র “উন্মুদ্দিমাগ”-এর কারণে ঘটে না। মস্তিষ্কের কোষগুলির মধ্যবর্তী প্রবাহ যখন এক দিকে বেশি চাপ দেয় এবং তার প্রভাব মুখমণ্ডলের কোনো এক পাশে পড়ে, তখন মুখের পেশি বেঁকে যায়। এর প্রভাব সরাসরি কান, চোখ, নাক ও চোয়ালে পড়ে। অনেক সময় দৃষ্টিশক্তিও ক্ষতিগ্রস্ত

হয়। নাকের হাড় বেঁকে যায় এবং দাঁতের ভিত্তিবিশিষ্ট চোয়ালও আক্রান্ত হয়। এর চিকিৎসা নিম্নরূপ—

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

رَمِیْمٌ فَرُقُ الحَامِ

△  
২৭ ১১ ১৭ ২২ ৩১ ৩১

খাবারের হলুদ রং পানি দিয়ে গুলে কালি তৈরি করুন। সেই কালিতে এই তাবিজ তিনটি চীনামাটির থালায় লিখে সকাল, বিকেল ও রাতে পানিতে ধুয়ে রোগীকে পান করান। একই তাবিজ একই রঙের কালি দিয়ে এক বালিশ-দৈর্ঘ্যের মোটা ও মসৃণ কাগজে লিখে মাথা, ঘাড়, কপাল ও মুখে দিনে তিনবার মাখুন। চিকিৎসার সময় ফালিজ ও লকবার ক্ষেত্রে যে খাদ্যপরিহার সবাই জানে, তা অবশ্যই মানা জরুরি।

ফিস্টুলা (Fistula) বা ভগন্দর

خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۝

يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ۝

কোনো মোম-লেপা কাগজে চল্লিশটি তাবিজ লিখুন। কালি তৈরির জন্য খাবারের হলুদ রং ব্যবহার করুন। প্রতিদিন সকালে খালি পেটে একটি তাবিজ পানিতে ধুয়ে সেই পানি পান করতে হবে— এভাবে চল্লিশ (৪০) দিন পর্যন্ত।

এই রোগের চিকিৎসার সময় লাল মরিচ এবং সব ধরনের মাংস (মাংসের মধ্যে ডিমও অন্তর্ভুক্ত) সম্পূর্ণভাবে পরিহার করতে হবে।

### ঋণ আদায়ের জন্য

يَا تَنَكْفِيْلُ يَا حَنُوَائِيْلُ يَا حَمْنَائِيْلُ ۝  
يَا فَتَّاحُ يَا فَتَّاحُ يَا فَتَّاحُ

একটি কাগজে (যে কোনো কালিতে) লিখে সেই কাগজ চার ভাঁজ করে তাবিজ তৈরি করুন এবং তা দুইটি পাথরের মাঝখানে এমন

স্থানে রাখুন, যেখানে সেই পাথরগুলো কেউ নড়াচড়া করবে না। প্রতিটি পাথরের ওজন অন্তত দুই সের হওয়া উচিত এবং উভয় পাথর সমতল হবে, যেন উপরের পাথরের ওজন তাবিজের উপর সম্পূর্ণভাবে পড়ে।

**নোট:** তাবিজকে অধিক কার্যকর ও শক্তিশালী করতে যার কাছ থেকে ঋণ আদায় করতে চান, তার নাম ও মায়ের নাম তাবিজ ভাঁজ করার আগে লিখে নিন।

— (২) —

ইশার নামাজের পর একচল্লিশ (৪১) বার আয়াতুল কুরসী ‘العظیم’ পর্যন্ত পড়ে হাতে দম করুন এবং তিনবার হাত মুখে বুলিয়ে নিন। এরপর ঋণ আদায়ের জন্য দোয়া করুন। আমলের মেয়াদ নব্বই (৯০) দিন। নারীরা ঋতুর দিনগুলো গুনে পরে পূরণ করবেন।

### ঋণ পরিশোধের জন্য

শুরু ও শেষে একবার দরুদ শরিফ, একবার بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ এবং এক হাজার (১০০০) বার ۞۞۞۞ পড়ে দোয়া করুন এবং কথা না বলে ঘুমিয়ে পড়ুন। এই আমল নব্বই (৯০) দিন অব্যাহত রাখতে হবে।

## বন্দি মুক্তির জন্য

‘তাসখীর হুকাম’ নামের তাবিজ বন্দি গলায় পরবে এবং প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তাবিজটি মোমের আস্তরণ ও কাপড়ের খোল না খুলে লোবানের ধোঁয়া দেখাতে হবে।

## উচ্চতা বৃদ্ধির জন্য

যদি কারো উচ্চতা কম থাকে এবং তা বাড়াতে ইচ্ছুক হয় তবে —

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
الرَّتِلْكَ اَیَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِیْنِ ۝ الرَّحِیْمُ  
الرَّرْحِیْمُ الرَّحِیْمُ یَا اللّٰهُ یَا مَرِیْدُ

খাবারের হলুদ রং ও গোলাপজল দিয়ে তিনটি চীনামাটির থালায় লিখুন। প্রতিদিন একটি থালা সকালবেলা খালি পেটে, একটি আসরের পর এবং একটি রাতে শোয়ার আগে পানিতে ধুয়ে সেই পানি পান করান—এভাবে টানা ছয় মাস পর্যন্ত চালিয়ে যেতে হবে। এর পাশাপাশি দিনে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অন্তত বারো ঘণ্টা শুয়ে থাকার নিয়ম পালন করতে হবে। শোয়ার সময় খেয়াল রাখতে হবে

যেন পা ধনুকের মতো বাঁকা না হয়, বরং পুরোপুরি সোজা থাকে।  
মাথার দিক সামান্য উঁচু রাখবেন, যাতে রক্তসঞ্চালন নিচের দিকে,  
অর্থাৎ পায়ের দিকে, বেশি থাকে।

### দোয়া কবুলের জন্য

দোয়া কবুল হওয়ার উদ্দেশ্যে 'জিয়ারত'-এর আমল তাহাজ্জুদের  
নামাজ আদায়ের পর করা হবে। শুরু ও শেষে এগারো (১১) বার  
দরুদে ইব্রাহিম (যেটি নামাজে পড়া হয়) সহ তিনশ (৩০০) বার  
'জিয়ারত'-এর আমল পড়ে দোয়া করবেন। ইনশাআল্লাহ দোয়া  
কবুল হবে।

### ক্যান্সার বা সার্ভান

ক্যান্সার এমন একটি রোগ যা রক্তকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এর  
কারণগুলোর মধ্যে প্রধান হলো — যখন কোনো মানুষ এক বা  
একাধিক চিন্তার মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করে রাখে, তখন সেই  
বৈদ্যুতিক স্রোত যা চিন্তার মাধ্যমে কর্মে পরিণত হয়, বিষাক্ত হয়ে  
যায়। এই বিষাক্ত স্রোত রক্তের ভেতরও বিষ তৈরি করে। ফলে রক্তে  
সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জীবাণু (ভাইরাস) জন্ম নেয়, যেগুলো দেহের কোনো

এক স্থানে বাসা বাঁধে। যে বৈদ্যুতিক শক্তি জীবনের কাজে ব্যবহৃত হওয়ার কথা, সেটিই এই জীবাণুগুলোর খাদ্য হয়ে যায়। এর ফলে খাদ্যের ক্ষুদ্রতম কণাও উপকারের বদলে ক্ষতি করতে শুরু করে। এই জীবাণুগুলো রক্তের লাল কণিকা (RBC) নষ্ট করতে থাকে। ধীরে ধীরে লাল কণিকা কমে গিয়ে শ্বেত কণিকা বেড়ে যায়, যা শরীরের পক্ষে গ্রহণযোগ্য থাকে না। শেষ পর্যন্ত এই শ্বেত কণিকাগুলো লালা বা কফের আকারে শরীর থেকে বের হয়ে আসে, এমনকি এমন পরিমাণে নির্গত হয় যে মানুষ কঙ্কালে পরিণত হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

ক্যান্সারের আরেক রূপ হলো — যখন বিষাক্ত কণাগুলো শরীরের কোনো অংশে জমা হয়। এর ফলে আশপাশের শিরা-উপশিরা পচে যায়, রক্তসঞ্চালনে বড় ফাঁক তৈরি হয়, এবং মৃত্যু ঘটে।

আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে, ক্যান্সার একটি “শরিফুল নাফস” (উচ্চ স্বভাবের) ও “বাখ্‌তিয়ার” (সচেতন) রোগ। এটি শোনে, অনুভব করে, এবং প্রতিক্রিয়া জানায়। যদি কেউ এর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে এবং মাঝে মাঝে, যখন রোগী গভীর ঘুমে থাকে, ক্যান্সারকে বলে—

“হে ক্যান্সার, তুমি খুব ভালো, খুব দয়ালু, এই মানুষটি বড় বিপদে আছে, তাকে ক্ষমা করো, আল্লাহ তোমাকে এর বিনিময়ে উত্তম পুরস্কার দান করবেন”—

তাহলে ক্যান্সার তাকে ছেড়ে দেয় এবং বন্ধুত্বের নিদর্শন দেখায়।

এছাড়া ক্যান্সারের খাদ্য হলো রক্তে প্রবাহিত লাল রঙের বৈদ্যুতিক স্রোত। এজন্য রোগীর পরিবেশে লাল রঙের প্রাধান্য দেওয়া অত্যন্ত উপকারী। যেমন — যে ঘরে রোগী থাকে, সেই ঘরের দেয়াল, দরজা, জানালার পর্দা, বিছানার চাদর, বালিশের কাভার এমনকি রোগীর পরিধেয় বস্ত্র সবই লাল রঙের হওয়া উচিত।

একইসঙ্গে খাবারের লাল রং পানি দিয়ে গুলে কালি তৈরি করতে হবে। এই কালিতে...

৬	৭	৫	৮	৩	২	১
১৮	১৩	১২	১১	১০	৯	৮
২১	২০	১৯	১৮	১৭	১৬	১৫

△ أَبْرَارُ الْحَاحِ  
ص والقلم ص والقلم ص والقلم

একচল্লিশ (৪১)টি তাবিজ লিখতে হবে। একটি তাবিজ রোগীর গলায় স্থায়ীভাবে পরিয়ে রাখতে হবে এবং বাকি চল্লিশ (৪০)টি তাবিজ প্রতিদিন একটি করে চল্লিশ (৪০) দিন পর্যন্ত পানিতে ধুয়ে সেই পানি পান করাতে হবে।

### কুব বা কুঁজে যাওয়া

মেরুদণ্ডে (হোরাম মগজে) যে সুস্থ স্নায়ুগুলো থাকে, তারা প্রাকৃতিক নিয়মে দুর্বল স্নায়ুগুলোকে শক্তি জোগায়। এই শক্তি জোগানোর উৎস হলো সেই বৈদ্যুতিক স্রোত যা মস্তিষ্কে জমা হয়ে মস্তিষ্কের সব কোষে প্রবাহিত হয়।

যদি এই বৈদ্যুতিক স্রোতের বণ্টন শক্তিশালী স্নায়ুগুলোর মধ্যে সমান ও ভারসাম্যপূর্ণ থাকে, তাহলে মানুষের বুক মজবুত থাকে; কিন্তু কোনো কারণে এই স্রোতের বণ্টনে অসামঞ্জস্য দেখা দিলে বুকের পাঁজর দুর্বল ও নরম হয়ে যায়। ফলস্বরূপ, ব্যক্তি কুঁজে হয়ে পড়ে। এই রোগের চিকিৎসায় কুরআন শরীফের নিম্নলিখিত আয়াতটি ব্যবহৃত হয় —

إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقْتُ ۝

এই আয়াতটি বারবার পড়তে হবে এবং যখনই পানি পান করবেন, সেই পানিতে এই আয়াত দম করে পান করতে হবে।

## কৃষিকাজে বরকত

একটি বড় কাগজে লিখুন —

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

এরপর পাঁচ বা দশ সের পানিতে তা ধুয়ে নিন এবং সেই পানি জমিতে ছিটিয়ে দিন। মাত্র একবার এই আমল করলেই আল্লাহর কৃপায় জমির ফলন ও উৎপাদন বেড়ে যায়।

## কাজে মন না লাগা

অস্থির মনোভাব ও জীবিকা সংক্রান্ত কাজে অনাগ্রহ দূর করার জন্য প্রতিটি নামাজের পর بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ একশ (১০০) বার...

بِحَوْلٍ وَقُوَّةٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
الْمُهَيِّمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ

পাঠ শেষে দোয়া করতে হবে। যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অত্যন্ত অলস (কাহেল) হন, তাহলে তার স্ত্রী বা কোনো নিকট আত্মীয় এই ওয়াজিফা পড়ে তার জন্য দোয়া করবে। আমলের মেয়াদ একুশ (২১) দিন এবং সর্বাধিক চল্লিশ (৪০) দিন।

### কুকুরে কামড়ানো

কুরআন শরীফের সূরা আল-মায়িদা, আয়াত ৩ —

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ۖ  
 إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝ ٣

বার পড়তে হবে, তারপর পানি ফুঁ দিয়ে তিন (৩) দিন পর্যন্ত প্রতিদিন তিন (৩) বার করে পান করাতে হবে।

### কুমড়োর বীজ ও কেঁচো (অল্পের কীট)

পেটে কুমড়োর বীজজাতীয় কীট বা কেঁচো থাকলে স্বাস্থ্যের উপর মারাত্মক প্রভাব পড়ে। খাবার শরীরের অংশে পরিণত হওয়ার

বদলে ঐ কীটগুলোর আহারে পরিণত হয়। পেট ফুলে থাকে এবং আঙুল দিয়ে টোকা দিলে ঢোলের মতো শব্দ হয়। যখন পেটে কীট থাকে, তখন রোগীর মুখ দিয়ে ঘুমের সময় লালা ঝরে এবং সে দাঁত ঘষে।

### পবিত্র কুরআনের আয়াত

يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ  
وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ لِّمَن رَّبُّكُمْ عَظِيمٌ ۝

(আল-বাকারা, আয়াত ৪৯)

কালো কালি দিয়ে কাগজে লিখে তাবিজ বানিয়ে গলায় পরাতে হবে এবং একই আয়াত চীনা মাটির থালায় খাদ্যরঙের হলুদ কালি দিয়ে লিখে সকাল, বিকেল ও রাতে ঘুমানোর আগে পানি দিয়ে ধুয়ে সেই পানি পান করাতে হবে। সময়কাল তিন (৩) দিন, সর্বাধিক এগারো (১১) দিন পর্যন্ত।

## কিডনির যাবতীয় রোগ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ك م ن ق

الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

৷৷৷

৷৷৷

৷৷৷

যদি কিডনির ব্যথা বাতজনিত হয় বা পাথরজনিত হয়— উভয় অবস্থায় মোমযুক্ত কাগজে নিচের নকশাটি লিখে গলায় অথবা ব্যথার স্থানে বেঁধে রাখতে হবে। এই তাবিজটি পানিতে ধুয়ে সেই পানি পান করানোও অত্যন্ত উপকারী। ব্যথা দূর হয়ে যাবে এবং যদি কিডনিতে পাথর থাকে, তবে তা বালুর মতো গলে প্রস্রাবের মাধ্যমে বের হয়ে যাবে।

## টাক (গঞ্জ)

একটি পরিষ্কার, স্বচ্ছ, আকাশি রঙের বোতলে খাঁটি তিলের তেল ভরে রাখুন এবং একটি তসবিহ...

الرُّتَلُّكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ

## الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ

পড়ে চল্লিশ (৪০) দিন তেলটির উপর দম দিতে হবে।  
একচল্লিশতম (৪১) রাত থেকে প্রতিদিন ঘুমানোর আগে তেল  
ভালোভাবে মাথায় মালিশ করে মিশিয়ে নিতে হবে।

## গেঁটে বাত ও হাঁটুর ব্যথা

দেখুন— ফালিজের চিকিৎসা অধ্যায়।

## ইনজেনহারি (রোগের নাম)

একবার...

## لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ

পড়ে তর্জনী আঙুলের প্রথম পোরের উপর দম দিতে হবে, তারপর  
ঠোঁট লাগিয়ে সেই আঙুলটি চোখে ইনজেনহারির স্থানে  
আলতোভাবে ঘষে নিতে হবে। কয়েক দিন এই আমল করলে রোগ  
দূর হয়ে যাবে।

## লো লাগা (রোদে অসুস্থ হওয়া)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى

একটি সাদা কাগজে লিখে তা মোম ছাড়া সাদা কাপড়ের ছোট টুকরোয় বেঁধে গলায় ঝুলিয়ে রাখতে হবে। রোদে অসুস্থতার প্রভাব শেষ হলে তাবিজ ও কাপড়— দুটোই পুড়িয়ে ফেলতে হবে। কাঁচা চিনি (খাঁড়) দিয়ে তৈরি শরবতে একই আয়াত পড়ে দম দিতে হবে এবং সেই শরবত পান করতে হবে। এতে মানুষ রোদের প্রভাবে সৃষ্ট অসুস্থতা থেকে নিরাপদ থাকে।

## মুখে দুর্গন্ধ আসা

যখন পাকস্থলীতে কোষ্ঠকাঠিন্য বা পচন হয়, তখন গ্যাস উপরের দিকে উঠে এসে মুখ দিয়ে বের হয় এবং মুখে দুর্গন্ধ সৃষ্টি করে। যদি মাড়ির ভিতরে বা দাঁতের ফাঁকে খাবারের কণা জমে পচে যায়, তাহলেও মুখে দুর্গন্ধ হয়। তবে সেই দুর্গন্ধ, যা গ্যাসের আকারে মুখ দিয়ে বের হয়, অন্যদের জন্য অত্যন্ত মানসিক কষ্টের কারণ হয়। রোগী নিজে এর অনুভব কম পায়, কিন্তু তার সামনে থাকা ব্যক্তির

মনে এমনই বিরক্তি তৈরি হয় যেমন কোনো দুর্গন্ধযুক্ত জিনিস থেকে হয়।

এর প্রতিকার হলো— খাদ্যাভ্যাসে শৃঙ্খলা আনা। রোগী যেন অনিয়মিতভাবে খাবার না খান; বরং নির্ধারিত সময়ে নিয়মিত খান। বাসি বা গাঁজনধরা খাবার একেবারে পরিহার করতে হবে। হালকা, সহজপাচ্য খাবার খেতে হবে। যখনই পানি পান করবেন, তিনবার **مُؤَدَّ** পড়ে দম দিয়ে পান করবেন। আর যোহরের নামাজের পর এক তসবিহ **مُؤَدَّ** পড়ে এক পাউন্ড খাঁটি মধুর উপর দম দিতে হবে। এই মধু দিনে তিনবার— সকালে নাশতার আগে, দুপুরে, এবং রাতে খাবারের আগে এক চা-চামচ করে খেতে হবে। দাঁত সবসময় একেবারে পরিষ্কার রাখতে হবে— তা মনজনে হোক বা মিসওয়াকে।

## বাড়ি বা কোনো স্থান খালি করানোর জন্য

যদি ব্যক্তিগত প্রয়োজনের জন্য অথবা ভাড়াটিয়ার আচরণে বিরক্ত হয়ে কোনো বাড়ি বা জায়গা খালি করতে চান, তবে ইশার নামাজের পর তিনশো (৩০০) বার...

وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ

শেষ করে চোখ বন্ধ করে ভাড়াটিয়ার চেহারা কল্পনা করে তার দিকে ফুঁ দিতে হবে। এই আমলের মেয়াদ ন্যূনতম চল্লিশ (৪০) দিন এবং সর্বোচ্চ নব্বই (৯০) দিন।

## মৃগী রোগ (Epilepsy)

কখনও কখনও চিন্তা এত বেশি জমে যায় যে মস্তিষ্কের সেই ক্ষমতা, যা চিন্তাগুলোকে ভাগ করে নিয়ন্ত্রণ করে, তা ব্যাহত হয়ে যায়। যদি এমন অবস্থায় রোগীর সামনে পানি থাকে, তাহলে মস্তিষ্ক কাজ করা বন্ধ করে দেয় এবং মৃগীর আক্রমণ শুরু হয়। যতক্ষণ এই চিন্তার ভিড় স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি থাকে, রোগী অচেতন থাকে; যখন তা ছড়িয়ে যায়, তখন রোগী চেতনা ফিরে পায়।

আক্রমণের সময় সমস্ত স্নায়ু সাময়িকভাবে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তাই রোগী দেরিতে নড়াচড়া করতে পারে। এর তাৎক্ষণিক চিকিৎসা হলো— রোগীর মাথা মাটি থেকে হাতে রেখে মাত্র এক ইঞ্চি উপরে তুলতে হবে, এর বেশি নয়। দুই-তিনবার হালকাভাবে মাথা নেড়ে দিতে হবে। এতে খিঁচুনি থেমে যাবে। তবে চোখের মণির গতিবিধি কিছু সময় পর্যবেক্ষণ করতে হবে, যাতে মস্তিষ্কের স্মৃতিশক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত কোষগুলো দৃষ্টির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে এবং চেতনা ফিরে আসে। মৃগী রোগের একটি লক্ষণ হলো— চোখের মণি কিছুটা উপরের দিকে সরে যায়।

## মৃগীর রোগীর আত্মিক চিকিৎসা

চল্লিশ দিন পর্যন্ত প্রতিদিন সকালে খালি পেটে এক প্লেটে...

الطُّرُقُ النَّاسُ وَالْأَجِنَّةُ وَالرُّوحُ الْعِبَادِ

الصَّالِحِينَ فِي الْكُونِ

লিখে পানি দিয়ে ধুয়ে সেই পানি রোগীকে পান করাতে হবে। একই সঙ্গে একটি বড় কাগজে একই লেখাটি লিখে মাথা থেকে পা পর্যন্ত সেই কাগজ দিয়ে পুরো শরীরে মৃদু ভাবে ঘষতে হবে। কাগজ ছিঁড়ে গেলে পুনরায় লিখে নিতে হবে। চিকিৎসাকালীন এই বিষয়টি বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে যে রোগীর কখনও কোষ্ঠকাঠিন্য না হয়।

### পুরুষদের মধ্যে নারীত্বের প্রবণতা

ক্রোমোসোমে (CHROMOSOME) বারোটি বলয় থাকে এবং প্রতিটি বলয়ের নিজস্ব রং আলাদা হয়। মাতৃগর্ভে যদি এই বলয়গুলোর রঙে পূর্ণ সামঞ্জস্য বজায় থাকে, তবে শিশুটি পূর্ণপুরুষত্বের গুণাবলি নিয়ে জন্মায়। কিন্তু যদি কোনো একটি বলয়ের রঙের পরিমাণ অন্য এগারোটি বলয়ের তুলনায় সামান্যও কমবেশি হয়, তবে শিশুর মধ্যে পুরুষালি বৈশিষ্ট্য সেই অনুপাতে হ্রাস পায়। আর যদি কোনো একটি বলয়ের রঙের পরিমাণ খুব বেশি বা খুব কম হয়ে যায়, তাহলে কন্যাসন্তান জন্মায়।

কিছু পুরুষের মধ্যে পুরুষালি ভাব কম এবং নারীত্বের ছাপ বেশি দেখা যায়— কথা বলার ভঙ্গি, চলাফেরার ধরণ, এমনকি মুখমণ্ডলেও নারীর কোমলতার প্রতিফলন দেখা যায়। কিছু পুরুষের কণ্ঠস্বরও নারীদের মতো হয়। এই অবস্থার প্রতিকার হিসেবে সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর এবং রাতে ঘুমানোর আগে কিছুদিন পর্যন্ত...

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

...এর পাঠ করতে হবে।

### ঘুম না আসা বা অনিদ্রা

ঘুম না আসার প্রধান কারণ হলো মস্তিষ্কের শুষ্কতা, স্নায়বিক টানাপোড়েন, মানসিক অস্থিরতা, চিন্তা-ভাবনার অতিরিক্ত চাপ, দুঃখ-কষ্ট ও ভয়-আতঙ্ক। এসব চিন্তা থেকে যতটা সম্ভব মস্তিষ্কে মুক্ত রাখা প্রয়োজন। মনোযোগের কেন্দ্রায়নের মাধ্যমে (ইর্তিকাযে তাওজ্জাহ) এটি সহজেই সম্ভব।

সব কাজ শেষ করে আরামদায়ক বিছানায় শুয়ে পড়ুন। শরীরকে টিলে ছেড়ে দিন, চোখ বন্ধ করুন এবং কল্পনা করুন— গলা থেকে নাভি পর্যন্ত শরীরের ওপর একটি বড় কাঁচের জার রাখা আছে, যার ভেতর হালকা, শীতল ও প্রশান্তিদায়ক আলো ভরা। এই ভাবনা স্থির

○الم ذلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ  
○থেকে পর্যন্ত পড়তে শুরু করুন। কয়েকবার পড়লেই মিষ্টি ঘুমের আলিঙ্গন লাভ হবে।

### নাক দিয়ে রক্ত পড়া (নাকসির)

সাদা কাগজে কালো কালি দিয়ে তিনবার **بِسْمِ اللّٰهِ** লিখে কাগজটি পুড়িয়ে ফেলুন। তারপর পোড়া কাগজের ছাই আঙুলে নিয়ে নাকসির রোগীকে শোঁকাতে দিন। কয়েকবার করলে নাক দিয়ে রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে যাবে।

### দীর্ঘস্থায়ী সর্দি (নাজলা মুজমিন)

যে পুরনো সর্দি-কাশি থেকে মস্তিষ্কে দুর্গন্ধ আসে, নাক বন্ধ থাকে, চোখ ভারী লাগে, কানে শব্দ শোনা যায় বা মনে হয় মাথার ভিতর কিছু ভরাট রয়েছে— এমন অবস্থার মুক্তির জন্য...

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

يَا مِيكَائِيلُ يَا إِسْرَافِيلُ يَا سَمُوَائِيلُ يَا فَرَزَائِيلُ

কাগজ বা চীনা মাটির থালায় লিখে দিনে তিনবার পানি দিয়ে ধুয়ে সেই পানি পান করতে হবে। খাবারে এমন কোনো বস্তু খাওয়া সম্পূর্ণরূপে বর্জনীয় যা পাকস্থলিকে দুর্বল বা বিকৃত করে।

### নাক বন্ধ হয়ে গন্ধ বা দুর্গন্ধ অনুভব না হওয়া

এটি এমন এক রোগ, যাতে মানুষ ঘ্রাণশক্তি হারিয়ে ফেলে— না কোনো সুগন্ধ অনুভব করতে পারে, না কোনো দুর্গন্ধ। এমনকি পচা খাবারও সে চেনার ক্ষমতা রাখে না। এই রোগের সম্পর্ক মস্তিষ্কের সেই কোষগুলোর সঙ্গে, যেগুলো ঘ্রাণশক্তি নিয়ন্ত্রণ করে। এর কারণ অনেক, যা এই সংক্ষিপ্ত গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। চিকিৎসা নিম্নরূপ— যখনই পানি পান করবেন, পানি উপর একবার **والله يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ** পড়ে দম দিয়ে পান করুন। পানির পাশাপাশি একটি প্রশস্ত মুখের টিন-লেপা স্টেইনলেস পাত্রে নুন মিশ্রিত পানি ভর্তি করুন এবং তাতেও একবার দম দিন।

এই পানি সকালে খালি পেটে এবং রাতে ঘুমানোর আগে পাঁচবার নাকে টেনে নিন ও বের করে দিন। তবে নাকের পানি যেন কখনো সেই পাত্রে না পড়ে, বরং খোলা মাটিতে পড়া উচিত।

এই চিকিৎসা দীর্ঘমেয়াদি, তাই কোনো প্রকার অস্থিরতা বা হতাশা ছাড়াই নিয়মিত চালিয়ে যান। ইনশা আল্লাহ রোগ থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি মিলবে।

## নাভি সরে যাওয়া

দুটি তালি এমনভাবে তৈরি করুন, যাতে এক তালির কাঁটা অন্য তালির ভিতর ঢুকে যায়...



এবং একটি আকৃতি কাগজে অঙ্কন করে সেটিকে ভাঁজ করে তাবিজ তৈরি করুন। তাবিজটি মোমে মুড়ে এক টুকরা দড়ির সঙ্গে এমনভাবে কোমরে বেঁধে দিন যাতে তাবিজটি নাভির ঠিক ওপরের অংশে থাকে। গোসল বা ধোয়ার সময়ও তাবিজ খোলা যাবে না। যখন আরাম পাওয়া যাবে, তখন পীরান-এ-পীর দস্তগীর হযরত মহিউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ)-এর রূহের উদ্দেশ্যে ঈসালে সওয়াব দান করতে হবে।

## নেশার অভ্যাস ত্যাগের জন্য

যে ব্যক্তি নেশাগ্রস্ত, সে যখন গভীর ঘুমে তলিয়ে যায়, তখন তার শয্যার পাশে, মাথার দিকের কাছে দাঁড়িয়ে সূরা আল-মায়িদাহ-এর আয়াত ৯০ পাঠ করতে হবে...

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  
إِنَّمَا الْحُمُرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رَجْسٌ  
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ  
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

একবার এমন নিচু স্বরে পড়তে হবে, যাতে ঘুমন্ত ব্যক্তির ঘুম নষ্ট না হয়। চল্লিশ (৪০) দিন এই আমল অব্যাহত রাখলে নেশার অভ্যাস সম্পূর্ণরূপে দূর হয়ে যায়।

## নাকের রোগসমূহ

নাকের হাড় বেড়ে যাওয়া, শ্বাস বন্ধ হয়ে আসা, নাকের ভেতরের ঝিল্লি নষ্ট হয়ে যাওয়া, ডিফথেরিয়া (٧٤), নাকের ভিতরে অতিরিক্ত

হাড় গজানো, ফোঁড়া বা পুঁজ হওয়া, দুর্গন্ধ ছড়ানো— এসব সব ধরনের নাকের রোগের জন্য একটি মোমজাত কাগজে...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 X X X X X  
 X X X X X  
 X X X X X  
 يَا بَدِيعُ يَا بَدِيعُ يَا بَدِيعُ

লিখে কাগজটি ভাঁজ করে তাবিজ তৈরি করুন এবং মোমে মুড়িয়ে গলায় ঝুলিয়ে রাখুন। এই তাবিজটি আসমানী নীল বা চকচকে কালো কালি দিয়ে লেখা উচিত।

## হেঁচকি

পানির ওপর একবার...

وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ

দম করে দিতে হবে, আর যদি প্রভাব দ্রুত করতে চান, তাহলে একটি থালায় লিখে পানিতে ধুয়ে সেই পানি পান করতে হবে। সর্বাধিক তিনবার পর্যন্ত। এই দমকৃত পানি পান করতেই হেঁচকি সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যাবে।

## তোতলামি বা জড়তা

নিজের উচ্চতার সমান একটি আয়নার সামনে বসে একশ (১০০) বার...

وَحُلِّ عُقْدَةٌ مِّنْ لِّسَانِي

রাতে ঘুমানোর আগে এমনভাবে পড়তে হবে যেন প্রতিটি শব্দ স্পষ্টভাবে আলাদা উচ্চারিত হয় এবং ঠোঁটের নড়াচড়া আয়নায় দেখা যায়। আমল শেষ হলে হাতের ওপর দম করে তিনবার মুখে বুলিয়ে নিতে হবে এবং কোনো কথা না বলে ঘুমিয়ে পড়তে হবে। চেষ্টা করবেন যাতে নব্বই (৯০) দিনের এই আমলে কোনো বিরতি না আসে। যদি কোনো কারণে কিছুদিন পড়া সম্ভব না হয়, তাহলে সেই বাদ পড়া দিনগুলো পরে পূরণ করে নিতে হবে।

## হাড়ক্ষয়জনিত রোগ ও সিফিলিস

একটি থালায়...

أَرْحَمُ رَفِيئِكَ يَا رَاحِيْلُ مَعْنِي

লিখে পানিতে ধুয়ে সেই পানি পান করাতে হবে এবং পাশাপাশি বড় কাগজে লিখে দিন-রাতে তিনবার সারা শরীরে মেখে দিতে হবে। এই চিকিৎসা দীর্ঘ সময় ধরে চালিয়ে যেতে হবে। ছয় (৬) মাস পর্যন্ত একদম লবণ খাওয়া যাবে না। মাংসের টুকরা, ডিম, মূলা ও লাল মরিচ থেকেও সম্পূর্ণ বিরত থাকতে হবে।

### হজমজনিত ডায়রিয়া (হেজা)

হলুদ কালি দিয়ে **أَلْبَانِيَّةُ كَبَابِيَّةُ** আয়াতটি চীনামাটির থালায় লিখতে হবে। তারপর বারবার পরিষ্কার ও স্বচ্ছ চুনের পানি দিয়ে ধুয়ে সেই পানি পান করাতে হবে।

চুনের পানি প্রস্তুত করার পদ্ধতি হলো: এক টুকরো চুন কোনো পাত্রে রেখে পানি ভর্তি করুন। চুন পুড়ে গেলে ঠান্ডা হতে দিন। উপরে যে পাপড়ির মতো স্তর তৈরি হবে, তা আশ্তে করে সরিয়ে নিন এবং উপরের পরিষ্কার পানি তুলে নিন। পানি তোলার সময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে পাত্রের নিচে থাকা চুনের গুঁড়ো নড়ে না যায়, কারণ সেটি পানিতে মিশে গেলে ক্ষতিকর হতে পারে।

যদি এই প্রক্রিয়া কঠিন মনে হয়, তবে শুকনো লাল মরিচের চারটি বীজের ওপর উপরোক্ত আয়াত পড়ে দম দিন, তারপর রোগীকে সেই বীজগুলো গিলে ফেলতে দিন এবং পরে দুই-তিন চুমুক পানি

পান করান। পানি কাঁচা নয়, সিদ্ধ করে ঠান্ডা করা উচিত। যতদিন হেজা থাকবে, এই চিকিৎসা অব্যাহত রাখতে হবে।

## হাড় সম্পূর্ণ না হওয়া ও হাড়ে ব্যথা

এর জন্য “টিবি-এর চিকিৎসা” অধ্যায়টি পড়ুন এবং তাতে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করুন।

## হাড় বৃদ্ধি পাওয়া

সব কাজ শেষ করে রাতে ঘুমানোর আগে...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ

একশ (১০০) বার পড়ে পানির ওপর দম দিতে হবে এবং সেই পানি পান করতে হবে। এই আমলের মেয়াদ নব্বই (৯০) দিন।

## জন্ডিস

এই রোগ যকৃতের (লিভারের) অসুস্থতার কারণে হয়ে থাকে। অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে যে এই রোগের চিকিৎসায় তাবিজ, গণ্ডা এবং দম-দরুদ ঔষধের চেয়েও অধিক কার্যকর।

س	ر	ش	ك
ق	ع	ل	ت
خ	م	ف	ت
ن	ص	د	ض

উপরের তাবিজটি লিখে রোগীর গলায় পরিয়ে দিন।

২-**বসখপরা** এক ধরনের বুনো ঘাস। মাটি খুঁড়ে এর শিকড় বের করে ভালোভাবে পানি দিয়ে ধুয়ে নিন। তারপর আঙুলের এক গাঁট পরিমাণ করে কেটে রাখুন। এখন রোগীর উচ্চতার সমান দৈর্ঘ্যের কাঁচা সুতার একুশ (২১) বা একত্রিশ (৩১) অংশ নিয়ে চারভাঁজ করুন। প্রতিটি গিঁটে একটি করে বসখপরার শিকড় জড়িয়ে একবার

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

পড়ে ফুঁ দিয়ে গিঁট শক্ত করে দিন। এভাবে একুশটি শিকড়ে একুশটি গিঁট লাগিয়ে রোগীর গলায় ঝুলিয়ে দিন। রোগ সেরে উঠতে থাকলে এই গণ্ডা ধীরে ধীরে বড় হতে থাকবে। জন্ডিস সম্পূর্ণ ভালো হয়ে গেলে গণ্ডাটি পিঠের দিক থেকে খুলে বয়ে যাওয়া পানিতে ফেলে দিন।

### কণ্ঠস্বর সুন্দর করার জন্য

কিছু পুরুষ যখন কথা বলেন, তাদের কণ্ঠে নারীত্বের ভাব অনুভূত হয়। একইভাবে কিছু নারীর কণ্ঠস্বর ফাটা থাকে এবং তাতে কর্কশতা ও পুরুষালি ভাব প্রকাশ পায়। মধুরভাষী মানুষ সকলের কাছেই প্রিয় হয়ে থাকে। কণ্ঠস্বরকে মধুর ও সুন্দর করার জন্য...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

৫	৫	৫	৫	৫
৭	৭	৭	৭	৭
১১	১১	১১	১১	১১
৭	৭	৭	৭	৭
৫	৫	৫	৫	৫

প্রতিদিন কালো কালি দিয়ে তাবিজটি লিখে একটি ঘড়া বা কলসিতে রেখে দিন এবং পান করার জন্য শুধু এই পানিই ব্যবহার

করুন। পানি প্রতিদিন নতুন করে বদলে নিন। যে পানি অবশিষ্ট থাকবে, তা কোনো পবিত্র স্থানে বা গাছের গোড়ায় ঢেলে দিন। এই আমল নব্বই (৯০) দিন অব্যাহত রাখতে হবে।

## আলসার বা পাকস্থলীতে ঘা

খাদ্যে ভেজালের কারণে এই রোগ এখন খুব সাধারণ হয়ে গেছে। লাল মরিচ, ঝাল-মসলা, ভাজা এবং টক খাবার পরিহার করার পাশাপাশি প্রতিদিন সকাল, বিকেল ও রাতে প্লেটে উল্লিখিত তাবিজ লিখে পানি দিয়ে ধুয়ে সেই পানি পান করলে আলসার ও পাকস্থলীর ঘা দূর হয়ে যায়।

২৮৭

১৮	৩২	২১	১	১৭	১৩	৫
২৩	১৮	২৩	২৭	২	৬	৮
২২	২৩	১৭	২৭	৮	৩	১০
৩৫	২৮	৩০	২০	৭	১৫	৩
২৮	৩১	৩৩	৩৫	১১	১৭	১৩

## অ্যাপেন্ডিসাইটিসের জন্য

দায়ান দিকের কুঁচকির কাছে আঙুলের পোরের সমান একটি শিরা থাকে। সাধারণত পরিপাকতন্ত্রের গোলযোগ ও পাকস্থলীতে ময়লা

জমে যাওয়ার কারণে এই শিরায় বাতাস ভর্তি হয়ে যায় বা খাদ্যের কণাগুলো পচে যায়। যদি গ্যাস নির্গত হয় এবং পায়খানা হয়ে যায় তবে ব্যথা অনেকটা কমে আসে। এর আত্মিক চিকিৎসা হলো: ডিমের কুসুমের রঙের মতো হলুদ বা কালো কালি (যে কালি তক্তিতে লেখার কাজে ব্যবহৃত হয়) দিয়ে সাদা চিনামাটির বড় প্লেটে একশবার  $\text{بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ}$  লিখে পানি দিয়ে ধুয়ে নিন এবং সেই পানি দুটি কলসির ঠান্ডা পানির সঙ্গে মিশিয়ে আক্রান্ত স্থানে ঢালুন। এই প্রক্রিয়া ২৪ ঘণ্টায় তিনবার করতে হবে।

### চোখ ব্যথা করা বা চোখ লাল হওয়া

কাঠের পিঁড়িতে কিবলামুখী হয়ে বসে অঙ্গু করুন এবং সেখানে বসে একশ (১০০) বার পড়ুন —

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قُلْ تَرَبُّؤًا فَاِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِيْنَ

(সূরা আত-তূর, আয়াত ৩১)

এই আয়াত পড়ে গোলাপজলে দম দিতে হবে এবং ড্রপারের সাহায্যে উভয় চোখে তিন ফোঁটা করে দিতে হবে। চোখে ব্যথা বা প্রদাহ থাকলে লাল মরিচ খাওয়া সম্পূর্ণভাবে পরিহার করতে হবে।

## আসিব (জিন বা অদৃশ্য প্রভাব) দূর করার তাবিজ

বইয়ের শুরুতে ‘দফে আসিব’-এর জন্য সলতে জ্বালানোর যে পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে, সেটি কার্যকর চিকিৎসা হিসেবে প্রস্তাব করা হয়েছে। এ বিষয়ে বহু চিঠি পাওয়া গেছে যেখানে বলা হয়েছে যে সলতে জ্বালানোর আমলের সঙ্গে একটি তাবিজও থাকা উচিত। সেই তাবিজের নকশা নিচে দেওয়া হলো —

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 يَا حَفِيْظُ يَا حَفِيْظُ يَا حَفِيْظُ  
 يَا بَدِيْعُ يَا بَدِيْعُ يَا بَدِيْعُ  
 يَا بَدِيْعُ الْعَجَائِبِ بِالْحَيْرِ يَا بَدِيْعُ  
 ۹۹      ۹۹۹      ۹۹۹      ۹۹۹  
 يَا حَفِيْظُ يَا حَفِيْظُ يَا حَفِيْظُ

এই তাবিজটি কোনো মোম-লেপা কাগজে লিখে মোমজামা (ওয়াটারপ্রুফ) করে রোগীর গলায় ঝুলিয়ে দিতে হবে। প্রতি বৃহস্পতিবার আসরের নামাজের পর সূর্যাস্তের আগে তাবিজটি কাপড়ের খোল থেকে না খুলে লোবানের ধোঁয়া দিতে হবে।

## শিশুর হৃদয়ে ছিদ্র (হাট হোল) থাকলে

শুরুতে ও শেষে ১১ বার দরুদ শরীফ পাঠ করে ১১,০০০ বার

فَأَوْحِ إِلَى عَبْدِي مَا أَوْحِ مَا كَذَبَ الْفُؤَاءُ إِذْ مَا رَأَى

এক আসরে উপরোক্ত দোয়া ১১,০০০ বার পড়ে আধা সের বিশুদ্ধ মধুর উপর দম দিতে হবে। তারপর সেই মধু সকাল, বিকাল ও রাতে খাওয়াতে হবে। খাদ্যের পরিমাণ শিশুর বয়স অনুযায়ী নির্ধারণ করতে হবে। ছোট শিশুদের এক আঙুলের ডগায় অল্প করে মধু চাটাতে হবে এবং দশ বছরের বেশি বয়সের শিশুদের দিনে তিনবার চায়ের ছোট চামচে করে দিতে হবে। চিকিৎসার মেয়াদ ছয় (৬) মাস।

## বগল ও পা থেকে দুর্গন্ধ আসা

বগল ও পায়ের দুর্গন্ধ অত্যন্ত অস্বস্তিকর রোগ। এমন রোগী যখন কোনো সভায় বসে বা জুতো খুলে, তখন এমন তীব্র দুর্গন্ধ ছড়ায় যে আশেপাশের মানুষ বিরক্ত হয়ে পড়ে। এ রোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ১,১০০ (এক হাজার একশ) বার

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَالْحَمَّ

الْخَنِزِيرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ

একবার পড়ে এক পাউন্ড বিশুদ্ধ মধুর উপর দম দিতে হবে এবং সকাল, বিকাল ও রাতে এক চামচ করে খেতে হবে। চিকিৎসার সময় খাবারে লবণের পরিমাণ যতটা সম্ভব কমিয়ে দিতে হবে।

## পোলিও

যদি টাইফয়েড জ্বর সম্পূর্ণ সময় শেষ হওয়ার আগে বন্ধ করে দেওয়া হয়, তবে অনেক সময় শিশুদের পোলিও রোগ দেখা দেয়। এখন এই রোগ এতটাই সাধারণ হয়ে গেছে যে এর বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই।

এক চিমটি চিনি ও একটি অতিসূক্ষ্ম সূঁচ নিতে হবে। স্টেইনলেস স্টিল বা রূপার বাটিতে দুই-তিন চুমুক পানি নিতে হবে। একবার পড়ে সূঁচের উপর ফুঁ দিতে হবে এবং সূঁচের মাথা চিনিতে ছুঁইয়ে পানিতে ডুবাতে হবে। এরপর সূঁচটি একদম পরিষ্কার সাদা কাপড়ে ভালোভাবে মুছে শুকিয়ে নিতে হবে যাতে সূঁচে পানির কোনো চিহ্ন না থাকে।

এইভাবে সূঁচ ডোবানোর কাজ ১০১ (একশ এক) বার করতে হবে।  
এরপর সেই পানিতে জাফরান মিশিয়ে কালি (রোশনাই) তৈরি  
করতে হবে, এবং এই কালি দিয়ে তাবিজ লিখতে হবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
رَمِیْمٌ فَرَقُ الْحَمِّ  
۷۹ ۱۱ ۱۹ ۲۷ ۳۱ ۴۱

তিনটি চীনামাটির থালায় লিখে সকালে, বিকেলে ও রাতে পানিতে  
ধুয়ে সেই পানি রোগীকে খাওয়াতে হবে। একই তাবিজ সেই কালি  
দিয়ে এক বিঘৎ মাপের মোটা ও মসৃণ কাগজে লিখে আত্রান্ত  
স্থানে দিনে তিনবার ঘড়ির কাঁটার দিক অনুযায়ী মালিশ করতে  
হবে। কাগজ ছিঁড়ে গেলে নতুন কাগজে আবার তাবিজ লিখে  
ব্যবহার করতে হবে। চিকিৎসা দীর্ঘমেয়াদি, তাই ধৈর্য, বিশ্বাস ও  
আগ্রহসহ চালিয়ে যেতে হবে—ইনশাআল্লাহ উপকার নিশ্চিত।  
খাদ্যে ঠান্ডা, বায়ুজনিত ও নোনতা জিনিস সম্পূর্ণভাবে বর্জন  
করতে হবে।

**দ্রষ্টব্য:** আক্রান্ত অঙ্গে লাগানোর তাবিজে **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** লেখা যাবে না।

## মানসিক অস্থিরতা (যা জ্বিন বা আছর ভাবা হয়)

রাতে ঘুমানোর আগে ওজু করে তুলার দুটি বলের উপর একবার আয়াতুল কুরসি পড়ে ফুঁ দিতে হবে এবং উভয় কানে রেখে ঘুমাতে হবে। সকালে জেগে তুলার বল দুটি খুলে একটি ডিবিতে রেখে দিতে হবে। রাতে আবার একই প্রক্রিয়ায় পড়া ও ফুঁ দিয়ে কানে রাখতে হবে। কয়েক সপ্তাহ নিয়মিত করলে মানসিক প্রশান্তি ফিরে আসবে।

## পেটব্যথা

পেটব্যথার কারণ অসংখ্য হতে পারে। মূল চিকিৎসা হলো ব্যথার কারণ নির্ণয় করা, তবে সাময়িক ও দ্রুত আরামের জন্য এই আমল করা যেতে পারে।

চালের দানার সমান মাপের সূক্ষ্ম গুঁড়ো লবণ এক চা চামচ পানিতে মিশিয়ে একবার পড়ে ফুঁ দিতে হবে এবং রোগীকে পান করাতে হবে।

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ

পড়ে পানিতে ফুঁ দিয়ে পান করতে হবে। পানি পান করার সময় মুখ উত্তর দিকে রাখতে হবে। উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও কর্মকর্তাদের অনুকম্পা লাভের জন্য

### (তাসখিরে হুফ্ফাম)

দেখা যায় যে অনেক দপ্তরে কিছু দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অধীনস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে সঠিক আচরণ করেন না এবং বিনা কারণে তাদের কষ্ট দেন। আবার এমন লোকও আছেন যারা নিজেদের স্বার্থে অধীনস্থদের অসৎ কাজে বাধ্য করেন। এমন অবস্থায় হরিণের পর্দা (ঝিল্লি), হুদহুদের পালক বা অন্য কোনো পবিত্র পাখির—যেমন ফাখতা, কবুতর বা ময়ূর ইত্যাদি—পালকের উপর নিচের নকশা (তাবিজ) লিখে ডান বাহুতে বেঁধে রাখতে হবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ح ۵ + ی - ص + ر - ل  
 ۵ - ن + و - ق + ۵ - ح

انی حتى فلان بن فل (নিজের নামসহ শাসকের নাম) اللَّهُمَّ سَخِّرْ نَسْلًا بِنَسْلِ  
 মায়ের নাম)

**দ্রষ্টব্য:** যদি শাসক বা কর্মকর্তার মায়ের নাম জানা না যায়, তবে তাঁর নামের সঙ্গে পদবি (অবস্থান/পদ) লিখতে হবে।

## যাদু ও জিনের প্রভাব নিবারণের আমল

যখন নিশ্চিত হয়ে যায় যে কোনো পুরুষ বা নারীর উপর জাদু বা শয়তানি প্রভাব পড়েছে, তখন রোগীর মাথা থেকে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুল পর্যন্ত নীল সুতো দিয়ে দৈর্ঘ্য মেপে নিতে হবে। এই নীল সুতার এগারোটি সূতা একত্র করে চারভাঁজে মুড়িয়ে একটি ডোরি তৈরি করতে হবে। ডোরির একপ্রান্তে একটি টিলা গিঁট দিতে হবে। এরপর সম্পূর্ণ সূরা **أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ** একবার পাঠ করে গিঁটে ফুঁ দিতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে গিঁটটি শক্ত করে বেঁধে দিতে হবে, যাতে ফুঁ বন্ধ হয়ে যায়। এইভাবে মোট এগারোটি গিঁট দিতে হবে। তারপর এই ডোরিটি জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর ফেলতে হবে। ডোরিটি যখন পুড়বে তখন একটি বিশেষ দুর্গন্ধ বা ধোঁয়ার গন্ধ নির্গত হবে। যতদিন পর্যন্ত এই গন্ধ আসবে, প্রতিদিন এই আমলটি পুনরাবৃত্তি করতে হবে।

## গুটি বসন্ত (Smallpox)

নিচের তাবিজটি রোগীর গলায় পরাতে হবে। যদি অবস্থা গুরুতর হয়, তবে একই তাবিজ একটি চীনা মাটির প্লেটে লিখে পানিতে ধুয়ে

নিতে হবে। এই পানি প্রতি চার ঘণ্টা পরপর দিতে হবে—  
প্রাপ্তবয়স্কদের এক টেবিলচামচ, শিশুদের এক চা-চামচ।

পানি অবশ্যই সিদ্ধ হতে হবে; কাঁচা পানি কখনোই পান করানো  
যাবে না।

ص	ع	و	ح
ع	ع	و	ح
و	و	و	ح
ح	ح	ح	ح

### রক্তের বিকৃতি (খুন মে খারাবি)

রক্তে যখন অস্বাস্থ্যকর আর্দ্রতা বা অনুপযুক্ত রস মিশে যায়, তখন  
রক্ত নষ্ট হয়ে যায় এবং এর ফলে নানাবিধ রোগের উদ্ভব ঘটে। এই  
রোগগুলোর মধ্যে চর্মরোগও (ত্বকের ব্যাধি) অন্তর্ভুক্ত।

## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

২৮২ <sup>১</sup>	২৮২ <sup>১১</sup>	২৮২ <sup>১২</sup>	২৮২ <sup>১</sup>
২৮২ <sup>১৩</sup>	২৮২ <sup>২</sup>	২৮২ <sup>৩</sup>	২৮২ <sup>৪</sup>
২৮২ <sup>৫</sup>	২৮২ <sup>৬</sup>	২৮২ <sup>৭</sup>	২৮২ <sup>৮</sup>
২৮২ <sup>৯</sup>	২৮২ <sup>১০</sup>	২৮২ <sup>১১</sup>	২৮২ <sup>১২</sup>

এই তাবিজটি চৌকো বিন্যাস অনুযায়ী হলুদের রঙ ও গোলাপজল মিশিয়ে তৈরি কালি দিয়ে লিখতে হবে। সকালে, বিকেলে এবং রাতে প্রতিদিন একটি করে চীনা মাটির থালা পানিতে ধুয়ে সেই পানি পান করতে হবে। এই প্রক্রিয়া নব্বই (৯০) দিন পর্যন্ত চালিয়ে যেতে হবে।

**দ্রষ্টব্য:** তাবিজের কোণায় দেওয়া সংখ্যা কেবল চৌকো বিন্যাসের নির্দেশনা হিসেবে থাকবে; আসল তাবিজে এই সংখ্যা লেখা হবে না।

### রাতে ঘুমের মধ্যে হাঁটা (স্লিপওয়াকিং)

এটি এক ধরনের স্নায়বিক দুর্বলতার লক্ষণ। নিচের তাবিজ দশ (১০)টি কপি করে লিখতে হবে। এর মধ্যে একটি তাবিজ মোমে

মুড়ে গলায় পরাতে হবে এবং বাকি নয় (৯)টি তাবিজ প্রতিদিন সকালে খালি পেটে একটির পর একটি পানি দিয়ে ধুয়ে রোগীকে পান করাতে হবে।

পান করানোর জন্য তাবিজটি হলুদের রঙের কালি দিয়ে কাগজে লিখতে হবে, অথবা বিকল্পভাবে চীনা মাটির থালায় লিখে পানি দিয়ে ধুয়ে দিতে হবে। উভয় পদ্ধতিতেই উপকার হবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
 ك ه ع ص  
 — × — × — × — × — ×  
 —————  
 اَلْكَرِیْمُ الرَّحِیْمُ اَلْكَرِیْمُ الرَّحِیْمُ اَلْكَرِیْمُ الرَّحِیْمُ  
 نَوْمُ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ

অজ্ঞান হয়ে যাওয়া (জওয়াল-এর পর বেহোশি)

মানবদেহে দুইটি মস্তিষ্ক ক্রিয়াশীল থাকে, কিন্তু তারা কখনোই একসাথে সম্পূর্ণভাবে সক্রিয় থাকে না। একটিকে বলা হয় *গালিব* (প্রভাবশালী) মস্তিষ্ক এবং অন্যটি *মাগলুব* (অধীনস্থ) মস্তিষ্ক। যখন এই প্রভাব ও অধীনতার স্বাভাবিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়, তখন ব্যক্তি জওয়ালের (সন্ধ্যার) পর অজ্ঞান হয়ে পড়ে।

**চিকিৎসা:** রোগীকে উচিত, অজ্ঞান হওয়ার নির্দিষ্ট সময়ের আধ ঘণ্টা আগে আরামদায়ক বিছানায় শুয়ে পড়া এবং ক্রমাগত **لَا حَرَّ وَلَا قُرْدٌ** পাঠ করা। যদি ঘুম আসে, তাহলে ঘুমিয়ে পড়তে হবে। এই **ورد** (যিকির) সেই সময় পর্যন্ত চালিয়ে যেতে হবে যতক্ষণ অজ্ঞান হওয়া শুরু হয় এবং অজ্ঞান হওয়ার সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরও এক ঘণ্টা পর্যন্ত বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে।

এই প্রক্রিয়া চলবে চল্লিশ (৪০) দিন পর্যন্ত।

### ব্যবসায় স্থবিরতা

কখনো কখনো ভালোভাবে চলতে থাকা ব্যবসা হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। দোকান বা অফিসে বিক্রি বন্ধ হয়ে যায়, অর্ডার আসে না, বা এলে পূরণ হয় না। ক্রেতারা দোকানে আসে, পণ্য দেখে কিন্তু না কিনে চলে যায়— অথচ একই জিনিস অন্য দোকান থেকে বেশি দামে কিনে নেয়।

**প্রতিকার:** ভোরবেলায় উঠেই ওজু করুন এবং সূর্য ওঠার আগেই দোকান বা অফিসে পৌঁছে যান। সেখানে সম্পূর্ণ সূরা **قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّي** একবার পাঠ করুন এবং দরজার উপর ফুঁ দিন। তারপর পাঁচ কদম পিছিয়ে গিয়ে জুতো খুলে নিন এবং হাতে নিয়ে তিনবার এমনভাবে ঝাঁকান যাতে দুই তলার অংশ একে অপরের সাথে লাগে। তারপর জুতো পরে দোকান বা অফিসে ঢুকে লোবানের ধোঁয়া দিন। এই আমল একবারই যথেষ্ট।

**দ্রষ্টব্য:** জুতার সোল অবশ্যই চামড়ার হওয়া উচিত।

প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে জিভ আটকে যাওয়া

স্নায়বিক দুর্বলতা বা *নার্ভাসনেস* থেকে মানুষ কখনো কখনো এমন মানসিক চাপে পড়ে যায় যে, জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। পরে সে অনুশোচনায় ভোগে।

**চিকিৎসা:** ভোরে সূর্য ওঠার আগে ওজু করে একবার **سُبْحَانَكَ** পাঠ করুন। এরপর সাতবার হাতে পানি তুলে সাতবার নাকে টেনে নিন এবং বের করে দিন। সম্পূর্ণ আরোগ্য না হওয়া পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চালিয়ে যান।

কানচ বা পায়ুপথের মাংস বেরিয়ে আসা (Rectal Prolapse)

যেমন প্রাপ্তবয়স্কদের পাইলস হয়, তেমনি শিশুদের ক্ষেত্রেও মলত্যাগের সময় পায়ুপথের মাংস বা “কানচ” বেরিয়ে আসে। এতে শিশুর প্রচণ্ড কষ্ট হয় এবং মাংসটি আঙুল দিয়ে ভিতরে ঠেলে দিতে হয়।

**চিকিৎসা:** শিশুর পবিত্রীকরণের সময় (তাহারত) বাম হাতের বড় আঙুলটি এমনভাবে নাড়াতে হবে যেন তা পায়ুপথে হালকা ঘর্ষণ দেয়। একই সময় মুখে বারবার **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** পাঠ করতে হবে। দুই-তিনবারের মধ্যেই রোগ সেরে যাবে।

### গৃহের সব সদস্যের অসুস্থ থাকা

স্বাস্থ্যবিধি অনুযায়ী বাড়ি পরিচ্ছন্ন রাখা ও স্যাঁতসেঁতে ভাবমুক্ত রাখা অত্যন্ত জরুরি। পাশাপাশি ঘরের বায়ুমণ্ডল বিশুদ্ধ রাখতে লোবান বা বুখুরের ধোঁয়া দেওয়া উচিত। যদি সব সতর্কতা সত্ত্বেও পরিবারের সবাই অসুস্থ থাকে এবং কোনো কারণ বোঝা না যায়, তবে নিচের আধ্যাত্মিক চিকিৎসা অবলম্বন করতে হবে।



তাবিজটি লিখে এমন স্থানে ঝুলিয়ে রাখতে হবে যাতে এটি বাতাসে দুলতে থাকে।

### মুখে রক্ত আসা

মস্তিষ্ক, গলা, মাড়ি বা ফুসফুসের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া কিংবা কোনো অজানা কারণে অনেক সময় দিন বা রাতে ঘুমের মধ্যে মুখ রক্তে ভরে যায়। রোগীকে বারবার রক্তসহ কুলি করতে হয় এবং ধীরে ধীরে শরীর থেকে সমস্ত রক্ত নিঃশেষ হয়ে যায়। এই অবস্থা অত্যন্ত উদ্বেগজনক ও বিপজ্জনক।

**চিকিৎসা:** উচ্চমানের তুলো নিয়ে দুটি তুলোর বল তৈরি করুন এবং প্রতিটি তুলোর বলের উপর একবার (পরবর্তী অংশে আয়াত বা দোয়া দেওয়া হবে) পাঠ করুন।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ۝ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ۝ وَالَّذِي قَدَّرَ

فَهَدَى ۝ وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى ۝ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى ۝

(আয়াত পাঠের পর তাতে ফুঁ দিয়ে দম করতে হবে) এবং একটি করে তুলোর বল দুই কানেই ঘুমানোর আগে রেখে দিতে হবে। পরের রাতে এগুলো খুলে ফেলে নতুন দুটি তুলোর বলের উপর দম করে আবার কানেই রাখতে হবে। এই প্রক্রিয়া টানা সাত (৭) দিন চলবে। শেষে সব ব্যবহৃত তুলোর বল একত্র করে কোনো প্রবাহিত পানিতে বা কূপে ফেলে দিতে হবে।

আল্লাহর বাণীর বরকতে এই রোগ খুব সহজেই দূর হয়ে যায়। বহু রোগীকে আমার কাছে আনা হয়েছে যাঁরা মাসের পর মাস হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন—চিকিৎসকেরা হতবাক হয়ে যেতেন যে রক্ত কোথা থেকে আসে! রোগীকে বারবার রক্ত দেওয়া হতো, অথচ সেই রক্ত আবার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসত। এই ফকির আল্লাহর উপর পূর্ণ বিশ্বাস রেখে যে চিকিৎসা প্রস্তাব করেছিলেন, তা গ্রহণ

করার পর সবাই আল্লাহর করুণায় সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যায়।  
চিকিৎসকগণ আজও বিস্মিত—এ রক্ত বন্ধ হল কীভাবে!

### চাকরি বা ব্যবসা লাভের জন্য

যখন সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়—আশা জাগে আবার ভেঙে যায়,  
দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, এমনকি বছরের পর বছর  
অফিসের দ্বারস্থ হওয়া সত্ত্বেও চাকরি বা ব্যবসায় উন্নতি না হয়—  
তখন নিম্নোক্ত তাবিজ ব্যবহার করতে হবে।  
তাবিজটি বাহুতে বেঁধে বা গলায় পরে রাখুন এবং সর্বদা—ওজু  
অবস্থায় বা বিনা ওজুতে, হাঁটতে, বসতে, উঠতে, এমনকি ঘুমের  
মধ্যেও— $\text{بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ}$  পাঠ করতে থাকুন।

اللَّهُ لَطِيفٌ

۳۲۱ <sup>۱</sup>	۳۲۲ <sup>۲</sup>	۳۲۸ <sup>۳</sup>	۳۱۴ <sup>۴</sup>
۳۲۷ <sup>۵</sup>	۳۱۵ <sup>৬</sup>	৳৳০ <sup>৭</sup>	৳৳৫ <sup>৮</sup>
৳ৱ৬ <sup>৯</sup>	৳৳০ <sup>১০</sup>	৳৳৳ <sup>১১</sup>	৳ৱ৭ <sup>১২</sup>
৳৳৳ <sup>১৩</sup>	৳ৱ৮ <sup>১৪</sup>	৳ৱ৯ <sup>১৫</sup>	৳৳৭ <sup>১৬</sup>

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

কোণের সংখ্যাগুলি শুধুমাত্র তাবিজের চল বা “চাল”-এর ইঙ্গিত,  
এগুলো মূল তাবিজে লেখা যাবে না।

### নজর লাগা (নজর-এ-বাদ)

নজর লাগা এমন এক বাস্তব প্রভাব, যার অস্বীকার সম্ভব নয়। এটি বড়, ছোট এমনকি পশু-পাখির ওপরও পড়ে এবং বিভিন্ন রকমের প্রভাব ফেলে। যেমন—কোনো মেয়েকে নজর লাগে এবং তার বিয়ের প্রস্তাব বারবার ভেঙে যায়; কোনো পুরুষকে নজর লাগে, তার মস্তিষ্ক দুর্বল হয়ে পড়ে, চিন্তা-শক্তি কমে যায়, এবং স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ব্যাঘাত ঘটে।

দুধ-দেওয়া প্রাণী যদি নজরবিদ্ধ হয়, তবে তারা দুধ দেওয়া বন্ধ করে দেয়, কিংবা দুধের পরিবর্তে খন থেকে রক্ত বের হতে থাকে, অথবা দুধে মাখনের পরিমাণ কমে যায়।

(ক) যদি মেয়ের বিয়ের প্রস্তাবগুলো বারবার ভেঙে যায় এবং মনে হয় যে এর কারণ নজর, তাহলে মেয়ের মা বা মেয়ে নিজেই <sup>সূরা</sup> <sup>১১</sup> পড়বে। যখন <sup>إِذَا كُنْتَ تُرِيدُ الْإِيمَانَ فَاسْتَعِينِ بِالْحَمْدِ</sup>—এ পৌঁছাবে, তখন এই আয়াতটি ১১ বার পড়ে পুরো সূরা সম্পূর্ণ করবে এবং পানির উপর ফুঁ দেবে।

এভাবে মোট ১১ বার সূরা পড়ে প্রতিবারই পানির উপর দম দিতে হবে। তারপর সেই পানি তিন চুমুকে মেয়েকে খাওয়ানো হবে অথবা মেয়ে নিজে আমলটি করে সেই পানি পান করবে। আমলের মেয়াদ—৪০ দিন।

(খ) যদি বিয়েতে বাধা ছাড়া সাধারণ নজর দূর করতে হয়, তবে নিচের তাবিজটি লিখে কয়েক মিনিটের জন্য মাথার উপর রেখে দিন, তারপর জ্বালিয়ে ফেলুন।

একটি তাবিজে নজরবাদের প্রভাব দূর না হলে, তিনটি তাবিজ যথেষ্ট হবে।

$$\frac{\triangle + 1 + 2 + 5 + 4}{\text{الْبَاسِطُ} \quad \text{الْيَاسُ}}$$

গ) পশুদের উপর থেকে নজর (বুরে নজর) দূর করার জন্য একই বেরি গাছের কাঠে বা এমন কোনো কাঠে লিখুন যার থেকে দুর্গন্ধ না আসে, এবং তা প্রভাবিত পশুটির গলায় বেঁধে দিন।